



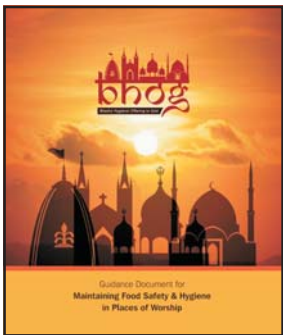
# প্রতিবাদী কলম



PRATIBADI KALAM • Daily • 12<sup>th</sup> Year, 349 Issue • 28 December, 2021, Tuesday • ১২ পৌষ, ১৪২৮, মঙ্গলবার • আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা • ৮ পৃষ্ঠা • ৫ টাকা • R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

## মন্দিরে স্বাস্থ্যবিধি জারি প্রসাদে লাগবে সিলমোহর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর।। শহরের অধিকাংশ মন্দিরেই দুপুর বেলায় প্রসাদ খাওয়ানোর ব্যবস্থা আছে। এযাবৎকাল পর্যন্ত সেই প্রসাদ খাওয়ানোর ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গ ছিল। সরকারি কোনও তদারকি ছিল না। একেবারে মন্দির কর্তৃপক্ষ বছরে কয়েক লক্ষ টাকার ব্যবসা করলেও, জেলা প্রশাসনের কাছে কর জমা নিয়েও সরকার তেমন গা করে না। যদি সব ঠিক থাকে, আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই শহর তথা রাজ্যের মন্দিরগুলোর ‘ভোগ’ বা ‘প্রসাদ’ বিষয়ক পরিবেশনায় নানা রদবদল আসতে চলেছে। রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের তরফে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের একটি নির্দেশিকা জারি হলে, টনক নড়বে বহু মন্দির কর্তৃপক্ষের। শহরের কয়েক কিলোমিটার জুড়ে প্রায় দু-তিন ডজন মন্দিরেই ‘ভোগ’ দেওয়া হয়। বিভিন্ন মন্দির থেকে ভক্তরা প্রতিদিন নিজেদের পরিবারের জন্য সেসব ভোগ নিয়ে



‘প্রসাদ’ (পড়ুন নিরামিষ আহার) গ্রহণ করেন। এবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের অধীন ফুড সফটি এন্ড স্ট্যান্ডার্ড অথরিটি অব ইন্ডিয়া তথা ফসি’র উদ্যোগে শহর জুড়ে শুরু হবে মন্দিরে-মন্দিরে হানাদারির কাজ। মন্দিরের ভোগ বা দুপুরের আহার কতটা স্বাস্থ্য সম্মত এবং কি পদ্ধতিতে সেসব রান্না

করা হয়, এই নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক রাজ্যকে কড়া বার্তা দিয়ে পাঠিয়েছে। বহু আগেই রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের তরফে শহর এবং অন্যান্য জেলার বেশ কয়েকটি মন্দিরকে কেন্দ্রীয় সরকারের ‘ভোগ’ প্রকল্পে সংযুক্ত করার কথা ছিল। এখন পর্যন্ত তা করা হয়নি। ২০১৮ সালের জানুয়ারি মাসেই কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের তরফে একটি ৫২ পাতার পুস্তিকা প্রকাশ করে প্রতিটি রাজ্যকে পাঠানো হয়েছিল। সেই পুস্তিকা তথা গাইডলাইন রাজ্যে এসে পৌঁছায়। ‘গাইডেন্স ডকুমেন্ট ফর মেনুইটেনিং ফুড সফটি এন্ড হাইজিন ইন প্লেইসেস অব ওয়ারশিপ’ শীর্ষক পুস্তিকাটি এখন যদিও নতুনভাবে সংস্কার করা হয়েছে। ২০১৮ সালে ফাসির তদানিন্তন সিইও পবন আগরওয়াল স্পষ্টত বলেছিলেন, মন্দিরে-মন্দিরে যে প্রসাদ ভক্তদের জন্য তৈরি করা হয়, তার গুণগতমান ভালো হতে হবে। রাজ্যে গত বেশ কয়েক মাস ধরেই স্বাস্থ্য দফতর

ফাসির নির্দেশিকাটিকে কার্যকর করার আশ্রয় চেষ্টা করছে। কিন্তু কোনও এক অজানা কারণে তা কার্যকর হচ্ছে না। সম্প্রতি গোর্খাবিস্তৃতি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের ডেপুটি ফুড সফটি কমিশনার ডা. অনুরাধা মজুমদার বিষয়টি নিয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। ইতিমধ্যেই শহরের দু’তিনটি মন্দির এবং গোমতী জেলার ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরকে এই প্রকল্পের আওতায় আনার সমস্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে বলে খবর। এদেশে, বেশ কয়েক বছর আগের একটি পরিসংখ্যানে দেখা গিয়েছিল, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রার্থনা করার জন্য প্রায় ৩০ লক্ষ মন্দির, মসজিদ, গির্জা ইত্যাদি রয়েছে। রাজ্যেও এই সংখ্যাটি প্রায় কয়েক হাজার হবে। স্বাভাবতই মন্দিরগুলোতে ঠিক কি পদ্ধতিতে খাবার তৈরি হয়, ফুড সফটি লাইসেন্স আদৌও রয়েছে কি না, বাসি খাবার কি পদ্ধতিতে রাখা হয় ইত্যাদি ● এরপর দুইয়ের পাতায়

## টিএসআর নিয়োগের তালিকা প্রকাশিত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর।। আড়াই বছর আগের নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়েছিল, সেই মোতাবেক দুইটি নতুন টিএসআর (ইন্ডিয়ান রিজার্ভ ব্যাটেলিয়ন) গড়ার জন্য নির্বাচিত প্রার্থীদের তালিকা বেরিয়েছে। মোট ১,৪৪৩ জনকে নির্বাচিত করা হয়েছে, উপযুক্ত প্রার্থী না পাওয়ায় ৪৫ পদ খালি আছে। জেনারেল ডিউটি রাইফেলম্যান পদে রাজ্য থেকে নির্বাচিত হয়েছেন তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি এবং সাধারণ শ্রেণির মিলিয়ে পুরুষ ৯১১ জন, এবং মহিলা ১০২ জন। রাজ্যের বাইরে থেকে আছেন, ৩৩২ জন। তাছাড়া পাচক, ধোবি, ক্ষৌরকার, পরিচ্ছন্নতা কর্মী পদে রাজ্য থেকে পুরুষ, মহিলা মিলিয়ে নির্বাচিত হয়েছেন ৭৩ জন। রাজ্যের বাইরে থেকে এইসব পদে নির্বাচিত হয়েছেন ২৫ জন। একশ নম্বরের নির্বাচিতদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছেন রমেশ কুমার সিংহ, তিনি পেয়েছেন ৮৮৭৫।

## কোভিড আচরণবিধি অনুসরণ করে চলতে মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বান



প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর।। চন্দ্রপুর ব্যবসায়ী সমিতি ও এলাকাবাসীদের যৌথ ব্যবস্থাপনায় আয়োজন করা হয় ২৪তম শ্রীশ্রী গৌরঙ্গ মহাপ্রভুর নাম সৎকীর্তন ও মহোৎসব। আজ সৎকীর্তন ও মহোৎসব পরিদর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

প্রথম ও দ্বিতীয় ডেউ-এর মধ্যে কোভিড সংক্রমণ নিয়ে সবার সচেতনতা ও নির্দিষ্ট আচরণবিধি অনুসরণ করে চলার আহ্বান জানিয়ে সকলের সুখ, সমৃদ্ধি ও মঙ্গল কামনা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

শ্রীশ্রী গৌরঙ্গ মহাপ্রভুর নাম সৎকীর্তন ও মহোৎসব কমিটির পক্ষে মুখ্যমন্ত্রীকে সংবর্ধনা জানানো হয়। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সাথে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পূর্বনিগমের কাউন্সিলার সোমা মজুমদার।

## ঘনিষ্ঠতা বাড়ছে তৃণমূল-বিজেপির

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর।। মেঘালয়ে শেষ পর্যন্ত প্রধান বিরোধী দলের মর্যাদা পেলো তৃণমূল কংগ্রেস। ১১ সদস্যক তৃণমূল বিধায়ক দলের নেতা নির্বাচিত হলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মুকুল সাংমা। তবে বিজেপি জোট সরকার মেঘালয়ে তৃণমূলকে এভাবে অতি দ্রুত বিরোধী দলের মর্যাদা দিয়ে দেওয়ার নানা মহলে নানা জল্পনা উকি মারতে শুরু করেছে। অনেকেরই বক্তব্য, এর আগে ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট ক্ষমতায় থাকার সময়ে কংগ্রেসের প্রায় সমস্ত বিধায়ক (একজন বাদে) তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন। সেই সময়ে তৃণমূলের তরফে বিধানসভার অধ্যক্ষের কাছে চিঠি দিয়ে বিরোধী দলের মর্যাদা চাওয়া হলেও তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার তৃণমূলকে সেই মর্যাদা দিতে রাজি হয়নি। ফলে তৃণমূল সেই সময়ে নামে প্রধান বিরোধী শক্তি থাকলেও কার্যক্ষেত্রে তারা প্রধান বিরোধী দলের কোনও স্বীকৃতি পায়নি। কিন্তু মেঘালয়ে নর্থ-ইস্ট ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্সের সরকার চললেও এবং সেখানে তৃণমূলকে নিয়ে তাদের উদার মনোভাবের নানা প্রস্তু উঠতে শুরু করেছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অনেকেই মনে করছেন এটা তৃণমূল-বিজেপির সেটিংয়েরই একটা অংশ। নইলে তৃণমূলকে এত তাড়াতাড়ি বিরোধী দলের মর্যাদা দেওয়ার জন্যে মেঘালয়ের বিজেপি প্রভাবিত সরকারের এত তাড়াতাড়ি লেগেছে কেন? কেন্দ্রীয়ভাবে তৃণমূলের সঙ্গে কংগ্রেসের সম্পর্ক দিন দিন যতই খারাপ হচ্ছে, বিজেপির সঙ্গে সখ্যতা নিয়ে ততই জল্পনা বাড়ছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, কেন্দ্রে কংগ্রেসকে নেতৃত্বাধীন জোট শক্তিকে তৃণমূল কংগ্রেস দুর্বল করার অর্থ বিজেপির হাতকে শক্তিশালী করা। তৃণমূল সরাসরি বিজেপির পক্ষে কথা না বললেও কংগ্রেসের বিপক্ষে কথা বলাও বিজেপিকে সুবিধা করে দেওয়ারই শাসনি। ফলে, রাজনৈতিকভাবে তৃণমূলও যে একটা গভীর রাজনৈতিক খেলায় অংশ নেয়নি তা কে বলতে পারবে। গত কয়েক মাস যাবতই কংগ্রেসকে ভেঙে চলেছে তৃণমূল। সুমিতা দেব হউক কিংবা লুইজিনোহা ফেলহেরো অথবা মুকুল সাংমা কোথাও বিজেপির ঘরে আঘাত নেই, সবখানেই ভাঙছে হঠাৎ করেই তৃণমূল নেত্রী কংগ্রেস সম্পর্কে তার অবস্থান বলল পায়ে। দিল্লি গেলেই কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে দেখা করতে হবে কিনা এ নিয়েও প্রশ্ন তুলে দেবে। পাশাপাশি কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন বিভিন্ন বৈঠক সরাসরি এড়াতে শুরু করে তৃণমূল। তা নিয়েও নানা প্রশ্ন উঠে যায়। হঠাৎ করে তৃণমূল কেন কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে বিকল্প জোট গঠনের দিকে হাত বাড়ছে তাও প্রশ্নে পড়ে যায়। এর মধ্যেই মেঘালয়ে তৃণমূলকে বিরোধী দলের স্বীকৃতি দেওয়ার গোটা বিষয়টি অন্য মাত্রা পেয়ে যায়। তৃণমূলের সঙ্গে বিজেপির গোপন দোঁস্তি না থাকলে এটা কোনওভাবেই সম্ভব নয় বলেও রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা অভিমত প্রকাশ ● এরপর দুইয়ের পাতায়

## পুলিশের সাধারণ কর্মীদের ক্ষোভ ফাঁটার অপেক্ষায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর।। পুলিশের সাধারণ কর্মীদের মধ্যে নানা কারণে সরকারের প্রতি ক্ষোভ, বিরক্তি জমা হয়েছে। সুযোগ পেলেই তা ফেটে বের হতে পারে। রেশমের ভাতা, ট্রাউতেলিং আলাউ এবং সামগ্রিকভাবে ডিএ না পাওয়ায় এই ক্ষোভ বাড়ছে। সাথে যোগ হয়েছে তাদের খোয়ালমুশি মত ব্যবহার করা নিয়ে বিরক্তি। বদলির জুজু দিয়ে দমিয়ে রাখার চেষ্টা, আবার বদলি নিয়ে নানা খেলা, মেজাজ খিঁচড়ে দিচ্ছে পুলিশের অধিকাংশ সাধারণ কর্মী। এই বিরক্তি পুলিশের নীচের দিকের অফিসারদের মধ্যেও জমা হচ্ছে। একই রকম অপরাধের অভিযোগে কারও ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত সক্রিয়তা ও কোনও ক্ষেত্রে চূপ করে থাকার নির্দেশে তাদের পেশাদারি দক্ষতা হেঁচা করে দিয়েছে। “অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে নিজেদের পরিবারের বিরুদ্ধেও কোন অপরাধ হলেও স্বাধীনভাবে আমরা ব্যবস্থা নিতে পারছি না। এমন উদাহরণ আছে,” না বলার শর্তে এক সাব-ইন্সপেক্টর বলেছেন। “কিছু করা যাবে না, তাদের বিরুদ্ধে কিছু হবে না, এইসব শুনেও শুনেও কোন বালাপালা হয়ে গেছে। চোখের সামনে অন্যায় দেখেও লাঠি হাতে পুতুল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। চোখের সামনে অভ্যুত্থান ঘুরে বেড়ায়। শুধু ঘুরে বেড়ায় না, তারাও হস্ততর্ক করে। ইউনিফর্ম ● এরপর দুইয়ের পাতায়

## এশিয়ায় প্রথম

হায়দরাবাদ, ২৭ ডিসেম্বর।। পঁয়ষাট দিন কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসে, রক্ত সঞ্চালনে থাকার পর এখন পুরোপুরি সুস্থ বারো বছরের এক ছেলে। এক টানা এতদিন এই রকম থাকার পর কোনও শিশুর সুস্থ হওয়ার ঘটনা এশিয়াতেই এই প্রথম। উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা শৌর্য কোভিডে আক্রান্ত হয়েছিল গত ৪



আগস্ট। করোনার আকস্মিক হানায় ফুসফুস কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছিল ১২ বছরের ওই কিশোরী। করোনা আক্রান্ত হওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই তার শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক পর্যায়ে চলে যাওয়ায় দ্রুত তাকে লখনউ থেকে হায়দরাবাদে একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ১২ বছরের ● এরপর দুইয়ের পাতায়

## ‘সাংবাদিক’র ব্ল্যাকমেল! সব জেনেও পুলিশ চুপ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর।। রাজ্য সরকার’র বিচারে এক নম্বর ডিভি (কেবল) চ্যানেল তাদের, অগ্রপথিক। এখনও মঞ্চের চড়া আলোর তাপ গা থেকে বারো যায়নি, সাংবাদিকতায় অবদানের জন্য সম্মর্ষিত হয়েছেন মালিক-সম্পাদক। তারই সাংবাদিক এক ডাক্তারের কাছে টাকা চাইছেন এক লাখ টাকা, খবর না করার জন্য। ভেঙে বললে ডাক্তারকে ‘ব্ল্যাকমেল’ করেছেন, ঘৃস চেয়েছেন ‘খবর’ চেপে যাওয়ার জন্য। ফোনে টাকা চেয়েছেন সদর উত্তরের এক মহকুমার প্রতিনিধি। টাকা চেয়েছেন সরাসরিই ‘হাউসের’ নামে, এবং সাংবাদিক বলেছেন, “আমি ফিফটিন পারসেন্ট পাব, বাকী সবটাই হাউসের কাছে যাবে।” ফোন কল শেষ হয়েছে, “আমি সরাসরি পৌঁছে দেব,” ডাক্তারের এই কথা দিয়ে। ফোন কলে

সাংবাদিক ও ডাক্তার’র কথার অভিওতে শোনা যাচ্ছেঃ সাংবাদিকের কথা দিয়ে শুরু।



মাদার টেরিজার সংস্থার সব ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বন্ধ করল সরকার

নববর্ষে এই শহরগুলোতে আসছে ৫-জি!

চট্টগড় পুরসভা ভোটে ব্যাপক সাফল্য আপের

“হাউস থেকে সব সময় কয় আমাকে, বুজ্জনি স্যার, মহা মুশকিলে পেরা গেছিগ। ব্যাপারটা কী বুজ্জনি স্যার?” --“আপনি কী চান, কন?” --“আমি ত কৈয়া দিসি, মানে তারারে কিছু দিয়া দিলে নিউজটা হৈল না এই আর্কি, কৈসিলাম আর্কি হাউসে, একটা মাস অপেক্ষা করেন, একটু ভেজালে আছি। ---“আপনি কত চান, কৈয়া দেন আপনি কত চান?” --“আমি ত স্যার কৈসিলাম। এক লাখ টাকা হাউসে দিয়া দিমু, ভেজাল শেষ। শুনেন, আমি আপনাদের ফেইখ করা, বিশ্বাস কৈরা কৈতাসি, আমি ওইখান থেইকা ফিফটিন পারসেন্ট পামু, পুরা টাকাটাই যাইবগা হাউসে। আমি ত হাউস থেইকা টাকা পাইতাসি, কী কৈতাম কন সে !” ---“ঠিক আপনার কোনও ভুল নাই।” ---“এঁ! আমি কিতা কৈতাম ● এরপর দুইয়ের পাতায়

## শিক্ষকদের ভিলেন বানিয়ে দায় বাড়ছে দফতর!

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরা মধ্য শিক্ষা পর্ষদের পরীক্ষায় প্রার্থীরা অ্যাডমিট নিয়ে নজিরবিহীন বামেলায় পড়েছিলেন। নাকানিচু বানি খেয়েছেন পরীক্ষার্থীরা। এখন সেই ঘটনা সামাল দিতে বলির পটী বামালা হচ্ছে শিক্ষকদের বলে অভিযোগ। সেকেন্ডারি এডুকেশন’র ডিরেক্টর চাঁদনী চন্দ্রন নির্দেশ দিয়েছেন,

প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক কিংবা বোর্ডের কাজে যুক্ত শিক্ষক কারা ছিলেন, তাদের নাম, যারা ফর্ম ফিলাপ করতে পারেনি তাদের বিবরণ, কী কারণে ফর্ম-ফিলাপ হয়নি, সেসব জানাতে। নির্দেশে বলা হয়েছে, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সময় মত ফর্ম পূরণ করতে পারেননি অনেক ছাত্রই। এই কাণ্ড প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক

কিংবা বোর্ডের কাজে যুক্ত শিক্ষকের গাফিলতির জন্যই হয়ে থাকবে। জেলা শিক্ষা আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে শিক্ষকদের, ছাত্রদের নাম, ইত্যাদি পাঠাতে। ভুলে ভরা অ্যাডমিট, জমের তারিখ নিয়ে বামেলা, ম্যাথমেটিক্সে বেসিক ও স্ট্যান্ডার্ড নিয়ে বামেলা। বামেলা শেষ হয়নি এখনও পুরোপুরি অনলাইনে ফাইনাল ফর্ম সাবমিট হয়নি, অমুক ফর্ম ফিলাপ

হয়নি, পরেনি, এই অজুহাতে অ্যাডমিট দেওয়া হয়নি, শেষে দিন পরিয়ে, পরীক্ষার্থীদের নাকাল করে পরীক্ষার আগের দিন তাদের পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। নিজের স্কুল থেকে কাগজ তৈরি করে পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা শুরু দুই ঘণ্টা আগে যেতে বলা হয়। বলা হয় ঠিক আগের দিন। কাগজে বিজ্ঞপন দিয়ে বা খবর করিয়ে পরীক্ষার্থীদের জানাতেও ● এরপর দুইয়ের পাতায়

## কংগ্রেস-প্রদ্যোত, নয়া সমীকরণ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর।। শুধুমাত্রই উপজাতিদের জন্য রাজনীতি করবেন বলে পুইলা জাতি উলু পাটি স্লোগান দিয়ে রাজ্য কংগ্রেস সভাপতির পদ ছেড়েছিলেন প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মা। বর্ষ শেষের সময়ে এসে সেই কংগ্রেসের সঙ্গেই তার ঘনিষ্ঠতার ইতিহাস দিয়েছেন এডিসি শাসক ত্রিপ্রা মধা’র চেয়ারম্যান প্রদ্যোত মাণিক্য। ত্রিপ্রা মধা গঠন করে তিনি বার বার বলেছেন, যে ঘনিষ্ঠতার ইতিহাস ত্রিপ্রালাভ কিংবা থেটারা ত্রিপ্রালাভের পক্ষে লিখিতভাবে সম্মতি প্রদান করবে

তার দল তাদের সঙ্গেই থাকবে। কিন্তু তার পরেও এতদিন নানাভাবে আশ্চর্যজনকভাবেই কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধির প্রসঙ্গ টেনে

রাহুল গান্ধি এক্ষেত্রেও সহযোগিতা করবেন বলে আশা প্রকাশ করেছেন তিনি। ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি থাকাকালে কিংবা এর আগে রাহুল গান্ধির ঘনিষ্ঠ বৃতে ছিলেন প্রদ্যোত মাণিক্য, এমনটা বরাবরই দেখা গিয়েছিলো। কিন্তু সোমবার তার বক্তব্য থেকে এটা বোঝা গিয়েছে তিনি ফের কংগ্রেসে ঘনিষ্ঠ হতে চলেছেন। আর যদি তাই হয় তাহলে আগামী নির্বাচনে কংগ্রেস যে এ রাজ্যে একটা ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়াতে পারে, তা আগাম বলে দেওয়া যায়। গত দু’দিন আগেই লে এবং লাডাখ নিয়ে এবং সেখানকার মানুষদের অধিকার

সুরক্ষার প্রশ্নে পৃথক রাজ্যের দাবি তুলেছিলেন রাহুল গান্ধি। অসম্ভব কার্ভি আলং বাসিন্দাদের দাবির পাশেও সহমত হয়ে তাদের পৃথক রাজ্যের দাবিকে সমর্থন করেছেন রাহুল। এদিন প্রদ্যোত মাণিক্য বলেছেন, কাশ্মীরের লে কিংবা লাডাখ-এর জনসংখ্যার চেয়ে ত্রিপুরার জনসংখ্যা প্রায় পাঁচ গুণ বেশি। তিনি আশা করেন, ত্রিপুরার প্রসঙ্গ নিয়েও রাহুল গান্ধি সংসদে কথা বলবেন। আর যদি তাই হয় তাহলে ত্রিপুরার জনজাতিরা খুবই আত্মদিত হবে। প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণের এই বক্তব্য থেকে বোঝা গিয়েছে, ● এরপর দুইয়ের পাতায়



নানা কথায় কংগ্রেসকে ঠুকেছেন তিনি। কিন্তু সোমবার ত্রিপুরায় তাদের পৃথক রাজ্যের দাবির প্রসঙ্গ ফের উত্থাপন করে



এদিকে, অনুমোদন সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর নির্মাণে একত্ব গতি কেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। জানা গেছে, ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে রাজ্যে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা ১৪২টি ঘরের অনুমোদন দেওয়া হয়েছিলো। এর মধ্যে ওই বছর ঘর নির্মাণ হয়েছে মাত্র ৮টি। ওই বছর

বাদবাকি ১৩৪টি ঘরই এক বছরে নির্মিত হয়ে উঠতে পারেনি। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ঘরের অনুমোদন দেওয়া হয়েছিলো ২৭২৪টি। কিন্তু ঘর নির্মিত হয়েছে মাত্র ৩৫৪টি। বাদবাকি ২৩৭০টি ঘরই মাথা তুলতে পারেনি ওই বছরে। ২০২০-২১ অর্থ বছরে ৩৪৬টি ঘরের অনুমোদন দেওয়া হয়েছিলো। কিন্তু ঘর নির্মিত হয়েছে মাত্র ৩টি। বাদবাকি ৩৪৬টি ঘরই নির্মিত হয়নি। ২০২১-২২ অর্থ বছরে ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজ্যে ১,১৪,০৩১টি ঘরের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত একটি ঘরও সম্পূর্ণভাবে নির্মিত হয়নি। এই ঘর কবে নাগাদ নির্মিত হবে কিংবা অনুমোদন সত্ত্বেও ঘর নির্মাণের ক্ষেত্রে এত ধীরগতি কেন তা নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। তবে ঘর নির্মাণ নিয়ে যদি সোশ্যাল অডিট করা যেতো তাহলে ঘর নির্মাণের স্লথগতির আসল চিত্র তুলে ধরা যেতো বলেও অনেকের অভিমত।



# সোজা সাপ্টা নজর

আমবাসা কাণ্ডের পর পাহাড়ি জনপদ বা রাজ্যের মিশ্র জনপদগুলিতে রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় থাকা জোটের প্রধান শরিক বিজেপি দলের নিশ্চয় অস্বস্তি বেড়েছে। আসলে সমস্যা হচ্ছে অন্য জায়গায়। খুমলুঙ-এ কোটি টাকার অনুষ্ঠানের পাণ্টা হিসাবে আমবাসাতেও কোটি টাকার অনুষ্ঠানের আয়োজন আসলে মানুষের চাহিদা মেনে হয়নি। সদ্যসমাপ্ত পুর ভোটেও আমবাসায় কিন্তু তৃণমূলের একমাত্র জয় এসেছে। সুতরাং রাতের গান-বাজনা আর দিনের জনসভা যে এক নয় এবং তা যে খুমলুঙ-র পাণ্টা হতে পারে না তা ভাবা উচিত ছিল। তবে আমবাসা কাণ্ড নিশ্চয় শাসক দলকে সতর্ক করবে। হয়তো আত্মবলে প্রধানমন্ত্রীর জনসভায় রেকর্ড ভিড় হবে। কিন্তু গ্রাম-পাহাড়ে দলের ভিত মজবুত না হলে কোন ভিড়ই ভোটের বাক্সে প্রভাব ফেলবে না। তবে এটা ঠিক যে, আগামী দিনে গ্রাম-পাহাড়ে কোন বড় জনসভা করার আগে শাসক দল নিশ্চয় ভালো করে প্রস্তুতি নেবে। বিশেষ করে এডিসি এলাকায়। ১৫ মাস পরেই রাজ্যে বিধানসভার ভোট। সমতলে যতই দলত্যাগ হউক না কেন পাহাড় বা মিশ্র এলাকায় যদি মানুষ সমর্থন না করে তাহলে সমস্যা হবে। পুর ভোটে যা যা হয়েছে তা যে বিধানসভা ভোটেও হবে তার কিন্তু কোন মানে নেই। অবশ্য এক্ষেত্রে যে অন্যান্যও খুব ভালো জায়গায় আছে তা কিন্তু নয়। ২০২৩ বিধানসভা ভোটে অবশ্য বিভিন্ন প্রধান রাজনৈতিক দলের জোট সঙ্গী একটা বড় ইস্যু হতে পারে। তবে আমবাসা কাণ্ড কিন্তু প্রমাণ করলো শাসক দলকে গ্রাম-পাহাড়ে আরও বেশি নজর দিতে হবে। নতুবা ২০২৩ অন্যরকম হতে পারে।

## ৩০ বাংলাদেশির গাঁজা বাগান

● **আটের পাতার পর** - প্রশাসনের তরফ থেকে াল্পক অথবা পুলিশ প্রশাসন এই গাঁজার বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত কোনও অভিযান করেনি। গাঁজা বাগানগুলি বেশিরভাগই পড়েছে বন দফতরের সরেক্ষণ এলাকাগুলিতে। গাঁজার বাগানে টাকা লাগিয়েছে খন্ডি ব্যবসায়ীরাও। কোটি কোটি টাকার এই ব্যবসার ভাগ পৌঁছে যাচ্ছে কতিপয় পুলিশবাবুদের পকেটেও। সোনামুড়ার প্রভাবশালী নেতার অতি নিকটাত্মীয়ের সরাসরি মমসে এই গাঁজার কার করছে বাংলাদেশি ৩০জন সংখ্যালঘু অংশের নাগরিক। তাদের চাষ করা গাঁজা বাগান দ্রুত বেড়ে চলেছে। ওগুলির বিরুদ্ধে অভিযান করতে গিয়ে যেকোনও সময় আ্যটি ড্রাগ কমিটির সঙ্গে খন্ডি ব্যবসায়ী এবং বাংলাদেশি নাগরিকদের সংঘর্ষ হয়ে যেতে পারবে। রক্তাক্ত হতে পারেন বহু সাধারণ নাগরিক। এই ধরনের আশঙ্কাই এখন তৈরি হয়েছে। কিন্তু এসব নিয়ে কোনও মাথা ব্যথা নেই পুলিশ এবং প্রশাসনের। প্রতিবাদী কলম’র ক্যামেরায় এই গাঁজা বাগানগুলির ছবি ধরা পড়েছে। আ্যটি ড্রাগ কমিটির সদস্যদের বক্তব্যও পাওয়া গেছে। এই ড্রাগ কমিটির সদস্যরা দুই বাংলাদেশি নাগরিক নিয়ে অভিযোগও করেছেন। তাদের নাম ফরিদ এবং মীর হোসেন। আ্যটি ড্রাগ কমিটির সদস্যরা পুলিশ অধিকারিকদেরও এসব ঘটনা জানিয়ে নালিশ করা হয়। পুলিশ অবশ্য কয়েকজন বাংলাদেশি আটকও করেছিল। কোটি তাদের গাঁজার বাগানের বিরুদ্ধে কোনও অভিযান হয়নি বলে অভিযোগ। পুলিশের পকেটে প্রত্যেক মাসে লক্ষ লক্ষ টাকা চলে যাওয়ায় তারা নেশা কারবারীদের বিরুদ্ধে অভিযান করতে পারছেন না। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রাজাকে নেশামুক্ত করতে বারবার ঘোষণা দিচ্ছেন। সোমবারও উক্ত জেলার পুলিশের বিপুল পরিমাণে নেশাদ্রব্য আটক করা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসা করেছেন। অত্থ মুখ্যমন্ত্রীর স্বরাষ্ট্র দফতরের কয়েকজনই গাঁজা কারবারিদের প্রশংসা দিয়ে যাচ্ছেন। শুণ্ড তাই নয়, বাংলাদেশ থেকে এসে খুব সহজেই রাজ্যের বনভূমি ব্যবহার করে তারা গাঁজা চাষ করে কোটি কোটি টাকা মুনাফা আদায় করে যাচ্ছে। অভিযোগ বাংলাদেশিরা এসে বিশালগড় বাজারে খন্ডি ব্যবসা করে বেকাইনি পাথে গাঁজার মুনাফা টাকা তাদের বাড়িঘরে পাঠিয়ে দিচ্ছে। এরা গোটা এলাকা ধ্বংস করে দিচ্ছে। মতাইছলা এবং গণপ সদাঁরপাড়ায় রিজার্ভ ফরেস্টের জায়গাও রয়েছে। এখানে বাংলাদেশ থেকে সংখ্যালঘু কিছু লোক আসার আগে পর্বত কান্ডাতিরো এসমস্ত টিলা ভূমিতে জুম চাষ করত বেগুন চাষ করতো এবং অন্যান্য কৃষি সঙ্গে চাষাবাস করে সংযার প্রতিপালন করত। এক থেকে দুই বছর হয়েছে গোটা এলাকা গাঁজা চাষের মৃগায়ক্ষেরে পরিণত হয়েছে। বিপণগামী হচ্ছে জলাভূমি ঘরের ছেলেরাওয়েরা। বিশ্রামাংশ থানা এবং বিশালগড় থানা এবং সিপাহিজলা জেলা পুলিশ সুপার অফিস এবং বিশালগড় মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সম্পূর্ণ কুন্তকর্ণের নিদ্রায় আছন্ন। বিশালগড় মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সম্পূণ্ড ঘুমে। কি করে বাংলাদেশে থেকে এসে ভারতীয় কোনও কাণ্ডগপত্র না থাকা সত্ত্বেও নিরুধায় শত শত কানি টিলা ভূমিতে গাঁজা চাষ করছে বাংলাদেশি সংখ্যালঘুরা। অবাক হয়ে গিয়েছে গোটা এলাকার জনজাতি সহ আমতলি গোলাঘাটি কেন্দ্রে গঠিত ড্রাগ কমিটি। এলাকার জনজাতি অংশের মানুষ এবং আতলি গোলাঘাটির আ্যটি ড্রাগস কমিটির সদস্যরা অতি দ্রুত সিপাহিজলা জেলা পুলিশ সুপার এবং সিপাহিজলার জেলাশাসকের এর নিকট ডেপুটেশন দেবেন। যাতে এই এলাকায় পুলিশ প্রশাসন গাঁজার বিরুদ্ধে অভিযানে নামে এবং এই সমস্ত বাংলাদেশি সংখ্যালঘুদের আটক করে যায়। অতি দ্রুত গোটা এলাকার মানুষ এই ৩০ জন বাংলাদেশি সংখ্যালঘুর বিরুদ্ধে গণ আন্দোলনে নামবে। এই ৩০ জন বাংলাদেশ থেকে এসে এখানে গাঁজা বাগান করেছে। এর মধ্যেই ঘর করে গাঁজা চাষ করছে তারা। পুলিশ অতি দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করুক এটাই চাইছে সুতারমুড়া এলাকার নাগরিকরা।

## দ্রুত সমাধান করতে নির্দেশ মন্ত্রীর

● **তিনের পাতার পর** - টন বরবাট বীজ, ১০,০০০ মেট্রিক টন গোলমরিচ বীজ, ১০,৫৫২ মেট্রিক টন বাদাম বীজ এবং ১,০০০ মেট্রিক টন বাজরা বীজ বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী কিমান সম্মাননিধি প্রকল্পে এখন পর্যন্ত জেলার ১৯,০৮৩ জন কৃষকের নাম নথিভুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে ১৮,২৫৫ জন কৃষককে বছরে তিনটি কিস্তিতে ২, ০০০ টাকা করে ৬,০০০ টাকা করে আর্থিক সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। কিমান ফ্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে জেলার ৭৮৪ জন কৃষককে কৃষি ঋণ দেওয়া হয়েছে বলেও সভায় কৃষি প্রতিনিধি জানান। পশ্চিম জেলা উদ্যান ও ভূমি সরক্ষণ কার্যালয়ের প্রতিনিধি সভায় জানান, এ বছর মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর পরিবার যোজনার জেলার ২৫,৪০৫টি পরিবারের মধ্যে পৌঁশে, লেবু ও সুপারির চারা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও এবছর জেলার বিভিন্ন রুকে ২৬ হেক্টর জমিতে জাতীয় বায়ু্মিশনে বাঁশের চারা রোপণ করা হয়েছে। আরকেভিওয়াই স্কিমে ২৩.২৭ মেট্রিক টন আলু বীজও জেলার কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। এই স্কিমে জেলার ১০ হেক্টর জমিতে আনারস চাষও করা হয়েছে। সামাজিকলাগ ও সমাজশিক্ষা দফতরের প্রতিনিধি সভায় জানান, এখন পর্যন্ত জেলার ৮৪,৩৯৫ জন ৩৩টি সামাজিক ভাতা প্রকল্পে ভাতা পাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনায় ২২,৭৬২ জন প্রসুতি মাকে ৩টি কিস্তিতে ৫,০০০ টাকা করে আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মাতৃ পুষ্টি স্কিমে ২২০ জন গর্ভবতী মাকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ৯৮৫টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে এলপিজি গ্যাসের সিলিন্ডার দেওয়া হয়েছে। রেশম শিল্প দফতরের প্রতিনিধি সভায় জানান, চলতি বছরে জেলার ১৫২ হেক্টর জমিতে তুঁতচাষ করা হয়েছে। মৎস্য দফতরের প্রতিনিধি সভায় জানান, এবছর জেলার ৪৯৩ জন মৎসাজীবীর মধ্যে মাছ ধরার জাল বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর পরিবার যোজনার জেলার ৫,৮৬৯টি পরিবারের মধ্যে মাছের পোনা বিতরণ করা হয়েছে। প্রাণী সম্পদ বিকাশ দফতরের প্রতিনিধি সভায় জানান, এবছর এখন পর্যন্ত জেলার ৩ লক্ষ ৫৩ হাজার ১১৬টি হাঁস, মেরগ এবং ৪৯,৯০৪টি গবাদি প্রাণীর চিকিৎসা হয়েছে। শস্য শিকার, পূর্ত, পানীয় জল সরবরাহ ও স্বাস্থ্যবিদান দফতর, জল সম্পদ দফতর, বিদ্যুৎ দফতরের প্রতিনিধিগণও তাদের দফতরের তথ্য তুলে ধরেন। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধনও সভায় বক্তব্য রাখেন।

### নেশাদ্রব্য-সহ গ্রেফতার তিন

● **তিনের পাতার পর** - সাহস পান না। এই নেশা কারবারিরা নাকি চুরাইবাড়ি থেকে সোনামুড়া পর্যন্ত প্রত্যেক থানায় নিয়মিতভাবে ঘূস দিয়ে যান। বহু পুলিশ অফিসার এই নেশা কারবারিদের থেকে টাকা পেয়ে থাকেন। আরও অভিযোগ, প্রভাবশালী নেতারা এই নেশা কারবারিদের তাবেদারিতে ব্যস্ত। তাদের গ্রেফতার করলে প্রভাবশালী নেতা সবায় আশে ছুটে যাবেন। এমনকি যে পুলিশ অফিসার গ্রেফতার করবেন তার পাণ্টা শাশ্টি পর্যন্ত হতে পারে। এই আশঙ্কায় পুলিশ মাসে শোকা কারবারিদের বিরুদ্ধে অভিযান করতে সাহস পায় না। মহারাজগঞ্জ বাজার এলাকাভেই বেশিরভাগ নেশাদ্রব্যের গুদাম রয়েছে। অত্খ এই গুদামগুলি থেকে প্রত্যেক সপ্তাহে টাকাও তুলে নেয় মহারাজগঞ্জ ফাঁড়ির এক ক্যাশিয়ার। অত্খ এই ক্যাশিয়ার সামান্য একজন পুলিশ কনস্টেবলে হয়ে কিভাবে এই গুদামগুলি থেকে টাকা তুলতে পারেন তা নিয়ে অনেকের মনে প্রশ্ন। অনেকের আশঙ্কা পেছনে বড় নাম রয়েছে। যে কারণে শুধুমাত্র লরি আটক করেই পুলিশের তদন্ত আটকে যায়। আসলে বাকি বিজেপির জোট আমলে নেশার বিরুদ্ধে ২৪ ঘণ্টায় সবচেয়ে বড় অভিযান করে দেখালো উক্ত জেলার পুলিশ। ধৃত তিনজনকে পুলিশ সহজেই জিজ্ঞাসাবাদ করে ত্রিপুরায় কারা এসবের সঙ্গে যুক্ত ওগুলির নাম বের করে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী ত্রিপুরাকে নেশামুক্ত করতে পারে পুলিশ। এমনই দাবি কিছু পুলিশ কর্তাদেরও।

### এশিয়ায় প্রথম

● **প্রথম পাতার পর** ওই শিশুর প্রাণ বাঁচাতে চিকিৎসকরা ফুসফুস প্রতিস্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন। এরপর ক্রেটে গিয়েছে দীর্ঘ ৬৫ দিন। একটানা দু’মাসের বেশি সময় ধরে ইকমো সাপোর্টে রাখা হয় ওই কিশোরকে। তার তাতেই নতুন জীবন ফিরে পেল ১২ বছরের শৌ্য। ফুসফুস প্রতিস্থাপন ছাড়াই বর্তমানে বিপন্মুক্ত সে। বড়দিনের দিন ছেলেকে আবার আগের মতো সুস্থ অবস্থায় কাছে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা শৌ্যের বাবা-মা। ছেলেকে ফেরে সুস্থ অবস্থায় দেখে আনন্দে দফতর, বিদ্যুৎ দফতরের প্রতিনিধিগণও তাদের দফতরের তথ্য তুলে ধরেন। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধনও সভায় বক্তব্য রাখেন।

### বার্ষিক সাধারণ সভা

● **চারের পাতার পর** করেন। প্রতিনিধিদের আলোচনার পর সেগুলি গৃহিত হয়। প্রধান বক্তার ভাষণে জি পি এ টি’র সাধারণ সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র বণিক বকেয়া ২৮ শতাংশ ডি আর এবং বর্ধিত চিকিৎসা রিফিফ সহ পেনশনার ও ফ্যামিলি পেনশনারদের ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্য সংগঠনকে বিস্তৃত করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, সরকার সহনশীল,উদার ও মানবিক না হলে সমাজের অন্যান্য অংশের বিস্তৃত করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, সরকার সহনশীল,উদার ও মানবিক না হলে সমাজের অন্যান্য অংশের মানুষের চাইতে প্রবীণগণই বেশি ভোগান্তিতে পড়েন।

### বিরুদ্ধে ছাত্র বিক্ষোভ

● **চারের পাতার পর** না আসে তাহলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করার ডাক দিয়েছে সংগঠন। তারা শিক্ষা অধিকার উদ্দেশ্যে জমা দেওয়া দাবি নসদে বলেছেন, বিষয়টি যেন রাজ্য প্রশাসনের গোচরে নেওয়া হয়।

### ২৫ ক্রিকেটর

● **সাতের পাতার পর** চৌধুরী, দীপায়ন দেববর্মী।দলের প্রধান কোচ সমীর দীঘে। দুই সহকারী কোচ হলেন—কিশোর মুখুরী ও ইন্দ্রজিৎ ঘোষ। টিসিএ-র যুগ্মসচিব কিশোর কুমার দাস এই সংবাদ জানিয়েছেন।

### বিশ মদে মৃত্যু, চাঞ্চল্য

● **চারের পাতার পর** এলাকায় থাকা ন্যূনতম ৭০টি মদের দোকানে অভিযান করতে হবে। এই দোকানগুলি দিয়েই ফাঁড়ি-সহ বহু পুলিশ অফিসারের ঘরের বাড়তি খরচ চলে। এই জায়গায় কোনও পুলিশ কর্মী ছিল দিতে নারাজ। এর থেকে সুবিধে হচ্ছে স্বাভাবিক মৃত্যু বোধে যাইল বন্ধ করে দেওয়া। শ্যামালের মৃত্যুর পরও মহারাজগঞ্জ ফাঁড়ি এই পথেই চলেছে বলে অভিযোগ।

### আবির্ভাব উৎসব

● **চারের পাতার পর** সহযোগিতাই নয় জনগণকে নানা ধরনের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে আসছে মহানাম সৈবক সখ্য। তিনি সংঘের কর্মধারার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এদিকে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মহানাম সম্প্রদায়ের সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রীমং উপাসকমুগ্ধ ব্রহ্মচারী বলেন, এখন থেকে প্রতি বছর সাধনাম বজ্র বিতরণ কর্মসূচি নেয়া হবে। তাছাড়াও নানা ধরনের সমাজসেবামূলক কর্মসূচি হাতে নেবে মহানাম সৈবক সখ্য। প্রসঙ্গত, এদিন তিনশ জনকে বস্ত্র দেয়া হয়েছে।

### তাড়ালো এসসআই

● **আটের পাতার পর** - ভরণপোষণ নেন না। স্বামীর বাড়ির থেকেই লাঞ্ছনা পেয়ে গিয়ে দিয়েছেন। এই কারণে শেষে বয়সে এসে খিল পাড়ায় ভাড়াটিয়া হিসেবে থাকতে হচ্ছে। পূত্রবধুর বিরুদ্ধেও তিনি মার ধরের অভিযোগ তুলেছেন। যদিও আরকেপূত্র থানা এই ঘটনায় লিখিত মামলা নেয়নি। শুধুমাত্র মৌখিক অভিযোগ নিয়েছে। তবে জ্যোৎস্না রানিকে অনেকেই উ পদসে দিয়েছেন, পারিবারিক আদালতে ছেলের বিরুদ্ধে ভরণপোষণ চেয়ে মামলা করতে। মামলা করলে আদালতই পারবে বেতন থেকে ভরণপোষণের অংশ কেটে বৃদ্ধা মাকে দিতে। এটাই দায় দিতে নারাজ সে। এসব জানিয়ে থানায় গিয়ে মামলা করিয়ে একাদশ শ্রেণিতে পাঠ্যতা তরুণী। স্বাক্ষর থানায় এই ঘটনায় অভিযুক্ত পুরুষকে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে।সোমবার এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসেইে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।

### ধর্ষণের অভিযোগ

● **আটের পাতার পর** - গর্ভের সন্তানটি নষ্ট করার জন্য বারবার চাইছে। কোনওভাবেই সন্তানের দায় দিতে নারাজ সে। এসব জানিয়ে থানায় গিয়ে মামলা করিয়ে একাদশ শ্রেণিতে পাঠ্যতা তরুণী। স্বাক্ষর থানায় এই ঘটনায় অভিযুক্ত পুরুষকে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে।সোমবার এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসেইে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।

### শাস্তি পেলেন বাবা

● **আটের পাতার পর** - আছে। যেহেতু,প্রণত্যে সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, তাই তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে দেরি করেনি বিপরীত গোষ্ঠীর সদস্যরা। প্রাণত্যেয় সরকারকে দলীয় পদ থেকে অপসারিত করার পর গোষ্ঠীবাজি-এক নতুন মাত্রা পেয়েছে বলে স্থানীয়দের মধ্যে গুঞ্জন লগছে।

### তালা বুলিয়ে বিক্ষোভ

● **পানের পাতার পর** অভিযোগ, দীর্ঘ মাস পেরিয়ে গেলেও ইংরেজি বিদ্যালয়ের শিক্ষক কিংবা শিক্ষিকা বিদ্যালয়ে আনা হয়নি। তাই ছাত্র-ছাত্রীরা সোমবার সাড়ে দশটা নাগাদ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাদের বিদ্যালয়ে রেখেই বিদ্যালয়ের মূল ফটকে তালা বুলিয়ে বিক্ষোভ দেখায়।

### শিক্ষকদের ভিলেন বানিয়ে দায় ঝাড়ছে দফতর !

● **প্রথম পাতার পর** দুই দিন অন্তত সময় লাগে, সেখানে পরীক্ষার আগের সকালেও পরীক্ষার্থীরা জানতেন না তারা পরীক্ষা দিতে পারবেন। অন্যান্য ভুলের জন্য প্রথমে অ্যাডমিট শুদ্ধ ভুলিয়ে আনার জন্য হলেও, পরে ভুলের পরিমাণ দের , সেগুলি পরে করিয়ে নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। স্কুল থেকে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য ফর্ম পূরণ করে হার্ড কপি বোর্ডে দেওয়ার জন্য বলা হয়েছিল, বলা হয়েছিল অনলাইনেও তা করার জন্য যদিও স্কুলে স্কুলে অনলাইনে কিছু করার ব্যবস্থা অনেক স্কুলেই নেই। অনেক স্কুলের কাছাকাছিও ইন্টারনেট সুবিধা নেই। শহরে এসে কোনও দোকান খুঁজে বের করে তবে এইসব কাজ করতে হয়েছে। এই কাজ করার জন্য কোনও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়নি। অনেক স্কুলেই কম্পিউটারের বরঝরে জ্ঞান থাকা কিংবা ইন্টারনেটে পু্টি শিক্ষক নেই, আবার স্কুলে স্কুলে নেই কম্পিউটার জানা করণিক কিংবা শিক্ষক। নেই প্রশিক্ষণ, নেই কাজ জানা লোক, অতান্তরে পড়া অনেককেই নির্ভর করতে হয়েছে দোকানদারের উপর, তার সাথে ছিল সার্ভার ডাউন, স্লো পেজের সমস্যা। বার্তাবিক অবস্থা বিচার না করেই এই কাজ করতে বলা হয়েছে, আবার হার্ড কপিও দিতে বলা হয়েছে। হার্ড কপি থেকে পর্ষদ ইচ্ছা করলেই সফট কপি করে নিতে পারত ডাটা এন্ট্রি অপারেটর দিয়ে। মার্কশীট ছাপতে তাদের বাইরের সংস্থার সাহায্য নিতেই হয়। আবার হার্ড কপি নেওয়াই যদি হল, তবে তা দেখে যে ছাত্রের অনলাইনে সমস্যা ছিল, তাকে আগেই সতর্ক করে দেওয়া যেত। ভাল যারই থাকে, বোর্ড পরীক্ষার মত বিষয় নিয়ে পণ্ডুমানের সাথে নিষ্ঠুর রসিকতা হয়েছে, আগের দিন পরীক্ষার অনুমতি দেওয়া তার চূড়ান্ত উদাহরণ। অভিভাবক-ছাত্র-শিক্ষক , সবাই বিভ্রম্ননায় পড়েছেন, বিরক্ত হয়েছেন। সেসব দায় থেকে মুক্ত হতেই শিক্ষকদের দিকে তেপ দাগা হয়েছে বলে অনেকেই মনে করছেন। ছাত্রদের কাছে শিক্ষকদের ভিলেন বানিয়ে কর্তৃপক্ষ শুদ্ধ থাকতে চাইছে বলে অভিযোগ।

### চটেছেন আরপিএম’রা

● **প্রথম পাতার পর** দেওয়া যায়, বা সেই পদে তাদের অবসর করে নেওয়া যায়। পিওই প্রতিটি পঞ্চায়েত বা ভিলেজ কাউন্সিলে একজন করে দেওয়া হবে, কিন্তু আরপিএম প্রতি পঞ্চায়েতে নেই। আরপিএমদের দাবি, তাদের উঁচু পদে নিয়ে আরও লোক নিয়োগ করা হোক। নতুন পদ যদি তৈরি করতেই হয়, তবে প্রতি পঞ্চায়েতে রেগা’র জন্য স্থায়ী লোক নিয়োগ করা হোক। যারা আবেদন তাদের স্থায়ী করে সঠিক বেতন দেওয়া হোক। তাছাড়াও প্রতিটি পঞ্চায়েতে নির্দিষ্টসংখ্যে লোক করা হোক যারা কৃষাকের সহায়ক হবেন কিংবা ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন বিষয়ে দেখাশোনা করবেন, বাড়ি বাড়ি তাদের পড়াশোনার খবর নেনবন, কিশোর-যুবকদের নেশামুক্ত থাকার পরামর্শ দেবেন, গ্রামে গ্রামে খেলাধুলা, সংস্কৃতির প্রসার ঘটাবেন, প্রয়োজনে বিভিন্ন দফতরের সমন্বয় ঘটাবেন, পঞ্চায়েতের এন্ট্রিকারে নেই সব দফতর। এইসব কাজের জন্য লোক দরকার। আরপিএমদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে, তারা কীভাবে তাদের এই দাবি সরকারের কাছে তুলে ধরবেন। তারা প্রথমে লিখিতভাবে জানানো পারেন। আইনিপক্ষে কী করে যাওয়া যায়, সে নিয়েও প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে বলে বলে। প্রথমে পিহিও-দের কী কাজ হবে, নির্দিষ্টভাবে জেনে নিয়েই আরপিএম’রা নিজেদের ন্যাচাচড়া শুরু করতে যাচ্ছেন তারা খবর। প্রতিবাদী কলম আগেই খবর করেছিল, ত্রিপুরায় স্করাল প্রোগ্রাম ম্যানেজার(আরপিএম) নামে কর্মচারীরা রাজ্যের পঞ্চায়েত স্তরে কাজ করছেন, তারাও কম্পিউটার প্রশিক্ষিত এবং গ্র্যাডুয়েট। তাদেরও নিয়োগ করা হয়েছিল পঞ্চায়েতের কাজ মসৃণভাবে পরিচালনার জন্যই। তাদের প্রেড পে ২৬০০ টাকা, আর পিহিওদের হবে প্রেড হবে ২৮০০ টাকার সমতুল্য। আরপিএম এবং পিহিও’র কাজ বিশেষ কী আলাদা হবে, তা খেলসা হয়নি এখনও। পিহিও যদি পঞ্চায়েত সচিবের যা কাজ তা করেন, এবং ডিউজিটাল কাজও দেখলেন, যেহেতু কম্পিউটার প্রশিক্ষণ থাকার কথা বলা হয়েছে, তাহলে সচিব বা আরপিএম, এই দুই পদেরই গুরুত্ব থাকছে না। আবার পঞ্চায়েত আইন অনুযায়ী পঞ্চায়েত সচিবই পঞ্চায়েতের সচিব, যেহেতু পঞ্চায়েত একটি নির্বাচিত সংস্থা। পিহিওদের দিয়ে সে কাজ করতে গেলে আইনি ব্যাপার আগে সামলাতে হবে। যদি তা না হয়, সচিবের পদও বহাল থাকে, তবে প্রস্তাবিত পিহিওদের থেকে নিচু বেতনভরার এবং মাধ্যমিক পাশের পঞ্চায়েত সচিবের অধীনে পিহিওদের কাজ করানোতে জটিলতা ও বিভ্রম্ননার সৃষ্টি হবে। পিহিও’রা শুধু ডিউজিটাল কাজ দেখলে , আরপিএমদের কাজের সাথে সম্ব্বাত হবে। পিহিও নিয়োগের সিদ্ধান্ত হতে না হতেই আরপিএমদের মধ্যে এই গুঞ্জন শুরু হয়েছে যে, আরপিএমদেরই পিহিও করা হোক প্রমোশন হবে। তবে নিয়োগ নিয়ে এইসব দাবি দিলেও এক সংখ্যক কর্মচারী টিপিএসই দিয়ে এসময়ই নিয়োগ দিলে সেটা করতে কত সময় লাগবে, তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ হচ্ছেন চাকরিপ্রার্থীদের নানা সময়ে সাক্ষাতকার নেওয়ার অভিজ্ঞতা থাকা এক অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী। তার দাবি টিপিএসই’ মেনেদাতবে বাছাই করে। তাতে তাদের কাছে কম সময়ে কত পদের জন্য মৌখিক সাক্ষাতকার নেওয়াহে পরিকার্যো আছে কিনা, সেই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। তবে কতজনকে একবার , এক বর্ষ বরেনে নিয়োগ দেওয়া হবে, সেটা জানা যায়নি। এক অর্থ বছরে অল্প সংখ্যক পিহিও নিয়োগের সিদ্ধান্ত হলে হতেও পারে বলে একটি সূত্র জানাচ্ছে।

### প্রসাদে লাগবে সিলমোহর

● **প্রথম পাতার পর** বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত জানার উদ্যোগ নিয়েছে স্বাস্থ্য দফতর। প্রত্যেকটি মন্দিরে শৌচাগারের কি অবস্থা, এয়ার কোয়ালিটি এন্ড হেটিকেশন কি অবস্থায় রয়েছে— সবই খতিয়ে দেখবে স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকরা। মন্দিরের খামিরে যাতে রূপিন্দুদের চুল না পড়ে, নোরা কাপড়, জামা পুড়ে যাতে খাবার পরিবেশনে করা হয়, হাতে নখ নিয়ে যাতে মন্দিরের প্রসাদ রান্না বা বাতান হয়— এইসব ফসির গাইড লাইনে বলা হয়েছে। মূল প্রশ্ন হলো, গত বহু বছর ধরেই শহরের বিভিন্ন প্রান্তে এবং রাজ্যের নানা জায়গায় বহু মন্দির কর্তৃপক্ষ লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যবসা করলেও, সরকারি সংশ্লিষ্ট দফতরগুলো সেই ব্যবসার বেধতা নিয়ে কখনও কোনও প্রশ্ন কেন তোলেন? প্রতিদিন কতজনের জন্য প্রসাদ তৈরি হয় এবং সেই পরিমাণের কত যত্নাশ্বনে জমা পড়ে কি না— এসব প্রশ্নের জন্যও কোনও সরকারি পরিকার্যোমা গড়ে উঠেনি। দিনের পর দিন শহর তথা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বহু মন্দির কর্তৃপক্ষ নিজস্বের ক্ষেত্রেমত ব্যবসা করে যাচ্ছে। পাত্ভার কাটারার কর্তৃপক্ষ থেকে দাম কিছুটা কম পড়ায়, বহু মানুষ মন্দিরের দিকে ঝুঁকে পড়েন। শুধু তাই নয়, শহরের বহু মন্দির কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট দু’তিন ঘণ্টা সময় পেরিয়ে গেলে, বহু নিমন্ত্রিত বা ভক্তদের বিনা প্রসাদ গ্রহণেই ফেরৎ পাঠিয়ে দেয়। এই অবস্থায় ফসির নিয়ামবলী যত দ্রুত কার্যকর হবে, ততই লাভ হবে সাধারণ মানুষের।

### ক্ষোভ ফাটার অপেক্ষায়

● **প্রথম পাতার পর** হয়েছিল প্রসাদে “নিশ্চেষ্ট পাঠান। আর আবারের তো আছে। “থানাগুলি রক্তচঞ্জলির আঘাবে ঝুঁকছে। সেই-সেই নেই, বলেও তার দাবি। আরেকজন আরও মারাত্মক অভিযোগ এনেছেন, “সংস্থায় এখন মুখ খুলে কথা বলা যায় না। স্পাই ফিট করা আছে, কার কাজ কোথায় পৌঁছে যায়, কে জানে।” এক ট্রেনসপোর্টের বক্তব্য, “রেশন ভাতা যা দেওয়া হচ্ছে, তাতে একজনকে দিতে পারেন না। আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি এই ভাতা বাড়ানো হোক। বাড়ানো দূরে থাক, আমাদের কথাই কেউ মেনে নেন না।” তার দাবি, ট্রাভেলিং অ্যালাউন্স দীর্ঘদিন বকেয়া থাকছে, পকেট থেকে টাকা যাচ্ছে কিন্তু বিল পাচ্ছেন না তারা। টিএসসবার বাহিনীগুলিতে রাজ্যের বাইরে জওদামের পাঠানো এবং সেখানে থাকার ব্যয়টা নিয়েও নানা অভিযোগ আছে। পুলিশের একটি সূত্র বলছে, বাহিনীর আধুনিকীকরণ স্বল্পর প্রয়োজন। পরিকার্যোমা তৈরি করার যাত দিলেও তা হতে হতে সম্ভব লাগে। সেই সূত্রের মতে পুলিশের মাথা দিকের অফিসারদের অনেকেই চাকরি আর বেশি দিন নেই, কোনওরকমে সময়টা কাটিয়ে берিয়ে যেতে চান, অনেকে তাদের অবসরে চলে যাওয়ার পর কী করে আরও কয়েক বছর কোনও না কোনও পদ বাগিয়ে নিতে পারবেন, সেই নিয়ে ব্যস্ত আছেন, ফলে জো-ছজুর হয়ে নীচের দিকে যত নিম্নেরে বাড়াবাড়ি করবেন। ছুটি-ছুঁটি নিয়ে খিচিমিচি লেগেই থাকে। আবার বলি নিয়ে তাছাড়াও স্মারাগর কীর্যের ডিউটির কোনও আগা-মাথা থাকছে না। সেই পুলিশ দাবি, তার চেয়ে বরং অশান্ত সময়ে দফতরের অনেক বেশি নজর ছিল কর্মীদের প্রতি। নব্বইয়ের পুলিশ স্ট্রেরের কথা ঘুরে-ফিরেই পুলিশ পার্টিসিপল একাত্তে আন্দোলন উঠে আসে। অনেকেই সেসময়ের মার্কেই পুলিশে ঢুকে ছিলেন, অনেকে চাকরিতেই ছিলেন না, তবে সেই প্রসঙ্গ এখন লোকে জানতে চান। পুলিশের সাধারণ কর্মীদের কিংবা নীচের দিকের অফিসারদের সংগঠন নেই। সংগঠন না থাকায় একসাথে অভিযোগ কিংবা দাবিগুলি প্রকাশ্যে আসে না। তবে মানে এই নয় যে পুলিশে কোনও দাবি বা অভিযোগ নেই। ইউনিফর্ম সাইজের স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে যেরকম ব্যবস্থা নেওয়া দরকার, তা নেই। পুলিশে যে ক্ষোভ জমেছে নানা কারণেই একটু একটু করে, সুধাথে গোটা তা ফেটে পড়তে সময় লাগবে বা বলেই পুলিশের ভিতরে ফিসফিস।

### সব জেনেও পুলিশ চূপ

● **প্রথম পাতার পর** হাউসে? ” --“ঠিক আছে। আপনি কোন হাউস? ”----“ ঠিক আছে, জানলাম, হাইরেস্ট পৌছাইয়া দিমু।” সাংবাদিকদের ও সংবাদমাধ্যমের নামে “ঘূস” যাওয়ার অভিযোগ আছে, কিন্তু “ঘূসযোরা” বলে চিহ্নিত করা গেলে তাদের সবার সামনে তুলে ধরে সবাইকে সতর্ক করে দেওয়াও সংবাদমাধ্যমেরই কাজ। কয়েকজন ব্র্যান্ধিশপের জন্য সবই এই বন্যাম নিয়ে বেহোতে পারেন না। সংবাদ মাধ্যম ও সাংবাদিক যখন প্রায় প্রতিদিনই আক্রান্ত হচ্ছেন, তখন আরও বেশি করে এসেব কৃকাজকে চিহ্নিত করতে হবে, কারণ পিছে সাংবাদিকতা করার জন্য, প্রশ্ন তোলার জন্য অধিকাংশ সাংবাদিক হুমকির মুখে থেকেও আপোশ করছেন না, কয়েকজনের জন্য আক্রমণ যেন কোনও সুযোগ না পায়। এই অভিজ্ঞ মনেন প্রতিবীক্স কর্মর কাছে পৌঁছেছে, অভিজ্ঞ পৌঁছেছে পুলিশের কাছেও। এক নম্বর চালানে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া দেখিনি, বিষয়টি এখন মনে যে এই অভিজ্ঞর কথা চাটুর হয়নি। কেসপুকে সামান্য পান থেকে চুন খসে পড়লেই মামলা হয়। গা-জোয়ারি করে সাংবাদিক গ্রেফতার করতে পারে পুলিশ যেকোনও মুহুর্তে, তাহলে এমন বিষয়ে পুলিশ কেন স্বতপ্রসূত মামলা দিচ্ছে না, তা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। সেখানেই সন্দেহ দেখা দিয়েছে, ঘূসযোরাদের সাথে পুলিশের আঁতা আছে বা নেই। দাদার নির্দেশে পুলিশ যেমন দাঁড়িয়ে দেখে সাংবাদিক মাধ্যমের অফিস আক্রমণের ঘটনা,তেমনি ঘূসযোরাের সাথে বন্ধুড়ে অবশ হয়ে থাকে কিনা। পুলিশ তদন্ত করলে অবশাই বেরিয়ে আসবে সাংবাদিক কতটা দোষী, কত টাকার লেনদেনে হল, কত টাকা কে পেলেন। টাকা কোথায় পৌঁছে দেওয়া হয়েছে, কীভাবে হয়েছে, সব কিছু কান টাকার মাথা আসে। এই অভিজ্ঞ শুনেমা মাথা ঝিমঝিম করে, কী করে নিরীহ গলায় খবর চাপে যাওয়ায় জন টাকা চাওয়া হচ্ছে। যতদূর খবর, কলোমারার ডাকারে বাস্তগিত কোনও দুর্বলতায়ে হাতিয়ার করে চপ দেওয়া হয়েছে, আসলে সেই বিষয় খবরেই হয় না। কারও বাস্তগিত বিষয় খবরেই হতে পারে না, যদি না সেটি অন্যকে সমস্যায় ফেলে, আর তেমন হয়ে সেটি আর বাস্তগিতই থাকে না। এমন ক্ষেত্রে কাউকে ব্র্যান্ধকম করে সাংবাদিক ও সংবাদমাধ্যম’র ঘূসযোরা হওয়ার অভিযোগ আছে, তা সব সময় সামনে উঠে আসে না। তবে প্রশ্ন না করার জন্য, জাণ্ডারের স্বার্থে ঘটনা তুলে না ধরার জন্য, বরঞ্চ নির্দেশে মত প্রভূয়ের স্বার্থরক্ষা ভুল, মিথ্যা খবর পরিবেশন করার জন্য পকেট মোটা করার ব্যবসা চোখের সামনেই হচ্ছে। আইন, সাধারণ নীতিগত কাঁচকলা দেখিয়ে সামান্য সময়েই আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে তাদের। বাজারে খবর চাপে পাঠিয়ে থাকা লোক সংবাদমাধ্যমকে শোকেস করে কয়েক বছরে কোটি কোটি টাকার মালিক হয়ে গেছেন, রাজধানী শহরেই একাধিক বিরাট বাড়ির মালিক হয়ে বসেছেন। নির্বাচন কমিশনকেও একসময় ‘পেইড নিউজ’ কথটি তাদের নিয়েমে ঢেকাতো হয়েছে, সেদিনই সংবাদমাধ্যমের মাথা কটা গিয়েছিল, এখন কমিটেড উদ্ভিড রাখাচ ছাড়াই হচ্ছে, তার জন্যই পুরস্কার হয়, এক নম্বর, দুই নম্বর র‍্যাঙ্কিং হয়। আরেক পক্ষ প্রশ্ন তুলে আক্রান্ত হচ্ছেন।

#### অত্যাধিক মূল্য

● **ছয়ের পাতার পর** থাকবে। অ্যাপস বা অন্যান্য অনলাইন ফর্মের মাধ্যমে যে যাত্রী পরিষেবাগুলি দেওয়া হয় তাতে ৫ শতাংশ জিএসটি দিতে হবে। অফলাইন অটো বা ক্যাব পরিষেবাগুলি অবশ্য এর ব্যতীত রাখা হয়েছে। যে অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলি রেস্তোরাঁ পরিষেবাগুলি অফার দেয়। যেমন- Zomato ও Swiggy পয়লা জানুয়ারি ২০২২ সাল থেকে জিএসটি দিতে দায়বদ্ধ থাকবে। রেপোর্টে আরও বলা হয়েছে যে, রেস্তোরাঁগুলিকে গ্রাহকদের চালান প্রদান করতে হবে। যদিও গ্রাহকদের ওপর এর কোনো প্রভাব পড়বে না।

### গ্রেফতার ব্যবসায়ী

● **ছয়ের পাতার পর** আলমারি খুলে তল্লাশির চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা তদন্তে নমেন জাচ্ছেন পেরেছেন তাঁরা এত সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও পীযুষ তাত্তস্সাধারণ পুরানো একটি গাড়ি ব্যবহার করেছেন।

### করা কেন দরকারি

● **ছয়ের পাতার পর** নষ্ট হয়েও গেছে। ভবিষ্যতে যে পুরোটো নষ্ট হবে না, তার কোনো গ্যারান্টি নেই। তখন তো মানুষকে টিকে থাকতে হবে। একমম পরিষ্কৃতিতে কীভাবে নিজেরের মানিয়ে নিতে হবে কিংবা চিকিয়ে রাখতে হবে তার জন্য দরকার সূর্য ও সূর্য থেকে বিকিরিত রশ্মি নিয়ে ব্যাপক গবেষণা।

### ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন

● **সাতের পাতার পর** খেলে ম্যাচ জিতলেই মৌচাক। এদিনও প্রথম দিকে অল্প কথা ফুটবলই খেললো। ফলে ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন অনেকটা সাবলীলভাবে আক্রমণে যেতে সক্ষম হয়। প্রথমার্ধেই তারা এগিয়ে যেতো পারতো। তবে সুযোগ কাজে লাগতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত ম্যাচ শেষ হওয়ার ৯ মিনিট আগে লক্ষ্যতেদ করে সালকাহাম। এই একটি মাত্র গোলে জিতে দ্বিতীয় ডিভিশন লিগে চ্যাম্পিয়ন হয়ে দীর্ঘদিন পর প্রথম ডিভিশনে উঠলো তারা। ক্লাবের প্রবীণ কর্মকর্তারা নিশ্চয় তাদের হাতে গড়ে ফ্রেণ্ডস ইউনিয়নের সাফল্য খুশি। রেফারি শিটেজটি চক্রবর্তী বেশ কড়া হাতে ম্যাচ পরিচালনা করলেন। ফ্রেণ্ড স ইউনিয়নের অসুস্থহারি জমাতিয়া, তদন্ত জমাতিয়া এবং মৌচাক ক্লাবের মণীয় দেববর্মী -কে হলুদ কার্ড দেখিয়েছেন। এদিকে, দিনের প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হয় নবোদয় সংঘ বনাম ক্রমাঞ্চল সমিতি। প্রথমার্ধে কোন গোল হয়নি। দ্বিতীয়ার্ধে গোল করার জন্য অলআউট আক্রমণে কীপায় নবোদয় সংঘ। ম্যাচটি জিতেও পারলে তাদের সামনে রানার হওয়ার দরজা খুলে যাবে। তাদের অলআউট আক্রমণে যা



# বিভিন্ন দফতরের অসম্পূর্ণ কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে নির্দেশ মন্ত্রীর



**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর।**। চলতি শুখা মরশুম শেষ হওয়ার আগেই বিভিন্ন রাষ্ট্রা ও নালাগুলির প্রয়োজনীয় সংস্কারকাজ শেষ করার জন্য পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান দফতরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা প্রশাসন কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সাধারণ সভায় বিভিন্ন দফতরের কাজের পর্যালোচনা করে বলেন, অল্প বৃষ্টিতেই যাতে রাস্তাঘাট বেহাল হয়ে না পড়ে সেদিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। এই ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংস্কারের কাজ এখনই শেষ করতে হবে। বিদ্যুৎ বিভাগের

আধিকারিককে জেলার প্রতিটি জলের পাম্প হাউসে বিদ্যুৎ সংযোগ এবং ট্রান্সফরমার বসানোর দিকে নজর দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন, সময়মতো এই কাজ সম্পন্ন না হলে শুখা মরশুমে জনসাধারণকে সমস্যার মুখে পড়তে হয়। তাই এই কাজটি দ্রুত শেষ করতে হবে। তিনি বিভিন্ন দফতরের অসম্পূর্ণ কাজগুলি দ্রুত সম্পন্ন করার উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, জল জীবন মিশনে জেলার প্রতিটি বাড়িতে পাইপলাইনের মাধ্যমে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই কাজ যেন অত্যান্ত দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হয় সেদিকে সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিকদের নজর রাখতে হবে। তথ্য ও সংস্কৃতি

দফতরের মন্ত্রী শ্রী চৌধুরী করোনানু নতুন প্রজাতি ওমিক্রন নিয়ে অযথা ভয় না পাওয়ার জন্য সবাইকে পরামর্শ দিয়ে বলেন, আমরা এখন পর্যন্ত করোনা মোকাবিলায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছি। সবার সহযোগিতায় এই প্রজাটিকেও আমরা মোকাবিলা করতে পারবো। এক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে যে সমস্ত পরামর্শ দেওয়া হয়েছে সেগুলি যথাযথভাবে পালন করতে হবে। তিনি এইচআইভি নিয়ে বিভিন্ন সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান আরও বেশি করে করার জন্য সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ দেন। তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর উপস্থিতিতে আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা প্রশাসন কার্যালয়ের

কনফারেন্স হলে পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। জিলা পরিষদের সভাপতিপতি অন্তরা সরকার (দেব)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক দিলীপ দাস, সহকারী সভাপতিপতি হরিদুলাল আচার্য, জেলার অন্তর্গত বিভিন্ন পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যানগণ, বিভিন্নগণ, জিলা পরিষদের বিভিন্ন স্থায়ী কর্মিটির সভাপতিগণ এবং বিভিন্ন সরকারি দফতরের আধিকারিকগণ। সভায় পশ্চিম জেলার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়। সভায় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দফতরের প্রতিনিধি জানান, এবছর জেলার ৮৬৪ জন কৃষকের কাছ থেকে ১২,২৬.৮৬৯ মেট্রিক টন বোরো ধান ক্রয় করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এছাড়া আমন ধান ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে ২,১০০ মেট্রিক টন। কৃষি দফতরের প্রতিনিধি সভায় আরও জানান, রবি ফসল উৎপাদনের মরশুমে জেলার কৃষকদের মধ্যে ৬৪,৫৬০ মেট্রিক টন ধানবীজ, ২২,৫০০ মেট্রিক টন উচ্চফলশীল ধানবীজ, ৩,০১০ মেট্রিক টন সিরিষা বীজ, ১৪,০০০ মেট্রিক টন ভুট্টা বীজ, ১০,৩৮০ মেট্রিক

● এরপর দুইয়ের পাতায়

## ৫ বছর ধরে ফিজিওথেরাপিস্ট নিয়োগ বন্ধ

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর।**। ৫ বছর ধরে ফিজিওথেরাপিস্ট নিয়োগ বন্ধ হয়ে আছে। যার ফলে শিক্তিত বেকাররা চাকরি পাচ্ছেন না। এই মুহূর্তে রাজ্যে ফিজিওথেরাপিস্ট বেকারের সংখ্যা তিন শতাধিক। অথচ স্বাস্থ্য দফতরে শূন্যপদ পড়ে থাকলেও বেকারদের নিয়োগ করা হচ্ছে না। সোমবার ‘ফিজিওথেরাপিস্ট অস্ট্রেলিয়ান বেকাররা স্বাস্থ্য দফতরে গিয়ে ডেপুটেশন প্রদান করেন। তাদের ডেপুটেশনের মূল উদ্দেশ্য ছিল রাজ্য সরকার যেন শীঘ্রই ফিজিওথেরাপিস্ট নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। যেহেতু, চিকিৎসা ব্যবস্থার মান উন্নত হচ্ছে, তাই ফিজিওথেরাপিস্ট নিয়োগ করাও জরুরি। কিন্তু গত ৫ বছর ধরে রাজ্যে একজনও ফিজিওথেরাপিস্ট নিয়োগ করা হয়নি। যার ফলে শিক্তিত বেকাররা বাড়িতে বসে আছেন। বেকাররা জানান, এর আগেও তারা এই বিষয়ে দফতরের সাথে কথা বলেছিলেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত দফতর কর্তৃপক্ষ সম্পৃষ্ট কোনো জবাব দেয়নি। এদিনও বেকাররা তাদের কথা জানিয়ে আসেন। এখন দফতর ফিজিওথেরাপিস্ট নিয়োগের বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত নেয় তা সময়ই বলবে।

# নেশাদ্রব্য-সহ গ্রেফতার তিন

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ২৭ ডিসেম্বর** ।। বিজেপি জোট সরকার গঠন হওয়ার পর নেশা দ্রব্যের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় সাফল্য পেলো উত্তর জেলার পুলিশ। একই দিনে চুরাইবাড়ি এবং পানিসাগর এলাকায় পুলিশ অভিযান করে প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকার নেশাদ্রব্য বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এই ঘটনায়



গ্রেফতার করা হয়েছে তিনজনকে। অভিযানের সাফল্যের জন্য প্রশংসা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি টুাইট বার্তায় এই সাফল্যের কথা বলেছেন। অভিযান নিয়ে উত্তর জেলার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী এক বিবৃতিও জারি করেছেন। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, তিনজন ভিন রাজ্যের নেশা কারবারির সঙ্গে যুক্ত অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের বাড়ি দুমারিয়া এবং গয়া এলাকায়। অভিযানে ফেপিডিল, কফ সিরাপ ছাড়াও নেশা জন্ম বাবহৃত প্রচুর ট্যাবলেট উদ্ধার হয়েছে। এই ঘটনায় চুরাইবাড়ি থানায় এনডিপিএস আর্ক্টে মামলা নেওয়া হয়েছে। মামলার নম্বর ৩৭/২১। পানিসাগর থানায় আরও একটি মামলা নেওয়া হয়েছে নেশাদ্রব্য উদ্ধারের ঘটনায়।

মামলার নম্বর ৯৫/২১। দুটি মামলারই তদন্ত করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন এসপি ভানুপদ চক্রবর্তী। সোমবার দুপুর একটা নাগাদ প্রথম নেশা দ্রব্য বোঝাই লরিটি আটক করা হয় পানিসাগরে। কলকাতা থেকে আগরতলাগামী জেকে০৩-এইচ-৮৭৭০ নম্বরের লরিটি শিবজি ট্রান্সপোর্টের বিভিন্ন খুচরো সামগ্রীর সঙ্গে ৪৬৫৫

চুরাইবাড়ি থানার ওসি জয়ন্ত দাসের নেতৃত্বে লরিটি আটক করা হয়। গাড়িটি থামানো চুরাইবাড়ি গেটে সিগন্যাল দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু চালক গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। সেল ট্যাক্স কমপ্রেশ্নের ভেতরেই লরিটি আটক করা হয়। লরি থেকে নেমে পালিয়ে যাওয়ার সময় শাবাজ আলীকে গ্রেফতার করা হয়। তার বাড়ি বিহার রাজ্যের গয়াতে। অবশ্য পরে এনএল-০১-এসি-৮৬৭৭ নম্বরের গাড়িটি থানায় এনে তল্লাশি করেইে বুলি থেকে বিড়াল বেরিয়ে আসে। গাড়িতে থাকা আড়াই হাজার কাটুন ফেপিডিল উদ্ধার করা হয়। প্রতিটা কাটুনে একশো বোতল করে পঁচিশ হাজার বোতল ফেপিডিল যার কালোবাজার মূল্য প্রায় আড়াই কোটি টাকা বলে জানান পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী। এদিকে গাড়িতে আরো বিভিন্ন বাথরুম সামগ্রী বোঝাই ছিল। চালক জানায়, উত্তরপ্রদেশ থেকে এই বিপুল নেশার সিরাপগুলো বোঝাই করে আগরতলা নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে আসছিলো। গাড়ি চালকদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ আগরতলা মহারাজগঞ্জ বাজারে কার কাছে এগুলি পৌঁছানো হচ্ছিল এই নায়ও পেয়ে যায়। জানা গেছে, বড় নেশা কারবারিদের নাম পুলিশের আগে থেকেই জানা। কিন্তু তাদের পেছনে প্রভাবশালী নেতার হাত রয়েছে। এই কারণে এসপি থেকে শুরু করে নিচু স্তরের কোনও পুলিশ কর্মীই আসল নেশা কারবারিদের গ্রেফতার করার

● এরপর দুইয়ের পাতায়

## আত্মহত্যার চেষ্টা যুবকের

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৭ ডিসেম্বর** ।। ফাঁসিতে আত্মহত্যার চেষ্টা এক যুবকের। বিশালগড় মহকুমার ঘনিয়ামারা এলাকায় এই ঘটনা। সোমবার রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ জয়নাল হোসেন তার পরিবারের সদস্যদের সাথে বগড়া করে আত্মহত্যার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। পরবর্তী সময় তার পরিবারের লোকজন জয়নালকে বাথরুমে বুলন্ত অবস্থায় দেখে তড়িঘড়ি উদ্ধারের জন্য ছুটে আসেন। জয়নালকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখান থেকে তাকে রেফার করে যাই পানিয়া হাসপাতালে। জয়নালের এই পদক্ষেপে তার পরিজনরা খুবই উদ্ভিগ হয়ে পড়েছে।

# অগ্নিকাণ্ড ঘিরে লক্ষাকাণ্ড

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উন্নয়পু, ২৭ ডিসেম্বর**।। অগ্নিকাণ্ড ঘিরে লক্ষাকাণ্ড ঘটে যায় উদয়পুর দোকান পুড়ে যেতে দেখছেন। কিন্তু তাদের কিছুই করার ছিল না।



দোকান রক্ষার জন্য যাদেরকে খবর দেওয়া হয়েছিল তারা এলাকাবাসীর রোযানালে পড়ে পালিয়ে যায়। যে সময়ে দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে এসেছিল, তখনই যদি আশ্রয় নেভানো হতো তাহলে অনেক কিছুই রক্ষা করা

যেতে হয়েছিল। তবে কারণ যাই হোক থানায় ঘুরে গিয়ে পুলিশকে বোঝানো হয় ঘটনাস্থলে আসার চাইতে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা কাছাকাছি এলাকায় দাঁড়িয়ে অবশ্যই পুলিশকে ডেকে পাঠাতে পারতো। তাহলে হয়তো দুটি দোকানের কিছুটা রক্ষা করা যেতো। কিন্তু তা না করে একেবারে গাড়ি নিয়ে তারা থানায় চলে যান। এই ঘটনার পর বাগমাবাসীও দাবি করছেন তাদের এলাকায় ফায়ার স্টেশন গড়ে তোলা হোক। কারণ, বিভিন্ন সময় উদয়পুর থেকে ফায়ার সার্ভিসের ইঞ্জিন বাসায় আসতে অনেকটা সময় নষ্ট হয়ে যায়।

# খেলার খবর

# অনূর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেটের ফাইনালে উত্তর তৈখমা, জোলাইবাড়ি

**প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর** ঃ শান্তিরবাজার মহকুমা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত অনূর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেটের ফাইনালে উঠলো উত্তর তৈখমা স্কুল এবং জোলাইবাড়ি স্কুল। এদিন এসপিপাড়া মাঠে সেমিফাইনালে মুখোমুখি হয় জোলাইবাড়ি স্কুল বন্দম নিশিকুমার মুড়াপাড়া সিসি। উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচে জোলাইবাড়ি স্কুল ২ উইকেটে হারিয়ে দেয় নিশিকুমার মুড়াপাড়া সিসি-কে। টসে জিতে জোলাইবাড়ি স্কুল প্রথমে নিশিকু মার মুড়াপাড়া সিসি-কে ব্যাট করার আমন্ত্রণ

জানায়। তবে জোলাইবাড়ি স্কুলের বোলারদের নিয়ন্ত্রিত বোলিং-র সামনে ১৮.৫ ওভারে মাত্র ৯৫ রানে শেষ হয় নিশিকুমার মুড়াপাড়া সিসি-র ইনিংস। দলেই হয়ে শুভরঙ্গ ববিক ২৭ এবং জয় মজুমদার ১৫ রান করে। জোলাইবাড়ির হয়ে সূরেন রায় এবং আয়ুষ দেবনাথ ৩টি করে উইকেট নেয়। ৯৬ রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ব্যাট করতে নেমে বিপর্যয় ঘটে জোলাইবাড়ি স্কুলেরও। এই অবস্থায় রুপে দাঁড়ায় সায়ন নমঃ। মাত্র ১১ বলে ৩০ রানের একটি বিস্ফোরক ইনিংস খেলে জোলাইবাড়ি স্কুলকে জয় এনে দেয়। ১৮.১ ওভারে ৮ উইকেট

হারিয়ে জয় পায় জোলাইবাড়ি স্কুল। জয়ের সুবাদে ফাইনালে উঠলো তারা। বিজিত দলের হয়ে সানম শীল ৬টি উইকেট তুলে নেয়। এদিকে, দ্বিতীয় সেমিফাইনালে কসমোপলিনকে বিধস্ত করে জয় তুলে নেয় উত্তর তৈখমা স্কুল। বোলারদের দূরস্ত দাপটে জয় তুলে নেয় তারা। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে কসমোপলিন মাত্র ৩১ রান করতে সক্ষম হয়। উত্তর তৈখমা স্কুলের হয়ে শিবা নোয়াতিয়া তুলে নেয় ৪টি উইকেট। জবাবের ব্যাট করতে নেমে ও উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় উত্তর তৈখমা স্কুল।

হারিয়ে জয় পায় জোলাইবাড়ি স্কুল। জয়ের সুবাদে ফাইনালে উঠলো তারা। বিজিত দলের হয়ে সানম শীল ৬টি উইকেট তুলে নেয়। এদিকে, দ্বিতীয় সেমিফাইনালে কসমোপলিনকে বিধস্ত করে জয় তুলে নেয় উত্তর তৈখমা স্কুল। বোলারদের দূরস্ত দাপটে জয় তুলে নেয় তারা। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে কসমোপলিন মাত্র ৩১ রান করতে সক্ষম হয়। উত্তর তৈখমা স্কুলের হয়ে শিবা নোয়াতিয়া তুলে নেয় ৪টি উইকেট। জবাবের ব্যাট করতে নেমে ও উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় উত্তর তৈখমা স্কুল।

# খলনায়ক বৃষ্টি, ভেসেই গেল ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় দিনের খেলা

**কেপটিন, ২৭ ডিসেম্বর** । এই হয়তো বৃষ্টি থামবে। মেঘের ফঁক থেকে উকি দেবে রোদপুর। এই হয়তো মাঠে বল গড়ানোর মতো পরিস্থিতি তৈরি হবে। দীর্ঘ প্রায় চার ঘণ্টা এভাবেই অপেক্ষার পর শেষমেশ বোঝা গেল সেঞ্চুরিয়নে আর খেলা শুরু হওয়া সম্ভব নয়। তাই সোমবার গোটা দিনটাই মাটি হয়ে গেল। প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে ছন্দ থাকা ভারতীয় দলের দ্বিতীয় দিনের খেলা গেল ভেসে। সেঞ্চুরিয়ন টেস্টে বৃষ্টির পূর্বাভাস আগে থেকেই ছিল। সে দেশের হওয়া অফিস জানিয়েছিল প্রথম দু’দিন বৃষ্টি হতে পারে। সেই আশঙ্কাই কা্যত সত্যি হল। প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় দিন বৃষ্টির জন্য নির্ধারিত সময়ে খেলা শুরু হয়নি। বৃষ্টি এবং

ভিজি আউটফিল্ডের জন্য দ্বিতীয় দিনের লাঞ্চও এগিয়ে আনা হয়েছিল। বৃষ্টি থামছে আবার শুরু হচ্ছে। এই সুযোগে বিরাট কোহলিরা লাঞ্চ সেয়ে তৈরি হচ্ছিলেন। কিন্তু শেষমেশ বৃষ্টি না থামায় খেলা শুরু করা সম্ভব হল না। রবিবার প্রথম দিনের শেষে প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে সুবিধাজনক অবস্থাগেই ছিল ভারত। লোকেশ রাহেল আত্মীয়র রয়েছেন ১২২ রানে। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন অজিঙ্কা রাহানে। টেস্টে নিজের সপ্তম সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে নয়া রেকর্ডও গড়েন রাহল। এই নিয়ে এশিয়ায় বারের পঞ্চম শতরান কলেন তিনি। আর তাতেই পিছনে ফেলে দিলেন বীরেন্দ্র শেহওয়াগকে। এই তালিকায়

ভারতীয়দের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন তিনি। তাঁর সামনে কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকর। এশিয়া মহাদেশের বাইরে ১৫টি সেঞ্চুরি করার নজির রয়েছে প্রাক্তন তারকর কুলিতে। প্রথম দিনের শেষে ভারতের রান তিন উইকেটে ২৭২। তিনটি উইকেটেই তুলে নেন এনগিডি। মায়াঙ্ক, রাহল, রাহানোর ভরসা জোগালিয়ে নিজের পরপরফর্মপান নিয়ে আরও একবার হতশ কাপ্টেন বিরাট কোহলি। ৩৫ রানেই প্যাভিলিয়নে ফেরেন তিনি। একদিকে যখন প্রোটিয়া বোলাররা দ্রুত ভারতীয় ইনিংসে গুটিয়ে দেওয়া চেষ্টায় রয়েছেন, তখন অন্যদিকে ভারতকে বড় রানে পৌঁছে দেওয়াই লক্ষ্য রাহানে-রাহলদের।

ভারতীয়দের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন তিনি। তাঁর সামনে কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকর। এশিয়া মহাদেশের বাইরে ১৫টি সেঞ্চুরি করার নজির রয়েছে প্রাক্তন তারকর কুলিতে। প্রথম দিনের শেষে ভারতের রান তিন উইকেটে ২৭২। তিনটি উইকেটেই তুলে নেন এনগিডি। মায়াঙ্ক, রাহল, রাহানোর ভরসা জোগালিয়ে নিজের পরপরফর্মপান নিয়ে আরও একবার হতশ কাপ্টেন বিরাট কোহলি। ৩৫ রানেই প্যাভিলিয়নে ফেরেন তিনি। একদিকে যখন প্রোটিয়া বোলাররা দ্রুত ভারতীয় ইনিংসে গুটিয়ে দেওয়া চেষ্টায় রয়েছেন, তখন অন্যদিকে ভারতকে বড় রানে পৌঁছে দেওয়াই লক্ষ্য রাহানে-রাহলদের।

# ক্ষমার অবতার যীশু পার পেলেন না দুই হাজার বছর পরেও

**আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর** ।। হরিদ্বারের ‘ধর্ম সংসদ’ থেকেই হঁশিয়ারি ছিল খ্রিস্টানদের বড়দিনের উৎসব উদ্‌যাপন করতে দেওয়া হবে না। সেই মোকাবেলা বড়দিনে দেশজুড়ে হামলা হলো। খ্রিস্টানদের উপাসালয়, বিবিধ অনুষ্ঠান। বতগুনি ঘনানার খবর জানা গেছে, সব হয়েছে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে। সর্বত্র হিন্দুত্ববাদীরা অবাধে এই কাজ করেছে। পুলিশ দক্ষিণে উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, আসামে মোট ৭টি হামলার ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে সব থেকে বেশি হামলা হয়েছে হরিয়ানায়। তার মধ্যে আশালায় ১৭৩ বছরের পুরানো গির্জার প্রবেশ পথের বীণ্ড খ্রিস্টের মূর্তি ভেঙে দিয়েছে হিন্দুত্ববাদীরা। বিজেপি শাসিত আসামেও এরকম ঘটনাই ঘটেছে বরাক উপত্যকার শিলচর শহরে। বড়দিন উপলক্ষে শহরেরে অধিকাংশটি হামলার গির্জা সাজিয়ে তোলা হয়। গির্জার আলোকসজ্জা ও অন্যান্য প্রদর্শনী দেখতে প্রতিবছর ওই গির্জায় প্রচুর ভিড় হয়। এবারও এর ব্যতিক্রম ছিল না। এবার বড়দিনের উৎসবে তাণ্ডব চালিয়ে বন্ধ করে দেয় হিন্দুত্ববাদীরা। মাথায় গেরুয়া ক্ষেপ্তি বান্ধা কয়েকজন উন্মত্ত যুবক এসে জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিয়ে গির্জার সামনে তাণ্ডব চালায়। গির্জায় আসা দর্শনার্থীদের টেনে-হিঁচড়ে বের

করে দেয়। তারপর জের করে গির্জার গেট বন্ধ করে দেয়। পুলিশের সামনেই হিন্দুত্ববাদীরা তাণ্ডব চালালেও পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করেন বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয়রা। উত্তরপ্রদেশে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নির্বাচিন কেন্দ্র বারানসীতেই বড়দিনের অনুষ্ঠানে খ্রিস্টানদের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় তাই বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই বলে মনে করছেন সনাতনজি বিন্দীরা। বারানসীর ট্যামারি এলাকায় গেরুয়া পতাকা নিয়ে হিন্দুত্ববাদীরা মাতৃধাম আশ্রমে হামলা চালায়। সেখানে খ্রিস্টমাস উপলক্ষে শনিবার অনুষ্ঠান ছিল। ‘জয় শ্রীরাম’ স্লোগান তুলে ২৫-৩০ জনের দল ঢুকে পড়ে আশ্রমে। ‘ধর্মাস্তরণ বন্ধ কর’, ‘চার্চ মর্দাবাদ’, খ্রিস্টান মিশনারি হৌশ মে আও’, ‘খ্রিস্টান মিশনারি মর্দাবাদ’ ইত্যাদি স্লোগান দিতে দিতে ঢুকে পড়ে। রাস্তা অবরোধ করে রাখে। মাতৃধাম আশ্রমের ফাদার আনন্দ জানিয়েছেন, এটা গির্জাও নয়। এটা একটা আশ্রম। এখানে যেকোনও ধর্মের, বর্ণের ব্যক্তি আসতে পারেন মনের শান্তির জন্য। এখানে কোনও ধর্মাস্তরণ হয়নি। ফাদার আনন্দ বলেছেন, সাধারণভাবে চারটেয় শুরু হয়ে পরের দিন সকাল পর্যন্ত অনুষ্ঠান চলে। কিন্তু এইবছর উত্তরপ্রদেশ

সরকার নাইট কারফিউ ইত্যাদি বিধিনিষেধ করে দেওয়ায় অনুষ্ঠান সঙ্কপ্ত করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারপরেও হামলা হলো। উত্তরপ্রদেশের আগ্রা এলাকায় হিন্দুত্ববাদীরা খ্রিস্টানদের সম্ভ্রান্ত করেছে। রাস্তায় বজরং দলের পক্ষ থেকে সাত্তারু জের পুতুল পোড়ানো হয়েছে। আগ্রার ব্যস্ত রাস্তা আটকে সাত্তারুজের পুতুল পুড়িয়ে তারা সাত্তারুজ মর্দাবাদ স্লোগান দিয়েছে। বড়দিনে সাত্তারু জের ব্যবহারের ফর্দিক্ষি কিবের বিরুদ্ধেই এই প্রতিবাদ বলে জানিয়েছে বজরং দল। দলের নেতা অবনীন্দ্র প্রতাপ সিং ওরফে আঙ্কু চৌহান জানিয়েছেন, ‘বড়দিনে সাত্তা কোনও উপহার নিয়ে আসে না। তার একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে হিন্দুদের খ্রিস্টানে ধর্মান্তরিত করা। এসব আর চলবে না।’ এসব বন্ধ না করা হলে এরপর খ্রিস্টান মিশনারি স্কুলেও হামলার হুমকি দেয় বজরং দলের এই নেতা। উল্লেখ্য, কেন্দ্রে মোদি সরকার আসার পরেই বজরং দলের এই নেতার উদ্যোগে ১৫০০ মুসলিম পরিবারকে হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয়েছিল ‘ঘর গুণাপসি’ নামে। এই ব্যক্তিই লাভ জিহাদ’ নিয়ে প্রচারণা ছড়িয়ে বেটি বাঁচাও বধ বানাও’ স্লোগান দিয়ে উত্তেজনা তৈরি করেছিল। দিল্লি লাগোয়া হরিয়ানার বিভিন্ন

এলাকায় বড়দিনের উৎসব উপলক্ষে হিন্দুত্ববাদীরা গির্জা এবং অনুষ্ঠানে হামলা চালিয়েছে। বিজেপি শাসিত এই রাজ্যেও হিন্দুত্ববাদীরা সংগঠনগুলি প্রকাশ্যে হুমকি দিয়েছে, হামলা চালিয়েছে। বজরঙ দলের নেতা হরিশ শাস্ত্রীকে ফেসবুক পোস্ট করে ২৩ তারিখেই হঁশিয়ারি দিয়ে দিয়েছিলেন, কোনও স্কুল যদি বাবা-মায়ের অনুমতি ছাড়া সন্তানদের সাত্তারুজ সাজায় তাহলে স্কুল বন্দ করে দেওয়া হবে এবং কেসও করা হবে। বড়দিনে এটার পরে আরেকটি পোস্ট করে বলেন, বজরং দল উহল দিয়ে দেখছে এবং স্কুলের নাম নিষিদ্ধ করছে। সাত্তা টুপি পরা কয়েকজন লোক, সম্ভবত স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং কিছু শিশুর ছবিও পোস্ট করেছে। ফেসবুক পোস্টে হঁশিয়ারি দিয়ে বলা হয়েছে, এটা সান্তার নয় সম্ভদের ভূমি। বজরং দলের কর্মীরা স্কুল চিহ্নিত করা শুরু করে দিয়েছে। এখানও পর্যন্ত ১৫টি স্কুলের নাম পাওয়া গেছে। কুরংক্ষেত্রে খ্রিস্টমাসের এক অনুষ্ঠানে ‘জয় শ্রীরাম’ স্লোগান দিয়ে মজ্ব উঠে পড়ে হিন্দুত্ববাদীরা। মাইক কেড়ে নিয়ে হনুমান চািলিশ পাঠ শুরু করে দেয়। সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে দেখা হয়েছে, উপস্থিত মানুষ আতঙ্কিত হয়ে গির্জা ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছেন। ২৫ ডিসেম্বরের দিন সকালে পত্নাউদির

একটি স্কুলের অনুষ্ঠানে হামলা চালায় হিন্দুত্ববাদীরা। ছড়িয়ে পড়া ভিডিও ফুটেজে দেখা যাচ্ছে তাদের ভাষণ। হামলা করে অনুষ্ঠান ভঙুলকারী হিন্দুত্ববাদীরা বলছে, আমরা খ্রিস্টানদের অসম্মান করতে চাই না। আগামী প্রজন্মকে জানাতে চাই-নিয়ম মেনে চলো! কোনও ধর্মের দিকে লোভে পড়ে যেও না, নাহলে ভারতীয় সংস্কৃতি ধ্বংস হয়ে যাবে। ভারতের সংস্কৃতি রক্ষা করেই প্রস্তাব নিয়েই হবে। তারপরেই হঁশিয়ারির সুরে বলেছে, প্রস্তাব নাও এবং বলো ‘জয় শ্রীরাম’। এরপরে নাগাতার স্লোগান দিতে থাকে তারা, ‘জয় শ্রীরাম’, ‘সনাতন ধর্ম কি জয়’, ‘অধর্ম কা নাশ হো’। হরিয়ানায় থাকে ধাপে ধাপে খ্রিস্টানদের উপরে হামলার ঘটনা বাড়তে বাড়তে শনিবার রাতের সন্ধ্যায় বীণ্ড খ্রিস্টের মূর্তির উপরেই হামলা করে তা ভেঙে ফেলা হয়। আশ্বান্না ক্যান্টনমেন্টে ব্রিটিশ সময়ের হোলি রিডেমির গির্জায় হামলা চালায় দুই হিন্দুত্ববাদী। গির্জায় প্রবেশের পথেই বীণ্ড খ্রিস্টের একটু মূর্তি ছিল। সেটাকে ভেঙে মাটিতে ফেলে দেওয়া হয়। গির্জার ফাদার পাটারাস মাভু জানিয়েছেন, মূর্তি ভাঙার পাশাপাশি আলোর সাজসজ্জাও নষ্ট করে দেয় দম্ভুতীরা। পুলিশ অজ্ঞাত পরিচয়ের বিরুদ্ধে মামলা করেই দায় সেরেছে।



# ১০৩২৩ ইস্যুতে কংগ্রেস-বিজেপিকে একমঞ্চে আনলেন মানিক সরকার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর।। বেশ কয়েক মাস পর ১০৩২৩ ইস্যুতে ফের মুখ খুললেন মানিক সরকার। যার আমলে ১০৩২৩ শিক্ষকের সৃষ্টি সেই মানিক সরকার বারে বারেই বলেছিলেন এদেরকে ভেসে যেতে দেবেন না, কিছু একটা করবেনই। একের পর এক আদালতের রায়ে ১০৩২৩-র চাকরিচ্যুতি নিশ্চিত হওয়ার পরেও আশা ছাড়েন নি মানিকবাবু। কিন্তু ক্ষমতাচ্যুতির পর তার আর কিছুই করার ছিলো না। সোমবার ফের এই ইস্যুতে মুখ খুললেন তিনি। কার্যত বিশ্লেষণ ঘটালেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। ১০৩২৩ শিক্ষকদের চাকরিচ্যুতি ঘটাতে সেই সময়ে হাইকোর্টে কংগ্রেস নেতৃত্ব পেছেন থেকে কলকাঠি নেড়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। এরপর সুপ্রিম কোর্টে বিজেপি নেতারা কলকাঠি নেড়েছেন — এমন অভিযোগও এনেছেন মানিকবাবু। এরপর বিজেপি এদেরকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরেছে। আর এখন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে গেলে এদেরকে জল কামানে ভিজিয়ে দেওয়া হয়, চোখ জ্বালা করে এমন গ্যাস ছড়িয়ে দেওয়া হয়, মিথ্যা মামলায় আটকে রাখা হয়। জনশিক্ষা সমিতি সম্পর্কিত এক আলোচনা সভায় বক্তৃতা করতে গিয়ে মানিক সরকার এদিন কার্যত রাজ্য সরকারের ময়নাদস্ত কর



ছেড়েছেন। সপ্তম পে কমিশন থেকে মহার্ঘ্য ভাতা, মিসড কলে চাকরি থেকে শুরু করে কৃষকদের রুজিরোজ্জগার সবকিছুতেই ছুঁয়ে দিয়েছেন তিনি। উন্নয়ন কিভাবে হয়, কিভাবে রচিত হয় এর রূপরেখা এরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন তিনি। মূলত এদিনকার বক্তব্য থেকে বামেরদের কাছ থেকে সরে যাওয়া ১০৩২৩-কে ফেরত চেয়েছেন মানিকবাবু। এর আগেও তিনি বিভিন্ন জায়গাতেই কথা বলতে গিয়ে জানিয়েছেন, বামেরা আবার ক্ষমতা পেলে ১০৩২৩

ইস্যুকে তারা ছেড়ে দেবেন না। কোনও না কোনওভাবে ১০৩২৩ কিংবা এদের পরিবারকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে বামফ্রন্ট। এই শিক্ষক শিক্ষিকারাও এখন বুঝতে শুরু করেছেন, বাম সরকারের পতন না ঘটলে কোনও না কোনওভাবে এরা উপকৃত হতেন। যেভাবে এই সরকারই ১৪ হাজার শূন্যপদ সৃষ্টি করে ফেলেছিলো কার্যত এদের পুনর্বাসনের জন্যই। আদালতের রায়ে এই পদগুলো আটকে যাওয়ার পরেও আশা ছাড়ছিলেন না মানিকবাবু। বার

বারই বলছিলেন, বামফ্রন্ট সরকার এদেরকে ভেসে যেতে দেবে না। কিছু না কিছু উপায় বের করা হবেই। যদিও আদালত পরবর্তী সময়ে এই ১৪ হাজার পদে বিধিনিষেধ তুলে নেয়। ততদিনে অবশ্য রাজ্যে বিজেপি জোট সরকার। মানিকবাবু এদিন ফের বিষয়টিকে খুঁজিয়ে তুলে। ১০৩২৩ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পাশে থাকার বিষয়টিকে মনে করিয়ে দিয়েছেন। আগামী বছরখানেক পরে নির্বাচনের জন্য এও এক রাজনৈতিক ইস্যু।

## জিপিএটির শিবনগর জোনের বার্ষিক সাধারণ সভা

প্রেস রিলিজ, আগরতলা ২৭ ডিসেম্বর।। গভর্নমেন্ট পেনশনসার্ অ্যাসোসিয়েশন ত্রিপুরা'র শিবনগর জোনের ৫ম বার্ষিক সাধারণ সভা আজ অনুষ্ঠিত হয়। মৃণাল কান্তি দেব ও তপন কুমার দত্তের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় কমিটির প্রচার সম্পাদক প্রবীর সরকার। বিদ্যায় সম্পাদক মিলন চন্দ্র রায় সম্পাদকীয় প্রতিবেদন এবং দিলীপ কুমার সাহা দাবি সনদ,আন্দোলন কর্মসূচি ও সাংগঠনিক প্রস্তাব পেশ

● এরপর দুইয়ের পাতায়

## জনশিক্ষা দিবস পালন



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর।। সিপিআইএম-সহ বিভিন্ন সংগঠনের

উদ্যোগে সোমবার একাধিক কর্মসূচির মধ্য দিয়ে জনশিক্ষা দিবস পালন করা হয়। এদিন সকালে

সিপিআইএম রাজ্য কার্যালয়ে দলীয় রাজ্য সম্পাদক জীতেন চৌধুরীর হাত ধরে পতাকা উত্তোলন হয়। এছাড়া উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের উদ্যোগে কর্ণেল চৌমুহনিতোও একই ধরনের কর্মসূচি সংগঠিত হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম রাজ্য কমিটির সদস্য তথা জিএমপি'র শীর্ষ স্তরের নেতা রাধাচরণ দেববর্মী। এছাড়াও বামপন্থী বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে দিনটি

## আজকের দিনটি কেমন যাবে

**মেঘ** : পারিবারিক ব্যাপারে নানা প্রতিকূলতার মধ্যে অগ্রসর হতে হবে। হঠাৎ আঘাত পাবার যোগ আছে। সরকারি কর্মে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে অগ্রসর হতে হবে। ব্যবসায় প্রতিকূলতার পরিবেশ পাওয়ার সম্ভাবনা প্রণয়ে বাধা-বিয়ের যোগ আছে।  
**বৃষ** : পারিবারিক ব্যাপারে প্রিয়জনের সঙ্গে মতানৈক্যের সম্ভাবনা। সরকারি কর্মে ঊর্ধ্বতনের সঙ্গে প্রীতিহানির সম্ভাবনা। নানা কারণে মানসিক চাপ থাকবে দিনটিতে। তবে ব্যবসায় লাভবান হতে পারেন।  
**মিথুন** : সরকারি কর্মে চাপ বৃদ্ধি ও নানা কারণে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে অগ্রসর হতে হবে। আর্থিক ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত শুভ ফল পাওয়া যাবে। অকারণে দুশ্চিন্তা এবং অহেতুক কিছু সমস্যা দেখা যাবে। প্রণয়ে প্রতিকূলতার মধ্যে অগ্রসর হতে হবে।  
**কর্কট** : কর্মসূত্রে দিনটিতে জ্ঞানীগুণীজনের সান্নিধ্য লাভ ও মতানৈক্য ও প্রীতিহানির লক্ষণ শুভ যোগাযোগ সম্ভব হবে।  
**পারিবারিক ব্যাপারে** : কারো সঙ্গে মতানৈক্যের সম্ভাবনা। সরকারি কর্মে বাধা-বিয়ের লক্ষণ আছে, তবে ব্যবসায় লাভবান হবার সম্ভাবনা আছে। প্রণয়ে আবেগ বৃদ্ধি মেহেতু মনোকষ্টের যোগ আছে।  
**সিংহ** : প্রফেশন্যাল লাইনে আর্থিক উন্নতির যোগ আছে। আর্থিক ক্ষেত্রে আয়-ব্যয়ের ভারসাম্য থাকবে। চাকরিস্থলে নিজের দক্ষতা বা পরিশ্রমে কিছুটা স্বীকৃতি পাওয়া যাবে। তবে সহকর্মীর দ্বারা সমস্যা বা ক্ষতির সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত হতে পারেন।  
**কন্যা** : দিনটিতে চাকরিজীবীর অতিরিক্ত মানসিক চাপ এবং দায়িত্ব বৃদ্ধিজনিত কারণে অধিক উৎকণ্ঠা ও দুশ্চিন্তা থাকবে। ব্যবসায় লাভবান হবার যোগ আছে।  
**তুলা** : সরকারি কর্মে ঊর্ধ্বতনের সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

**কর্মে** যশবৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। আর্থিক ক্ষেত্রে শুভফল। শিল্প সংস্থায় কর্মরতদের মানসিক উত্তেজনার জন্য কর্মে অগ্রগতি বজায় রাখা কঠিন হতে পারে। শরীরের প্রতি যত্নবান হওয়া দরকার।  
**বৃশ্চিক** : কর্মক্ষেত্রে আবেগ সংযত করতে হবে। সরকারি কর্মে নানান বামেলার সম্মুখীন হতে হবে। স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকবে। ব্যবসায় উন্নতির যোগ আছে। অর্থ ভাগ্য শুভ।  
**কুম্ভ** : দিনটিতে কর্মে বাধা-বিয়ের মধ্যে অগ্রসর হতে হবে। সরকারি কর্মচারীদের দায়িত্ব বৃদ্ধির সম্ভাবনা বাবসারীদের হঠাৎ কোন সমস্যা বা ভুল সিদ্ধান্তের জন্য ক্ষতি বা বামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। দিনটিতে সতর্ক থাকবেন।  
**মকর** : সরকারি কর্মে চাপ ও দায়িত্ব বৃদ্ধি। ঊর্ধ্বতনের সঙ্গে মতানৈক্য ও প্রীতিহানির লক্ষণ আছে। কর্মস্থান বা কর্ম পরিবর্তনেরও যোগ আছে। এর ফলে মানসিক চাপ ও দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। নিজের পরিকল্পনাকে অন্যের মতো পরিবর্তন করবেন না। তবে কোন অসুবিধা হবে না।  
**কৃত্তিক** : প্রশাসনিক কর্মে যুক্ত ব্যক্তিদের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পাবে। সরকারিভাবে কর্মে উন্নতির যোগ আছে। আর্থিক ভাব শুভ। ব্যবসায় লাভবান হবার লক্ষণ আছে। প্রণয়ে অগ্রহ বৃদ্ধি পেতে পারে।  
**মীন** : পারিবারিক ব্যাপারে ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাবে। প্রশাসনিক কর্মে কিছুটা বাধা বিয়ের সম্মুখীন হতে পারেন। শত্রু থেকে সাবধান থাকবেন। খনিজ দ্রব্যের ব্যবসায় লাভবান হওয়ার দায়। প্রণয়ে শুভ ফল লাভ সম্ভব নয়। সম্ভানের বিদ্যা ক্ষেত্রে আশানুরূপ ফল লাভে বিঘ্ন হতে পারে।

## বিষ মদে মৃত্যু, চাঞ্চল্য

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর ।। মহারাজগঞ্জ বাজারে আবারও উদ্ধার এক ব্যক্তির মৃতদেহ। এই মৃতদেহ ঘিরেই রহস্য দেখা দিয়েছে। অনেককে মতে বিষ মদের ফলেই মারা গেছেন এই ব্যক্তি। আবার কারোর কাছেও কথায় বিষ খাইয়ে খুন করা হয়েছে এই ব্যক্তিকে। যদিও গোটা ঘটনা নিয়ে মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনা নতুন কিছু চূপ করে আছে। কারোর মুখ থেকেই কোনও বক্তব্য পাওয়া যাচ্ছে না। মৃত ব্যক্তির নাম শ্যামল দাস। তার বাড়ি শহরতলির

রবীন্দ্রনগর এলাকাতে। সোমবার মহারাজগঞ্জ বাজার চত্বরে এই ব্যক্তিকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। খবর পেয়ে পুলিশের সহযোগিতায় মৃতদেহ জিবিপি হাসপাতালে নেওয়া হয়। তবে এই ঘটনা ঘিরে কোনও মামলা হয়নি। পুলিশও বিষয়টি নিয়ে কোনও তদন্ত নামেনি বলে জানা গেছে। কিন্তু মহারাজগঞ্জ বাজারে এভাবে মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনা নতুন কিছু নয়। আগেও এইভাবে মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। প্রত্যেকবারই নকল মদ বিক্রির অভিযোগ উঠেছে। বাজারের মধ্যে একাধিক মদের

কাউন্টার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই কাউন্টারগুলির মদের গুণমান নিয়ে কোনও উদ্যোগ নেই প্রশাসনের। অভিযোগ, এই সুযোগেই বাজার এলাকায় ছড়ে গেছে নকল মদ। এসব খেয়ে কয়েকদিন পরপরই মারা যাচ্ছেন কেউ না কেউ। মহারাজগঞ্জ বাজারেই সম্প্রতি সময়ে তিনজনের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই পুলিশ স্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা বলে কোনও তদন্তই করেনি। এই দফায়ও একই অবস্থা। নকল মদের বিষয়টি উঠে এলে পুলিশকে মহারাজগঞ্জ বাজার

● এরপর দুইয়ের পাতায়

## পরিচারিকা ধর্ষণে অভিযুক্ত সহকারী অধিকর্তা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ২৭ ডিসেম্বর ।। নারী কেলেক্সারিতে যুক্ত হলো ক্রীড়া দফতরের নাম। দফতরের এক অফিসার ধর্ষণের মতো গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত হলেন। এই ঘটনায় ক্রীড়া দফতরের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। বিভিন্ন মহল থেকে অভিযুক্ত অফিসারের শাস্তির দাবি উঠেছে। এই ধরনের ক্রীড়া অফিসারদের বিরুদ্ধে সুষ্ঠু তদন্তেরও দাবি তোলা হয়েছে। জনজাতি অংশের এক মহিলাকে ধর্ষণ করে আগরতলা পালিয়ে এসেছে এই অফিসার। পরিচারিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে উঠলো রাজ্যের ক্রীড়া দফতরের এক সহকারী অধিকর্তার বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় মামলা দায়ের করা হয়েছে কাঞ্চনপুর থানায়। অভিযুক্তের নাম দেবাশিস ভট্টাচার্য। তিনি কাঞ্চনপুর ক্রীড়া দফতরে সহকারী অধিকর্তা হিসেবে কর্মরত। এখন পালিয়ে আগরতলায় লুকিয়ে আছে দেবাশিস। কাঞ্চনপুর বদলি হওয়ার পর দেবাশিস ওই এলাকার

নবীন বড়ুয়ার বাড়িতে ভাড়াটিয়া হিসাবে থাকতে শুরু করে। ক্রীড়া দফতরের অফিসের পাশেই নবীনের বাড়ি। এই বাড়ির পাশের ঘরে থাকতেন এক ক্রীড়া শিক্ষিক। ওই শিক্ষিকার স্বামী আবার ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কর্মরত। যে কারণে তিনি বেশিরভাগ সময়ই রাজ্যের বাইরে থাকেন। ওই মহিলাকে বাড়িতে রান্নার জন্য রেখে ছিলেন দেবাশিস। প্রত্যেকদিনই দেবাশিসের জন্য রান্না করতেন তিনি। এই সুযোগেই ভাড়াটিয়া ঘরে তাকে ধর্ষণ করে অভিযুক্ত সহকারী অধিকর্তা বলে অভিযোগ উঠেছে। ওই মহিলা কাঞ্চনপুর থানায় দেবাশিসের নামে মামলা করেছেন। পুলিশ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৫৪, ৩৭৬, ৫১১ এবং ৪০৬ ধারায় ধর্ষণ এবং ভয়ভীতি দেখানোর অভিযোগে মামলা নিয়েছেন। সোমবার ওই মহিলার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো হয়। পরে আললতে তার বায়নও নথীভুক্ত করতে নেওয়া হয়। থেফতারের ভয়ে আগরতলায়

পালিয়ে এসেছে দেবাশিস। মামলার তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সাব ইনসপেকটর অমর কিশোর দেববর্মাকে। তিনি পরীক্ষারতবেই জানিয়ে দিয়েছেন, দেবাশিস ভট্টাচার্যকে গ্রেফতার করা হবে। বেশিদিন পালিয়ে থাকতে পারবেন না তিনি। অভিযোগ, দেবাশিসের বিরুদ্ধের আগেও নারীদের অসম্মান করার নালিশ জমা পড়েছিল। কিন্তু প্রত্যেকবারই কোনও না কোনওভাবে বেঁচে গেছেন তিনি। এই দফায়ও ধর্ষণের ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর প্রভাবশালীদের বাড়িতে যোগাযোগ করতে শুরু করে দিয়েছে বলে জানা গেছে। কাঞ্চনপুর এলাকার নাগরিকরা দ্রুত দেবাশিসকে গ্রেফতারের দাবি তুলেছে। শুধু তাই নয়, তার শাস্তির দাবিতে খুব শীঘ্র আন্দোলনে নামার প্ররুতি নিচ্ছে স্থানীয় একটি মহল। তারা সবাই পুলিশের দিকে চেয়ে আছেন। দ্রুত পুলিশ দেবাশিসকে গ্রেফতার না করলে বড় সড় আন্দোলনে নামতে পারেন ধর্ষিতার সহকর্মীরা।

## ব্যাঞ্চে আশুন আতঙ্ক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর ।। শহরে আবারও একটি ব্যাঞ্চে অগ্নিকাণ্ড ঘিরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। সোমবার সন্ধ্যায় এই ঘটনা আরএমএস চৌমুহনি এলাকায় পাঞ্জাব নাশনাল ব্যাঞ্চে। এই ব্যাঞ্চে আগুনের ধোঁয়া দেখতে পান স্থানীয়রা। তারা দমকল কর্মীদের খবর দেন। দমকল কর্মীরা এসে আগুন খুঁজে পাননি। কিন্তু আগুনে পোড়ার গন্ধ পেয়েছেন। খবর দেওয়া হয় বিদ্যুৎ নিগমে। দমকল কর্মীরা জানান, সম্ভবত বিদ্যুতের শর্ট সার্কিটে আগুন লেগেছিল। আগুনে ধোঁয়া উঠেছে বিদ্যুতের তার গোড়া যাওয়ায়। তবে আগুনে ব্যাঙ্কের কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। এটিকে দমকলের ইঞ্জিনিট আরএমএস চৌমুহনি যাওয়ার পথে একটি রিকশায় থাকা দেয়। রিকশাটি ভেঙে যায়। রিকসা শ্রমিক ক্ষতিগ্রস্তের মামলা করবেন বলে জানিয়েছেন।

## বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে ছাত্র বিক্ষোভ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর ।। রাজ্যে বিদ্যালয় স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থা বেসরকারিকরণের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সোমবার বিক্ষোভ সংগঠিত করে এআইপিএসএফ। সংগঠনের নেতা-কর্মীরা শিক্ষা ভবনের সামনে দাঁড়িয়ে হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে বিক্ষোভ দেখায়। তাদের বক্তব্য, রাজ্য সরকার সম্প্রতি ১০০টি বিদ্যালয়কে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের আওতায় এনে বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাজ্যের ছাত্রছাত্রীরা এখন যেখানে বিনামূল্যে পড়াশোনা করছে সেই জায়গায় আগামী দিনে টাকা দিয়ে পড়তে হবে। তাই তারা এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের দাবি জানিয়েছে। এই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে গণ-স্বাক্ষর সম্মিলিত দাবি সনদ জমা দেওয়া হয়েছে শিক্ষা দফতরের অধিকর্তার উদ্দেশ্যে। যদি রাজ্য সরকার নিজেদের সিদ্ধান্ত থেকে পিছিয়ে

● এরপর দুইয়ের পাতায়

## সরকারের প্রতারণার বিরুদ্ধে বাম যুবারা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৭ ডিসেম্বর ।। বর্তমান সরকার বেকারদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। চাকরি দেবার নামে আউটসোর্সিং করে বেকারদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দিচ্ছে। এমনটিতেই রাজ্যে হু হু করে বেকারের সংখ্যা বেড়ে চলছে। আর রাজ্য সরকার চাকরি, শিক্ষা সব কিছুই এখন বেসরকারি করে দিচ্ছে। বক্তা ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন এর রাজ্য সভাপতি পলাশ ভৌমিক। সোমবার বাম ছাত্র যুব সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত গণ-অবস্থান কর্মসূচিতে একথাগুলো বলেন তিনি। এদিন সিপিএম তেলিয়ামুড়া মহকুমা

কার্যালয়ের সামনে শিক্ষায় বেসরকারিকরণ এবং চাকরি ক্ষেত্রে আউটসোর্সিং বন্ধ করার দাবি সহ জনজীবনের স্বার্থসংশ্লিষ্ট নানা বিষয় নিয়ে বামপন্থী ছাত্র সংগঠন এবং যুব সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে গণ অবস্থান কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এই গণ অবস্থানের প্রধান বক্তার ভাষণে যুব সংগঠনের রাজ্য সভাপতি পলাশ ভৌমিক বলেন, বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার আগে ঢালাও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। বেকারদের কর্মসংস্থান, শিক্ষা- স্বাস্থ্য সহ সব ক্ষেত্রে উন্নয়ন হবে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে সম্পূর্ণ উল্টো। সব ক্ষেত্রেই বেসরকারি করে দিচ্ছে। বিশেষ করে শিক্ষার গুণগত মান

উন্নয়ন করার কথা বলে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের নামে বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দিচ্ছে স্কুলগুলি। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের বিভিন্ন নীতির তীর ভাষায় সমালোচনা করেন তিনি। আগামী দিনে শিক্ষায় বাণিজ্যিকরণ ও চাকরির ক্ষেত্রে আউটসোর্সিং বন্ধ করা সহ আরো বিভিন্ন দাবিতে গোটা ছাত্রসমাজ এবং যুব সমাজকে একত্রিত হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলারও আহ্বান রাখলেন পলাশ ভৌমিক। এই গণ-অবস্থানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বাম যুব সংগঠনের তেলিয়ামুড়া মহকুমা কমিটির সম্পাদক রঞ্জু দাস, সিপিএম মহকুমা সম্পাদক হেমন্ত কুমার জমতিয়া-সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

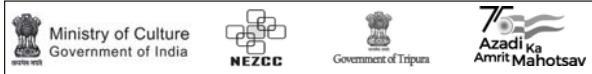
## জিআরবিটি-তে বিক্ষোভ



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর ।। চার মাসেও গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি পরীক্ষার ফল ঘোষণা করতে পারেনি জেআরবিটি। দ্রুত ফল ঘোষণার দাবিতে সোমবার জেআরবিটি'র অফিসে হাজারি বেশ কিছু পরীক্ষার্থী। তারা দেখা করেন জেআরবিটি'র আধিকারিকদের সঙ্গে। সাংবাদিকদের এই যুবকরা জানিয়েছেন, এই বছরের ২০ এবং ২২ আগস্ট জেআরবিটি গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি'র পরীক্ষা নিয়েছিল। কিন্তু চার মাসেও ফলাফল ঘোষণা করতে পারেনি। ফল ঘোষণার দাবিতে আমরা এসেছি। জেআরবিটি'র আধিকারিকরা জানিয়েছেন, জানুয়ারি মাসের মধ্যেই ফল ঘোষণা করা হবে। এরপর সবার কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখা যাবে। জেআরবিটি'র কর্তৃপক্ষের প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পরই ফিরে যান যুবকরা।

## আজ রাতের ওষুধের দোকান সাহা মেডিসিন সেন্টার ৯০৮৯৭৬৮৪৫৭

**MEMORANDUM**  
Reference : DNIeT No. 12/EE/Divn.III/PWD(R&B)/2021-22,  
PNIeT No.06/EE/Divn.III/PWD/(R&B)/2021-22.  
Tender ID : 2021\_CEPWD\_20719\_1  
Due to unavoidable circumstances the tender floated vide **PNIeT No.06/EE/Divn.III/PWD(R&B)/2021-22** and circulated vide this office **Memo No.45(04)/EE/Divn.III/PWD(R&B)/1182-1249**, dated 1<sup>st</sup> July 2021 is hereby cancelled.  
Sd/- Illegible  
(Er. L. Goswami)  
Executive Engineer  
Agartala Division No.III, PWD(R&B)  
Agartala, Tripura.



## Bharat Ko Janno

28th December, 2021 11 A.M  
Agnibina Hall, Jirania

**Organised by** North East Zonal Cultural Centre (NEZCC), Dimapur Ministry of Culture, Govt. of India in collaboration with Department of Information & Cultural Affairs, Govt. of Tripura

**Chief Guest**  
Sri Susanta Chowdhury.  
*Hon'ble Minister ICA, Youth Affairs & Sports, DWS, Govt. of Tripura*

**Special Guest**  
Sri Pritam Debnath,  
*Hon'ble Vice Chairman, Jirania Panchayat Samati*

**Guest of Honour**  
Sri Jiban Krishna Acherjee, SDM, Jirania  
Sri Subrata Chakraborty, Member, NEZCC  
Sri Partha Sarathi Saha, Member, West District Cultural Advisory Committee.

**President**  
Sri Ratan Kumar Das,  
*Hon'ble Chairman Jirania Nagar Panchayat.*

*All are cordially invited*

ICA/D-1534/2021

ক্রমিক সংখ্যা — ৩৮৯									
7		3						9	
9		1	6			3		5	
3	6				9	7	1	8	
6				5		2	8		
	2					3	9	4	1
	9	3						7	6
3			9			4			
		9	1	3				6	7
2	1					4			9







## জানা ওজানা

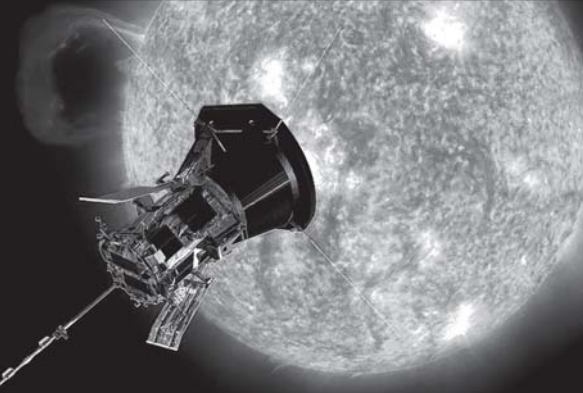
## সূর্যকে নিয়ে গবেষণা করা কেন দরকারি

আমরা বর্তমানে যে সভ্যতায় বসবাস করছি শত বছর আগে, হাজার বছর আগে সভ্যতার রূপ এ রকম ছিল না। বর্তমানে যে সভ্যতায় বসবাস করছি শত বছর পর, হাজার বছর পর সভ্যতার রূপ এ রকম থাকবে না। সভ্যতা ক্রমেই এগিয়ে যাবে। অন্তত গাণিতিক বাস্তবতা তা-ই বলে।

সভ্যতার উন্নয়নের একটি ধারা আছে। বর্তমানে যেভাবে সভ্যতার উন্নয়ন হচ্ছে তার মূল বাহন হলো শক্তি। যে জাতি যত বেশি শক্তি ব্যবহার করতে পারে, সে জাতি তত উন্নত। শক্তিকে ব্যবহারের জন্য মানুষ উদ্ভাবন করেছে নানা ধরনের ব্যবস্থা।

পৃথিবীতে যে পরিমাণ শক্তি আছে, তা দিয়ে পৃথিবীর সব মানুষের সব ধরনের চাহিদা পূরণ হবে না। তার ওপর পৃথিবীর শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে না, ক্রমাগতই কমে যাচ্ছে বরং। এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যাচ্ছে মানুষের চাহিদাও। মানুষ উন্নত প্রযুক্তিতে উন্নত সভ্যতার উন্নত জীবনযাপনে আগ্রহী। কেউই বেশি শক্তি ব্যবহার থেকে বিশেষ দিক থেকে ‘অনুমত’ জীবন যাপনে আগ্রহী নয়।

কেউই কাঠ-কয়লা পুড়িয়ে হাড়ির তলা কালি করে রান্নায় আগ্রহী নয়, সুযোগ পাওয়া মাত্রই সবাই গ্যাসের চুলা কিংবা বৈদ্যুতিক চুল্লায় রান্না করতে চায়। আবার কেউই হেঁটে হেঁটে ২০ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে মামার বাড়ি যেতে চায় না, সবাই ট্রেন কিংবা বাস চড়ে এই রাস্তা পেরোতে আগ্রহী। এছাড়া কেউই খড় দিয়ে পাতা দিয়ে বানানো ঘরে থাকতে আগ্রহী নয়, সবাই দালান কোঠা কিংবা টিনশেডের ঘরে থাকতে চায়। কেউই লাইনের পর লাইন চিঠি লিখে পোস্ট অফিসে পাঠিয়ে শব্দায় থাকতে চায় না যে চিঠিটি পৌঁছাল কিনা। সবাই চায় অতি সহজে মুঠো ফোনের মাধ্যমে কথা বলে ফেলতে কিংবা মেসেঞ্জার, হোয়াটস অ্যাপ কিংবা অন্য কোন অ্যাপের মাধ্যমে কোনো তথ্য শিগগিরই জানিয়ে দিতে। এই যে মানুষ সাধারণ কোনো কিছুতে আগ্রহী নয়, উন্নত প্রযুক্তিতে আগ্রহী তার সবগুলোর পেছনেই দরকার শক্তি। এই শক্তি আসে পৃথিবীতে সঞ্চিত শক্তির মাধ্যমে। অল্প কিছু শক্তি আসে সূর্যের তাপ ও আলোকশক্তি থেকে। সোলার প্যানেলের মাধ্যমে এ শক্তি আহরণ করা হয়।



পৃথিবীর এত মানুষের চাহিদার প্রেক্ষাপটে পৃথিবীতে সঞ্চিত শক্তি পর্যাপ্ত নয়। সভ্যতা যে অবস্থায় আছে তাকে আরো উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যেতে দরকার আরও আরও শক্তি। এত এত শক্তি পাওয়া যাবে কোথায়? উত্তর আমাদের সামনেই আছে, সূর্য। সূর্য থেকে প্রতি মুহূর্তে অকল্পনীয় পরিমাণ শক্তি মুক্ত হচ্ছে। তার অতি সামান্য পরিমাণ শক্তি আমরা ধরতে পারছি। প্রায় সবটা শক্তি বিকিরিত হয়ে যাচ্ছে, কোনো কাজেই আসছে না। এমন কোনো ব্যবস্থা যদি তৈরি করা যায় যার মাধ্যমে সূর্যের অধিকাংশ শক্তিকে আহরণ করা সম্ভব হবে, তাহলে সেটা খুব চমৎকার কিছু হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। হয়তো সেটা অনেক কষ্টসাধ্য, হয়তো সেটা অনেক চ্যালেঞ্জিং, কিন্তু সেটা অসম্ভব নয়। হয়তো সেটা বহুদূর ভবিষ্যতের কোনো বাস্তবতা, কিন্তু সেটা ফেলনা নয়। দূর ভবিষ্যতের কোনো

কাজ যদি আজকে শুরু না করি তাহলে দুরেরটা আরও দূরে সরে যাবে। আজকে পদক্ষেপ নিলেই না তবে ভবিষ্যৎটা এগিয়ে আসবে আমাদের দিকে। “আমরা যদি না জাগি মা, কেমনে সকাল হবে?” সূর্যে অফুরন্ত শক্তি আছে, সূর্যের শক্তিকে ব্যবহার করা দরকার, এই বলে বসে থাকলেই তো হবে না। কীভাবে শক্তিকে মানুষের নাগালে আনতে হবে, কীভাবে সর্বোচ্চ পরিমাণ শক্তি আহরণ করা যাবে, কীভাবে এদের ব্যবহার করা যাবে তার জন্য দরকার গবেষণা। শক্তির প্রধান উৎস যেহেতু সূর্য তাই সূর্যকে নিয়ে গবেষণার বিকল্প নেই।

সূর্যের শক্তির ধরন কেমন, সূর্যের বেশিষ্ঠা কেমন, সে ধরন ও বৈশিষ্ট্য অনুসারে কেমন ব্যবস্থা নিলে সূর্য থেকে সন্তোষিতা নিংড়ে আনা যাবে, তা নিয়ে ব্যাপক গবেষণা দরকার। এ প্রসঙ্গে একটা দূর-বাস্তব কল্পনা করি। সূর্যকে যদি চারপাশ থেকে বিশেষ কোনো সোলার প্যানেলে ঘিরে নেওয়া হয় এবং তাপ ও আলোকশক্তিকে এর মাধ্যমে আহরণ করা হয় তাহলে ব্যাপক শক্তির জোগান পাবে মানবজাতি। সৌরজগতের বিভিন্ন স্থানে এক বা একাধিক শক্তি স্টেশন থাকবে, যেখান থেকে মানুষের চাহিদামতো পৃথিবীতে কিংবা চাঁদে কিংবা মঙ্গল গ্রহে শক্তি স্থানান্তর করা সম্ভব হবে।

ভবিষ্যতে হয়ত এমন একটা সময় আসবে, যখন মঙ্গল গ্রহে কিংবা সৌরজগতের যেকোনো স্থানে কিংবা সৌরজগতের বাইরে কোনো আন্তর্জাতিক স্থানে ভ্রমণ ও বসবাস হবে দিনের আলোর মতো বাস্তব ব্যাপার। সেসব কাজের জন্য বিপুল পরিমাণ শক্তি দরকার। পৃথিবীতে যত সহজে আমরা শক্তি ব্যবহার করতে পারি সেসব স্থানে তত সহজে শক্তির জোগান পাওয়া না-ও যেতে পারে। এসব ক্ষেত্রে ভরসা হতে পারে সূর্য। সূর্যো অফুরন্ত জোগান আছে, দরকার শুধু উপযুক্ত উপায়ে সেগুলোকে আহরণ করা। শুধু উপকারী দিকই নয়, সূর্যের ক্ষতিকর দিকও আছে। ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকতে হলে সূর্যের এদিক-ওদিক সম্বন্ধে জানতে হবে। কোনো রোগ যখন মানুষকে আক্রমণ করে তখন বিজ্ঞানীরা লেগে যান

রোগের জীবণ কিংবা রোগের উপাদান নিয়ে। শুরুতেই ওষুধ তৈরিতে লেগে যান না। আগে জীবাণুর নাড়ি-নক্ষত্র বের করে তারপর সে অনুযায়ী ওষুধ। জীবাণু সম্বন্ধে আগে ভালোভাবে না জেনে ওষুধ দিলে সেটি হবে অন্ধকারে ঢিল ছোড়ার মতো। তাই সূর্যের ক্ষতিকর দিক থেকে বাঁচতে হলে কিংবা সূর্যের শক্তিকে আরো বেশি করে কাজে লাগাতে হলে দরকার সূর্য সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য। সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি আছে, মানুষের দেহে এগুলো পড়লে নানা রকম স্বাস্থ্যবৃকি দেখা দেয়। এমনকী ক্যান্সারও হয়। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল সেসব রশ্মি শোষণ করে নিয়ে প্রাথমিকভাবে আমাদের বাঁচায়। মানুষ যেভাবে প্রকৃতির বিরুদ্ধে গিয়ে কাজ করছে তাতে জোর সত্তাবনা যে বায়ুমণ্ডলে সেই সুরক্ষাকারী স্তরটি নষ্ট হয়ে যাবে। ইতিমধ্যে অনেকখানি

● এরপর দুইয়ের পাতায়

## নববর্ষে আসছে ৫-জি!

ফিফথ জেনারেশন অথবা ৫ও টেলিকম সার্ভিস। দেশের বিশেষ কয়েকটি শহরে নতুন বছর থেকেই মিলবে এই ৫জি পরিষেবা। একবার দেখে নেওয়া যাক কোন্ কোন্ শহরে এই ধরনের পরিষেবার সুবিধা মিলবে? সূত্রের খবর, গুরুগ্রাম, বেঙ্গালুরু, কলকাতা, মুম্বই, চণ্ডীগড়, দিল্লি, জামনগর, লখনউ, পুনে আর গান্ধীনগরে এই পরিষেবা মিলবে।



ও ক্যাপিসিটি অনেকটাই বেশি। এদিকে বিভিন্ন বেসরকারি টেলিকম সংস্থার পাশাপাশি সরকারও এই ৫জি পরিষেবার প্রসারে তৎপর। ৫ও টেকনোলজির উদ্ভূতি নিয়ে আরও গবেষণা করার উদ্যোগও নিচ্ছে একাধিক সরকারি এজেন্সি। আইআইটি বোম্বে, আইআইটি হায়দরাবাদ, আইআইটি মাদ্রাজ, আইআইটি কানপুর, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স বোঙ্গালুরু, সোসাইটি ফর

অ্যাপলিয়েড মাইক্রোগ্যেজ ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড রিসার্চ ও সেন্টার অফ এঙ্গেলোপ ইন ওয়ারলেস টেকনোলজি এই গবেষণামূলক প্রকল্পের আওতায় রয়েছে। প্রকল্পের নাম দেওয়া হয়েছে ইন্ডিজিনাস ৫জি টেস্ট বেড প্রজেক্ট। এটি শুরু হয়েছিল ২০১৮ সালে। এটি ২০২১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর শেষ হতে পারে। ডিপার্টমেন্ট অফ টেলিকম এই প্রকল্পে ফান্ডিং করছে।

## মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন খালেদা

### বিদেশে চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন না হাসিনা

**মাহুম বিল্লাহ, ঢাকা, ২৭ ডিসেম্বর** । বাংলাদেশের তিনবারের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও বিদেশী নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘনের সবচেয়ে বড় উদাহরণ হচ্ছে বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়াকে বানোয়াট মামলায় অন্যায়াভাবে সাজা দিয়ে কারারুদ্ধ করেছে। আজকে সরকার সাময়িকভাবে তার কারা মওকুফ করে তাকে বাড়ি রাখার সুযোগ দিয়েছিল। কিন্তু তিনি আজকে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন।

সোমবার ঢাকায় ‘মানবাধিকার ইস্যু এবং বাংলাদেশ ভাবমূর্তি’ শীর্ষক এক গোলটেবিল আলোচনায় এ মন্তব্য করেন তিনি। খালেদা জিয়ার মুক্তি ও চিকিৎসার প্রসঙ্গে তিনি

বলেন, আমরা আন্দোলন করছি। সারা দেশের বুদ্ধিজীবীরা দাবি করেছেন। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র দাবি ও আহ্বান করছে, বেগম খালেদা জিয়ার বিদেশে চিকিৎসা নেওয়ার জন্য সরকারের যে বাধা, সেই বাধাটা যেন তুলে নেয়া। বাধাটা কী? সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে আইনের বিষয়। আমি মনে করি, বেগম খালেদা জিয়ার বিদেশে গিয়ে চিকিৎসা নেওয়ার পথে একমাত্র বাধা হচ্ছে সরকার। আইন নয়। কারণ ৪০১ ধারায় বেগম খালেদা জিয়া আজকে যে অবস্থানে আছেন, সেখানে লেখা আছে সরকার ইচ্ছা করলে সাময়িক সাজা মওকুফ করতে পারে শর্তসহ অথবা শর্তহীন। বিএনপির শীর্ষ এই নেতা বলেন, আজকে বিএনপি চেয়ারপার্সনের স্বাস্থ্যের অবস্থা এমন যে, জনগণ ও আমাদের এত দাবির পরও একটি শর্ত উঠিয়ে দিতে পারে না। আইনের কথা বলছে।

## উদ্ধার ২৮৪ কোটি, দুবাইয়ে দু’টি বাড়ি, গ্রেফতার ব্যবসায়ী

**কানপুর, ২৭ ডিসেম্বর।** মোট ২৮৪ কোটি নগদ টাকা। দুবাইয়ে দু’টি বিলাসবহুল বাড়ি। এ ছাড়াও মুম্বই, কানপুর দিল্লি-সহ দেশের নানা জায়গায় সম্পত্তি রয়েছে তাঁর। ১২০ ঘণ্টা ধরে তল্লাশি চালানোর পর কর ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগে সোমবার গ্রেফতার করা হল কানপুরের সেই ব্যবসায়ী পীযুষ জৈনকে। মেমবারের তাঁকে আদালতে তোলা হয়। তাঁর ১৪ দিনের বিচারবিভাগীয় হেফাজত রয়েছে। কেন্দ্রীয় আয়কর দপ্তর জানিয়েছে, কোনও এক জন ব্যক্তির কাছ থেকে ইতিহাসে সব চেয়ে বেশি নগদ উদ্ধার করল আয়কর দপ্তর। এর মধ্যে পীযুষকে নিয়ে রাজনৈতিক চাপানুত্তোর শুরু হয়েছে। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের অভিযোগ, পীযুষ সমাজবাদী পার্টির ঘনিষ্ঠ। সমাজবাদী পার্টির তরফে অবশ্য পাল্টা অভিযোগ করে বলা হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী যোগীর জমানায় সব ধরনের দুর্নীতি বেড়ে গিয়েছে। কংগ্রেসও নাম না করে মোদিকে দুয়েছে। টুইটে লিখেছে, ‘উনি বলেছিলেন ৫০ দিন দাও। ৫ বছর কেটে গিয়েছে। নোটবন্দি আসলে ছিল বিপর্যয়।’ আয়কর দপ্তর সূত্রে খবর, নগদ ২৮৪ কোটি টাকা ছাড়াও হিন্দি পাওয়া গিয়েছে দেশে-বিদেশে বৃহ সম্পত্তির। যার মধ্যে কানপুর এবং কনৌজ মিলিয়ে পীযুষের সাতটি সম্পত্তি রয়েছে। মুম্বইয়ে দু’টি বাড়ি, দিল্লিতে একটি এবং দুবাইয়ে দু’টি সম্পত্তি রয়েছে। শুধু তাই নয়, তাঁর কাছ থেকে মিলেছে ৫০ কিলো সোনা এবং ৬০০ কিলো চন্দন কাঠ। সংবাদসংস্থা জানিয়েছে, মোট ১২০ ঘণ্টা ধরে তল্লাশি চালানো হয়েছে। এর পর পীযুষকে ৫০ ঘণ্টা ধরে জেরা করা হয়েছে। তার পর তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। তবে তল্লাশি এখনও শেষ হয়নি। গত সপ্তাহে পীযুষের বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়েছিল। প্রথম দিন ১৫০ কোটির নোট উদ্ধার করে আয়কর বিভাগ। কানপুরের আয়কর বিভাগ যে ছবি প্রকাশ করে, তাতে দেখা যায়, অধিকারিকেরা মাটিতে নোটের স্তূপের মধ্যে বসে মেশিনের সাহায্যে টাকা গুনছেন। মোট তিনটি টাকা গোনোর মেশিন এনে প্রায় দু’দিন ধরে টাকা গোনা হয়। একই সঙ্গে বিভিন্ন শহরে তাঁর সংস্থাতেও তল্লাশি করা হয়। কনৌজে তাঁর পৈতৃক বাড়িতে ১৮টি আলমারির হিন্দি পান তদন্তকারীরা। সেই সঙ্গে ৫০০টি চাবির থোকাও পেয়েছেন তাঁরা। সেই চাবিগুলি দিয়ে ওই

● এরপর দুইয়ের পাতায়

ফারাক রয়েছে সেটাও পরিষ্কার। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠছে, আগের মাস্কই এখন কাজ করবে? নাকি বর্তমান পরিস্থিতিতে অন্য কোনও ধরনের মাস্ক দরকার? নাকি পুরনো মাস্ককেই আরও একটু জোরদার করে নেওয়া সম্ভব? কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা? চিকিৎসকরা বলেন, এই পরিস্থিতিতে এন-৯৫ এবং এফএফপি-২ মাস্ক সবচেয়ে ভালো। সার্জিক্যাল মাস্কও খারাপ নয়। তবে সেক্ষেত্রে দুটো মাস্ক একসঙ্গে পরতে পারলে ভালো হয়। কাপড়ের

এখানে আইনের কিছু নেই। এদিকে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন খালেদা জিয়াকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে নিতে তার পরিবার যে আবেদন করেছিল, তাতে মতামত দিয়েছে আইন মন্ত্রক। সোমবার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক এ তথ্য জানিয়েছেন। আইনমন্ত্রী বলেন, আবেদনে মতামত দিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক পাঠানো হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক থেকে আবেদনটি প্রধানমন্ত্রীর দফতরে যাবে। সেখান থেকে পরে আপনারা সিদ্ধান্ত জানতে পারবেন। তবে আবেদনে কী মতামত দিয়েছেন তা তিনি বলতে রাজি হননি। গত ১৩ নভেম্বর থেকে ঢাকার এয়ারকন্ডার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন খালেদা জিয়া। বিএনপি ও তার পরিবারের পক্ষ থেকে বার বার তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশ নিয়ে আনুমতি চেয়ে সরকারের কাছে আবেদন করেছে। তবে এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে কোনো সাড়া মেলেনি। কয়েকবার প্রত্যাখ্যানের পর গত ১১ নভেম্বর খালেদা জিয়ার ভাই শামীম এক্সান্দার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আবার আবেদন করেন।

মাস্কও অনেকে ব্যবহার করেন। সেই পুরনো মাস্ক ফেলে দিয়ে রাস্তারাত

## পয়লা জানুয়ারি থেকে অনলাইনে খাবার কিনলে অত্যধিক মূল্য

**নয়াদিল্লি, ২৭ ডিসেম্বর।** পয়লা জানুয়ারি ২০২২ সাল থেকে পণ্য ও পরিষেবা করার (জিএসটি) হারে বিভিন্ন পরিবর্তন দেখা যাবে। পোশাক, টেক্সটাইল ও পাদুকাগুলির মতো পণ্যগুলিতে ১২ শতাংশ জিএসটি দিতে হবে যা আগের ৫ শতাংশ থেকে বাড়বে। এতে সাধারণ মানুষের পকেটে বিরূপ প্রভাব পড়বে। Zomato এবং Swiggy-এর মতো ই-কমার্স অপারেটররাও তাদের মাধ্যমে সরবরাহ করা রেস্টোরাঁ পরিষেবাগুলিতে জিএসটি দিতে দায়বদ্ধ থাকবে বলে জানা গিয়েছে। সিবিআইসি ১৮ নভেম্বর পরিবর্তনগুলি ঘোষণা করেছিল। প্রমাণস্বরূপ আধার কার্ড বাধ্যতামূলক। এই পদক্ষেপ, রিপোর্ট অনুযায়ী, ট্যাক্স বিরোধী ব্যবস্থা হিসাবে নেওয়া হয়েছে। আধার যাচাই না করা জিএসটি-১ এর সুবিধাকে অবরুদ্ধ করবে, যা ব্যবসায়িক রিটার্ন ফাইল করার অনুমতি দেয়। যারা ট্যাক্স দেননি তাদের জিএসটিআর-১ ফাইলিং, পাদুকা এবং টেক্সটাইল পণ্যগুলি সত্ত্ববত ব্যয়বহুল হবে। কারণ সেগুলি এখন ১২ শতাংশ জিএসটি আওতায় পড়বে। আগে এই হার ছিল ৫ শতাংশ। এর মধ্যে একটি ব্যতিক্রম তুল্য পণ্য। তাদের জিএসটি-র পুরনো হার অব্যাহত

● এরপর দুইয়ের পাতায়

## চণ্ডীগড় পুরসভা ভোটে ব্যাপক সাফল্য আপের ১৪ ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছে আপ ১২ ওয়ার্ডে জিতেছে বিজেপি

**চণ্ডীগড়, ২৭ ডিসেম্বর।** চণ্ডীগড়ে পুরসভা ভোটে ধাক্কা বিজেপির। গতবার এই পুরসভা ভোটে বিজেপি ব্যাপক সাফল্য পেয়েছিল। পাঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচনের এই পুরভোটে লড়াই করে দৃঢ়ত সাফল্য অরবিন্দ কেজরিওয়ালের নেতৃত্বাধীন আম আদমি পার্টির (আপ)। ভোটের ফল সামনে আসার পর দেখা যায় হেরে গিয়েছেন বিজেপির মেয়র। সেইসঙ্গে প্রাক্তন ডেপুটি মেয়রেরও হার হয়েছে। চণ্ডীগড় পুরসভায় ভোট হয় ৩৫টি ওয়ার্ডে। ফলাফল অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত ১৪ ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছে আপ। ১২ ওয়ার্ডে জিতেছে বিজেপি। ৮ ওয়ার্ডে জয় কংগ্রেসের। শিরোমণি অকালি দল জিতেছে ১ টি ওয়ার্ডে। এদিন সকাল ৯ টায় ভোট গণনা শুরু হয়। শুরু থেকেই আম আদমি পার্টি এগিয়ে থাকে। আপ এই প্রথ বার চণ্ডীগড় নগর নিগম নির্বাচনে লড়াই করল। ২০১৭-তে এই পুরসভার নির্বাচনে বিজেপি ২০, তাদের তৎকালীন শরিক শিরোমণি অকালি দল ১ আসনে জিতেছিল। কংগ্রেস জিতেছিল ৫ আসনে। এবার গতবারের তুলনায় কংগ্রেসের আসন

বেড়েছে। এবার মোট ৩৫ আসনের জন্য ভোটগ্রহণ করা হয়। চণ্ডীগড় পুরসভার নির্বাচনের ফলাফলে সন্তোষ ব্যক্ত করেছেন আপ নেতা তথা দিল্লির উপমুখ্যমন্ত্রী মণীষ সিসোদিয়া। তিনি বলেছেন, আমরা প্রথমবার চণ্ডীগড়ে লড়াই করেছিলাম। ভোটে যে ফল হয়েছে, তাকে স্বাগত জানাচ্ছি। এ জন্য সেখানকার ভোটার ও দলের কর্মী-সমর্থক ও নেতাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবার চণ্ডীগড় পুরসভা নির্বাচনে ৬০ শতাংশ ভোট পড়েছিল। এবার মতাদ্বিকার প্রয়োগ করেছিলেন মোট ৬ সফ ৩৩ হাজার ৪৭৫ জন ভোটার। গত নির্বাচনের তুলনায় ভোটের হার বেশি ছিল। এর আগের নির্বাচনে ৫৯.৫ শতাংশ ভোট পড়েছিল। ওই বার চণ্ডীগড়ে ২৬ ওয়ার্ড ছিল। এবার ওয়ার্ড সংখ্যা বেড়ে ২৬ থেকে হয়েছে ৩৫। চণ্ডীগড় পুরসভার ফলাফলে স্বাভাবিকভাবেই উজ্জীবিত আপ নেতা তথা দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তিনি বলেছেন, এই ভোটের ফলাফল পাঞ্জাবের ভোটে পরিবর্তনের ইঙ্গিত। আগামী বছর পাঞ্জাবে একটি নতুন সরকার ক্ষমতায় আসবে।



দিল্লির বৃহত্তর সরকারি হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসকরা নিট মেডিক্যাল পরীক্ষার পর কাউন্সিলিং-এ বার বার বিলম্বের প্রতিবাদে সুপ্রিম কোর্টের দিকে হেঁটে যাওয়ার পথে পুলিশ তাদের মারধর করে, টেনে নিয়ে আটক করেছে বলে অভিযোগ।

## মাদার টেরিজার সংস্থার সব অ্যাকাউন্ট ‘ফ্রিজ’

**কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বর।** মাদার টেরিজা প্রতিষ্ঠিত মিশনারিজ অব চ্যারিটির সব ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দিল কেন্দ্র। সূত্রের খবর, তদন্তের কথা বলেই সবক’টি অ্যাকাউন্টের আর্থিক লেন-দেন বন্ধ করার কথা জানানো হয়েছে কেন্দ্রের তরফে। যদিও কলকাতায় মাদার হাউসের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে এই খবর নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাওয়া হয়নি। আনন্দবাজার অনলাইনের পক্ষে ফোন করা হলে অপর প্রান্ত থেকে বারংবার বলা হয়, “আমরা এ নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাওয়া” খবরের সত্যাসত্য জানতে চাইলেও মন্তব্য না করার কথা বলা হয়। তবে কেন্দ্রের পদক্ষেপ নিয়ে ইতিমধ্যেই টুইট করে সমালোচনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মিশনারিজ অব চ্যারিটির খবর সামনে আসার ওজরাজের ভালোবরা শহরে ওই সংগঠনের যে হোম রয়েছে, তার

বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি টুইটারে লেখেন, ‘বৃহদিনের উৎসবের মধ্যে মাদার টেরিজার মিশনারিজ অব চ্যারিটির সব ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট কেন্দ্রীয় সরকার বন্ধ করে দিয়েছে শুনে আমি বিমিত’। এখনও পর্যন্ত এই খবর সম্পর্কে কলকাতার মাদার হাউস কোনও মন্তব্য না করলেও মমতা টুইটারে লিখেছেন, ‘মিশনারিজ অব চ্যারিটির ২২ হাজার রোগী এবং কর্মীরা খাবার এবং ওষুধ পাচ্ছেন না। আইন সবার উপরে হলেও মানবিক কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যাওয়া ঠিক নয়’। কোন তদন্তের প্রয়োজনে এমন সিদ্ধান্ত তা জানা না গেলেও সম্প্রতি গুজরাটে একটি বিতর্কে জড়ায় টেরিজার সংস্থা। ধর্মান্তরণের অভিযোগে মাদার রাজ্যে মিশনারিজ অব চ্যারিটির বিরুদ্ধে এফআইআর -ও দায়ের হয়। গুজরাটের ভাদোদরা শহরে ওই সংগঠনের যে হোম রয়েছে, তার

বিরুদ্ধে ধর্মান্তরণ ছাড়াও হিন্দু ধর্মের ভাবাবেগে আঘাত করা হয় এমন হুঁয়ার জন্য প্রলুব্ধ করা হয়ে থাকে। অভিযোগ ওঠে। তবে যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করা হয় সংগঠনের তরফে। তাদের দাবি, ওই হোমে কোনওভাবেই জোর করে কারও ধর্মান্তরণ করা হয়নি। এই অভিযোগ ওঠার পরে কলকাতায় মাদার হাউসে যোগাযোগ করা হলে আধিকারিকরা জানান, এ নিয়ে তাঁরা কিছু বলতে চান না। পাঞ্জাবের এক তরুণীকে জোর করে এক খ্রিস্টান যুবকের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার অভিযোগও উঠেছে ভাদোদরার ওই হোমের বিরুদ্ধে। স্থানীয় পুলিশ কমিশনার সমশের সিংহ জানিয়েছেন, ওই অভিযোগের ভিত্তিতে আলাদা করে তদন্ত চলছে। আর জেলা সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক অধিকারিক ময়ূক্ত ত্রিবেদীর অভিযোগ, ওই হোমে হিন্দু ধর্মের ভাবাবেগে আঘাত করা

হয়েছে এবং হোমের অল্পবয়সি মেয়েদের খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার জন্য প্রলুব্ধ করা হয়ে থাকে। গুজরাটের ধর্মীয় স্বাধীনতা আইন, ২০০৩-এর আওতায় মকরপুরা থানায় এই মর্মে অভিযোগ দায়ের করেছেন ময়ূক্ত তাঁর বক্তব্য, গত ৯ ডিসেম্বর জেলার শিশু কল্যাণ কমিটির চেয়ারম্যানের সঙ্গে ওই হোমে গিয়েছিলেন তিনি। এফআইআরে তিনি বলেছেন, সেখানে তিনি দেখেছেন হোমের মেয়েদের জোর করে খ্রিস্টানদের ধর্মীয় গ্রন্থ পড়ানো হয়, তাদের গলায় ক্রস পরতে বলা হয় এবং তাদের খ্রিস্টানদের প্রাণনীয় অংশ নিতেও বলা হয়। ময়ূক্তের আরও অভিযোগ, হিন্দু মেয়েদের আয়ত খাবারও খেতে দেওয়া হয় ওই হোমে। তাঁর বক্তব্য, এ ভাবেই প্রকরাণ্ডের মিশনারিজ অব চ্যারিটি কর্তৃপক্ষ হোমের মেয়েদের জোর

● এরপর দুইয়ের পাতায়

### লাইফ স্টাইল

## ওমিক্রন বাড়ছে, কেমন মাস্ক পরবেন এই সময়ে

ওমিক্রন সংক্রমণের হার দ্রুত বাড়ছে। এর থেকে বাঁচার উপায় কী? কেউই সঠিক ভাবে এর উত্তর দিতে পারছেন না। তবে বিজ্ঞানী থেকে চিকিৎসক সকলেই আগের মতোই জোর দিচ্ছেন মাস্ক পরায়। প্রাধানমন্ত্রীও হালে মাস্ক পরার বিষয়ে সকলকে সচেতন হতে বলেছেন। ওমিক্রন সংক্রমণে আটকানোর জন্য মাস্ক যে অন্যতম হাতিয়ার হয়ে উঠছে, তা স্পষ্ট টের পাওয়া যাচ্ছে সকলের কথা থেকেই। কিন্তু করোনার অন্য রূপ এবং ওমিক্রনের মধ্যে আন

ফারাক রয়েছে সেটাও পরিষ্কার। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠছে, আগের মাস্কই এখন কাজ করবে? নাকি বর্তমান পরিস্থিতিতে অন্য কোনও ধরনের মাস্ক দরকার? নাকি পুরনো মাস্ককেই আরও একটু জোরদার করে নেওয়া সম্ভব? কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা? চিকিৎসকরা বলেন, এই পরিস্থিতিতে এন-৯৫ এবং এফএফপি-২ মাস্ক সবচেয়ে ভালো। সার্জিক্যাল মাস্কও খারাপ নয়। তবে সেক্ষেত্রে দুটো মাস্ক একসঙ্গে পরতে পারলে ভালো হয়। কাপড়ের



মাস্কও অনেকে ব্যবহার করেন। সেই পুরনো মাস্ক ফেলে দিয়ে রাস্তারাত

মাস্ক একসঙ্গে পরুন। একটা কাপড়ের মাস্কের সঙ্গে একটা সার্জিক্যাল মাস্ক পরুন। তবে মাস্কের গুণমানের চেয়ে চিকিৎসক এবং বিজ্ঞানীরা বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন, মাস্ক কীভাবে পরতে হবে, তার ওপর। এক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখার কথা বলছেন তাঁরা: খোলা এবং পরার সময়ে মাস্কের দড়ি দুটো ধরুন। মাঝে হাত ধোবেন না। ওত মিশ্রন অত্যন্ত দ্রুত ছড়ায়। অল্পেই সংক্রমণ ছড়াতে পারে। প্রতি বার ব্যবহারের পরেই মাস্ক ধুয়ে নিন।

প্রতি বার ব্যবহারের পরেই সার্জিক্যাল মাস্ক ফেলে দিন। এন-৯৫ এবং এফএফপি-২ মাস্ক ব্যবহার হয়ে গেলে ফেলে দেওয়ার আগে সেগুলো ছিঁড়ে বা কেঁটে ফেলুন। না হলে সেগুলো আবার কেউ ব্যবহার করতে পারেন। মাস্কে স্যানিটাইজার লাগাবেন না। অন্যের মাস্ক ব্যবহার করবেন না। ওত দিন না ওমিক্রনকে আটকানো যাচ্ছে, তত দিন পর্যন্ত এই নিয়মগুলোই মেনে চলার নির্দেশ দিচ্ছেন চিকিৎসকরা।



# দীর্ঘদিন পর প্রথম ডিভিশনে ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বরঃ এক-দুই বছর নয়, প্রায় ৩৫ বছর পর ফের প্রথম ডিভিশনে উঠলো ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন। শহরের ফুটবল ইতিহাসে বেশ বড় জাগগা দখল করে আছে এই ক্লাব। শহরের ফুটবল সংস্কৃতি তৈরিতেও এই ক্লাবের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সেই ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন একটা সময় তার রমরমা হারিয়ে ফেলেছিল। প্রথম দিকে টিএফএ পরিচালিত একটি লিগ হতো। যখন থেকে ডিভিশন প্রথা চালু হলো তারপর থেকেই তাদের রমরমা হারিয়ে গিয়েছিল। এরপর শুরু হলো প্রথম ডিভিশনে উঠার চেষ্টা। মাঝে তৃতীয় ডিভিশনেও নেমে যেতে হয়েছিল। কিছু পুরাতন ফুটবল পাগল ব্যক্তি কখনই ময়দান থেকে ক্লাবকে সরে যেতে দেয়নি। ধনী ক্লাব নয়, তারপরও নিজেদের সাধ্য অনুযায়ী প্রত্যেক বছরই দল গঠন করে এসেছে। তারই ফল পেলো এবার। যদিও নিশ্চিত নয় তবু অধিকাংশ ফুটবল বিশেষজ্ঞরা স্মৃতি মছন করে



বলেছেন যে, প্রায় ৩৫ বছর পর ফের প্রথম ডিভিশনে উঠলো এই ক্লাবটি। অনেকেই বলছেন যে, ১৯৮৬ সালে শেষবার প্রথম ডিভিশনে খেলেছিল। ওই ফুটবল পাগল ব্যক্তিদের স্বপ্ন অবশেষে সফল হলো। সোমবার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন এবং মৌচাক ক্লাব মুখোমুখি হয়। ম্যাচ ড্র করলেই খেতাব চলে

আসতো মৌচাক ক্লাবের ঘরে। অন্যদিকে, ফ্রেণ্ডস ইউনিয়নের কাছে ছিল ডু-অর-ডাই ম্যাচ। অর্থাৎ জিততেই হবে। এই পরিস্থিতিতে বাজিমাত করলো ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন-ই। দুই সেরা দলই শেষ লড়াইয়ে টিকে গিয়েছিল। দুর্ভাগ্য মৌচাক ক্লাবের। এদিন পরাজয়ের ফলে সুবিধা হয়ে যায় নবোদয় সংঘ-র। কেশব সংঘ-র বিরুদ্ধে

ওয়াকওভার পাওয়ার পর এদিন কল্যাণ সমিতি-কেও হারিয়ে দ্বিতীয় স্থান দখল করে নিলো। মৌচাক পায় তৃতীয় স্থান। এদিন উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে ম্যাচের ৬১ মিনিটে ফ্রেণ্ডস ইউনিয়নের হয়ে জয়সূচক গোলটি করে সালকাহাম জমতিয়া। ম্যাচটি বেশ উভোগো হয়। আগের ম্যাচগুলিতে অঙ্ক কষে

●এরপর দুইয়ের পাভায়

৮১ রানে

অলআউট

অনূর্ধ্ব ১৯ দল

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বরঃ ব্যাটিং ব্যর্থতার ধারা অব্যাহত রইলো। কোচবিহার টুফির শেষ ম্যাচে উত্তরাঞ্চলের বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব ১৯ দলের প্রথম ইনিংস শেষ হলো মাত্র ৮১ রানে। অর্থাৎ প্রথম দিনেই স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, আরও একটি পরাজয় ব্রেফ সময়ের অপেক্ষা। গোটা আসর জুড়ে ব্যাটসম্যানরা ভয়ঙ্কর ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। এরই মাঝে কিছুটা ধারাবাহিক দলনায়ক আনন্দ ভৌমিক। আনন্দ কিছুটা রান পেলে দল অন্তত ১৫০-র কাছাকাছি রান করতে পারে। কিন্তু এই ব্যাটসম্যানটি ব্যর্থ হলে দলের হাল কি হতে পারে সেটিই এদিন দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে বোঝা গেলো। প্রথম বলেই আউট হয়ে ফিরে যায়

●এরপর দুইয়ের পাভায়

বড় জয় পেলো

ডিসিসিসি

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বরঃ অনূর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেটে বড় জয় পেলো ধর্মনগর ক্রিকেট কোচিং সেন্টার (এ)। তারা ২০২ রানে পরাস্ত করলো নবরূপ সংঘ-কে। বিবিআই মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে টসে জিতে ডিসিসিসি ৪০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ২৪২ রান করে। দলের হয়ে বাইখাং রিয়াং ৮৯, রোহন মজুমদার ৪১ এবং জ্যাক মাল্যাকার ৩৯ রান করে। নবরূপ সংঘ-র হয়ে রসন শর্মানি ২টি উইকেট নেয়। জ্বাবে ব্যাট করতে নেমে নবরূপ সংঘ মাত্র ৪০ রান করতে সক্ষম হয়। বিসিসিসি-র হয়ে তমাল পাল ৯ রানে ৪টি উইকেট তুলে নেয়। এছাড়া জ্যাক মাল্যাকার ও বাইখাং রিয়াং নেয় ২টি করে উইকেট ও তৃতীয় স্থান ক্রিকেটার হয়েছে বাইখাং রিয়াং।

## ফ্লপ শো-তে পরিণত যুব উৎসব

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৭ ডিসেম্বরঃ নামে যুব উৎসব হলেও বাস্তবে যুব উৎসবের আমেজ উপভোগ করতে পারেনি দক্ষিণ জেলার মানুষ। এককথায় ফ্লপ শো-তে পরিণত হয়েছে যুব উৎসব। জেলা ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতরের অপর্যাপ্ততার কারণে জেলা প্রতিভাবান যুবক-যুবতিরা তাদের দক্ষতার প্রদর্শন করতে পারলো না। দক্ষিণ জেলাভিত্তিক যুব উৎসব হলেও অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত কম। সোমবার বিলোনিয়া টাউন হলে এই যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ফাঁকা

ছিল দর্শক আসন। যা দেখে উদ্বেগ প্রকাশ করেন বিলোনিয়া পুর পরিষদের চেয়ারম্যান। এদিন দুপুরে যুব উৎসবের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন পুর পরিষদের চেয়ারম্যান নিখিল গোপ। এছাড়া ছিলেন জেলার ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতরের আধিকারিক রীতেশ শীল, স্ব্যামুখ পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান বকুল রানি দেবনাথ, জেলা পরিষদের সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া বিষয়ক কমিটির সভাপতি স্বপ্না মজুমদার সহ অন্যান্যরা। মহকুমাভিত্তিক যুব উৎসব ব্যর্থ হয়েছে। আর এদিন জেলাভিত্তিক উৎসব রীতিমত

কলঙ্কিত হলো। অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা এতটা কম হওয়ার মূল কারণ হলো, ঠিকভাবে প্রচার করতে ব্যর্থ জেলার ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতর। দফতরের গাফিলতির পাশাপাশি অসাংস্কৃতিক ব্যক্তিদের দ্বারা বিলোনিয়ার সাংস্কৃতিক জগৎ পরিচালিত হওয়াও এর অন্যতম কারণ বলে মনে করা হচ্ছে। বিলোনিয়া, সার্বমং এবং শান্তিরবাজার এই তিন মহকুমা থেকে ১১টি ইন্ডেন্টে মাত্র ১০৫ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। এই পরিসংখ্যানেই স্পষ্ট যে, দক্ষিণ জেলার যুব উৎসব এককথায় একটা ফ্লপ শো।

## আন্তর্জাতিক যোগায় সাফল্য পেলো আসরফ



প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৭ ডিসেম্বরঃ দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক যোগা প্রতিযোগিতার এক্সক্লুসিভ বিভাগে প্রথম স্থান পেলো কৈলাসহরের ৬০ বছরের আসরফ আলি ও ২১ বছরের তাহিরা আহমেদ। একই সাথে রিদমিক যোগায় ১৫ উর্ধ্ব বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অর্জে তাহিরা ও তৃতীয় স্থান পেয়েছে আগরতলার শোলাঙ্কি

বনিক। গত ১০ ডিসেম্বর প্রতিযোগিতার ফল ঘোষণা হয়। কলকাতায় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হয়। ১৯ নভেম্বর থেকে ৫ ডিসেম্বর অনলাইন যোগায় অংশ নেয় এই প্রতিযোগীরা। এই অনলাইন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ভারত সহ ১৫টি দেশের ১২০০ প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। এক্সক্লুসিভ যোগায় যোগাতেই সমস্ত রোজের নিরাময় সম্ভব বলে জানিয়েছেন আসরফ।

কৈলাসহর প্রেস ক্লাবে আসরফ সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তার সাফল্যের তথ্য তুলে ধরেন। প্রতিটি মানুষের সুস্বাস্থ্য ও শরীর সতেজ রাখার জন্য যোগার প্রয়োজন রয়েছে। শরীর খারাপ হলে প্রথমে ওষুধের কথা মনে আসে। কিন্তু নিয়মিত যোগার অভ্যাস থাকলে যোগাতেই সমস্ত রোগের নিরাময় সম্ভব বলে জানিয়েছেন আসরফ।

## ক্যারাটে-তে সাফল্য পেলো বিপ্রজিৎ

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বরঃ চতুর্থ শটকান আন্তর্জাতিক ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব ৮ বিভাগে ১টি স্বর্ণ এবং ১টি ব্রোঞ্জপদক দখল করে রাজ্যের বিপ্রজিৎ দাস। দুই দিনব্যাপী আসর হয় রাজস্থানের উদয়পুরে। মোট ১৪টি দেশের খেলোয়াড়রা এতে অংশগ্রহণ করে। পূর্বোত্তরের একমাত্র বিপ্রজিৎ-ই এতে সুযোগ পায়। ফাইনে স্বর্ণ এবং কাতাতে ব্রোঞ্জপদক পায় বিপ্রজিৎ। ২০২০-এ মুম্বাইয়ে একটি আন্তর্জাতিক আসরে অংশগ্রহণ করেও স্বর্ণপদক পেয়েছিল বিপ্রজিৎ। আরও একবার আন্তর্জাতিক আসরে সাফল্য পেলো। স্বভাবতই খুশি রাজ্যের ক্রীড়া মহল।

## দীপ-র শতরানে জয়ী মর্ডান

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বরঃ দীপ দে-র বিস্ফোরক শতরানের সৌজন্যে সহজ জয় পেলো মর্ডান সিএ। টিসিএ পরিচালিত সদর অনূর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেটে সোমবার তারা ১৪৭ রানে হারালো জুটমিল-কে। টানা দ্বিতীয় শতরান করলো দীপ। মূলতঃ তার দুরন্ত ব্যাটিং-ই মর্ডান-র জয়ের রাস্তা মসৃণ করে দেয়। প্রথমে বাট করতে নেমে ৪০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ২৪০ রান করে মর্ডান। মাত্র ৭৮ বলে ১১৪ রান

●এরপর দুইয়ের পাভায়

লড়াই করে

জিতলো জিবি

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বরঃ সদর অনূর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেটে লড়াই করে জিতলো জিবি পিসি। নরসিংপুর পঞ্চায়েত মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে জিবি পিসি ৮ রানে পরাস্ত করলো কর্ণেল সিসি-কে। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে সমরান্ড পাল-র ৭৮ রানের সৌজন্যে ৪০ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ১৬৯ রান করে জিবি। জ্বাবে ব্যাট করতে নেমে ১৬১ রানে খেমে যায় কর্ণেল সিসি-র ইনিংস। অঙ্ক রায় ভৌমিক ৫৩ রান করে। জিবি পিসি-র হয়ে উদয়ন পাল এবং সমরান্ড পাল ২টি করে উইকেট নেয়।

# আধুনিক ক্রিকেট মাঠ ডানা মেলছে

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৭ ডিসেম্বরঃ ধর্মনগরের ক্রিকেটপ্রেমীদের স্বপ্ন সত্যি হওয়ার পথে। তাদের দীর্ঘদিনের আশা পূরণ হতে চলেছে। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী মাসেই উদ্বোধন হতে চলেছে একটি আধুনিক ক্রিকেট মাঠের। দীর্ঘ রাজনৈতিক টানাপোড়েনের পর অবশেষ এই মাঠ ডানা মেলার পথে। রাজ্যের

জন্ম জন্ম বরাদ্দ করেছিল। কিন্তু এরপর আর কাজ এগোয়নি। অবশেষে সাত বছর পর অর্থাৎ ২০১২ সালে বিধানসভা ভোটের প্রাক্কালে এই মাঠে একটি ক্লাব হাউস তৈরি হয়েছিল। বেশ ঘট করে তার উদ্বোধনও হয়েছিল। বলা হয়েছিল, খুব দ্রুতই এই মাঠের কাজ শেষ হবে। যদিও যেখানে কাজ শেষ হয়েছিল

দস্ত-কে। তাকে টিসিএ-র অ্যাপেক্স কাউন্সিলের সদস্যও করা হয়। তিনিই উদ্যোগ নিয়ে টিসিএ-র সভাপতি মানিক সাহা এবং যুগ্মসচিব কিশোর দাস-র সহায়তায় পুনরায় এই মাঠ গড়ে তোলার কাজে হাত লাগান। তাদের মিলিত চেষ্টার ফলে আজ ডানা মেলছে এই অপূর্ব সুন্দর ক্রিকেট মাঠ। বন্ধ হয়ে গেছে অর্থ নয়-ছয়। ফলে



ক্রিকেটে ধর্মনগর বেশ উন্নতি করেছে। তবে সমস্যা হলো, এখানে ক্রিকেটিয় পরিকাঠামো অত্যন্ত নিম্নমানের। সেই অর্থে একটি আদর্শ ক্রিকেট মাঠ নেই। যেসব মাঠে ক্রিকেট হয় সেগুলি শুধু ক্রিকেটের জন্য নয়, সার্বজনীন মাঠ। ২০০৭ সালে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার বেশ ঘট করে ধর্মনগরে একটি ক্রিকেট মাঠের

সেখানেই পড়েছিল দীর্ঘদিন। ক্লাব হাউস দখল করে নেয় নিশিকুটুম্বর। তাদের মুজাফল্লে পরিণত হয় ক্লাব হাউসটি। ক্লাব হাউসের চতুর্দিক জঙ্গলে পরিণত হয়। জঙ্গ-জানোয়ারের বাসস্থান হয়ে উঠে। অবশেষে ২০১৯-এ ধর্মনগর ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের নতুন কমিটি গঠিত হয়। কমিটিতে স্থান দেওয়া হয় মহকুমার গর্ববালু

দিবরাত্রি চলেছে কাজ। মাঠে মোট ৭টি পিচ তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া তৈরি হয়েছে তিনটি অনুশীলনের পিচ। খুব সম্ভবত জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে টিসিএ এই মাঠটি ধর্মনগর ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের হাতে তুলে দেবে। ধর্মনগরের ক্রিকেট নিঃসন্দেহে অনেক এগিয়ে যাবে এই মাঠটি তৈরি হলে।

## বিলোনিয়ায় খুদেদের ক্রিকেটে জয়ী বিজিইএমএস, সাড়াসীমা

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বরঃ বিলোনিয়ায় অনূর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেটে সোমবার দুইটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। বিজিইএমএস এবং সাড়াসীমা স্কুল জয়ী হয়েছে। বিদ্যাপীঠ মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে টসে জিতে বিজিইএমএস প্রথমে আমজানগর স্কুলকে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানায়। তবে আমজানগরদের ব্যাটসম্যানরা মোটেই সুবিধা করতে পারেনি। ২৪.১ ওভারে ৪৬ রানে শেষ হয় তাদের ইনিংস। বিজিইএমএস-র হয়ে দীপজয় রায় ৪ রানে ৪টি উইকেট তুলে নেয়। এছাড়া শুভম দাস, সন্দীপন চক্রবর্তী, মানিক সরকার নেয় ২টি উইকেট। জ্বাবে ব্যাট করতে নেমে বিজিইএমএস ১৪ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে জয় তুলে নেয়। ৫ উইকেটে জয় পায় তারা। বিজিত দলের হয়ে সাজ্জাদ হোসেন ৪টি উইকেট পায়। অন্যদিকে, এনবি

খাউন্ডে অনুষ্ঠিত অপর ম্যাচে সাড়াসীমা স্কুল উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচে ১ উইকেটে পরাস্ত করে আর্থ্য কলোনি স্কুলকে। টসে জিতে সাড়াসীমা প্রথমে আর্থ্য কলোনিকে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানায়। ২৮ ওভারে সবকয়টি উইকেট হারিয়ে আর্থ্য কলোনি করে ৭৮ রান। পরবর্তী ২৩ রান করে জয় বিশ্বাস। সাড়াসীমা-র হয়ে সাজ্জাদ হোসেন মজুমদার ৩টি উইকেট তুলে নেয়। জ্বাবে ব্যাট করতে নেমে সাড়াসীমা ২৭.৩ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌছায়। কবীর মিঞা ২৩ রানে অপরাজিত থাকে। বিজিত দলের হয়ে রক্তিম সাহা ৩টি উইকেট তুলে নেয়।

আরও খেলার  
খবর ৩-এর  
পাতায়

# মহিলা ক্রিকেটের নামে প্রহসনের অভিযোগ

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বরঃ খরোয়া আসরগুলি পরিচালনায় অক্ষম টিসিএ। ক্রিকেটপ্রেমীদের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিতে আমন্ত্রণমূলক ক্রিকেট শুরু করেছে টিসিএ। যা টিসিএ-র ইতিহাসে নজিরবিহীন ঘটনা। মহিলা ক্রিকেটের নামে যা শুরু হয়েছে সেটা আরও বড় মাপের নজিরবিহীন ঘটনা হবে বলে আশঙ্কা। রাজ্যে মহিলা ক্রিকেটের চর্চা মূলতঃ হাতে-গোনা কয়েকটি মহকুমায় সীমাবদ্ধ। সেই অর্থে সদর ছাড়া অন্য কোন মহকুমায় সারা বছর মহিলা ক্রিকেটারদের অনুশীলনেরও কোন ব্যবস্থা নেই। কোচ, ফিজিও বা ট্রেনার কোন কিছুই নেই। মূলতঃ ক্রিকেট মরশুম এলে বাড়ি বাড়ি ঘুরে মেয়েদের অনুরোধ করে ক্রিকেট মাঠে নিয়ে আসা হয়। চার-পাঁচ দিন অনুশীলন করিয়ে তাদের মাঠে নামিয়ে দেওয়া হয়। সোমবার থেকে এমবিবি এবং পিটিএজি-তে মহিলাদের আমন্ত্রণমূলক টুর্নামেন্ট-২০ ক্রিকেট শুরু হচ্ছে। শুরুতেই রাজ্যের মহিলা ক্রিকেটের নৈনদশা আরও একবার প্রকট হলো। রাজ্য জুড়ে মহিলা ক্রিকেটের প্রসারে কিংবা প্রতিভা তুলে আনার ক্ষেত্রে কোন ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করা হয়নি। অথচ নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে আমন্ত্রণমূলক ক্রিকেটে এমন সব মেয়েদের নামিয়ে দেওয়া হলো যারা এখনও খেলাটাই শিখতে পারেনি। ফলে প্রথম দিনেই বোঝা যাচ্ছে, এই আসর কতটা প্রহসনমূলক হবে। পিটিএজি-তে একটি ম্যাচে মুখোমুখি হয় খোয়াই এবং আগরতলা কোচিং সেন্টার। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ২০ ওভারে ১ উইকেট হারিয়ে ২৭৯ রান করে খোয়াই। অনামিকা দাস ৭০ বলে ১০২ রান করে। অন্যদিকে, প্রিয়া সুব্রহ্মণ্য ৭২ এবং দেবদাটা দেব ৫০ রান করে। জ্বাবে ব্যাট করতে নামে আগরতলা কোচিং সেন্টার।

তাদের স্কোর কার্ডের দিকে চোখ রাখলে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। পুরো ২০ ওভার ব্যাটিং করে তাদের সংগ্রহ ১৩ রান। ২৬৬ রানে ম্যাচটি জিতে নেয় খোয়াই। পিটিএজি-তে অপর একটি ম্যাচে ক্রিকেট অনুরাগী ৯৬ রানে হারায় বিলোনিয়াকে। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে অনুরাগী ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ১৭০ রান করে। ঝুমকি দেবনাথ ৮৪ এবং তানিশা দাস ২৯ রান করে। জ্বাবে বিলোনিয়া ২০ ওভারে করে ৬

উইকেটে ৭৪। বনশ্রী সরকার ৪২ রান করে। এমবিবি-তে আরও একবার ১৩-র মতো বিপর্যয়ের মুখে পড়ে জুটমিল। ক্রিকেট ময়দানে পদাধিপতির ম্যাচে বেশ সহজ জয় তুলে নিলো এগিয়ে চল সংঘ। প্রতিপক্ষ জুটমিল যে এত দুর্বল সেটা তাদের জন্য ছিল না। ফলে সহজ জয় পেয়ে পা রাখতে সক্ষম হলো এগিয়ে চল সংঘ। জুটমিল প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ১৫.২ ওভারে মাত্র ১৩ রান করে। এরপর এগিয়ে

চল সংঘ ১ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌছে যায়। এমবিবি-তে অপর একটি ম্যাচে অবশ্য শান্তিরবাজার এবং চাম্পামুড়ার মাঠে ক্রিকেটের নামে প্রহসন ঘটবে। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে শান্তিরবাজার ৯১ রান করে। সুপ্রিয়া দাস ২৮ এবং প্রিয়াঙ্কা নোয়াতিয়া ২২ রান করে। জ্বাবে ব্যাট করতে নেমে ইন্দ্ররানি জমতিয়া-র ৫৮ রানের সুবাদে ১ উইকেট হারিয়ে জয় তুলে নেয় চাম্পামুড়া।

# এনএসআরসিসি-তে চলছে অর্থ লুটের রাজত্বঃ অভিযোগ

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বরঃ রাজ্য যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দফতরের টাকায় তৈরি এবং রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদের অধীনে থাকা এনএসআরসিসি-র বিভিন্ন সরকারি সম্পত্তি এবং হোস্টেল ভাড়া দিয়ে যে টাকা সরকারি কোষাগারে জমা পড়ে সেই টাকার পরিমাণ নিয়ে রীতিমত সন্দেহ এবং বড় ধরনের আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ উঠছে। জানা গেছে, এনএসআরসিসি-র জিমন্যাসিয়াম সহ বিভিন্ন হল, ইন্ডোর স্টেডিয়াম এবং হোস্টেলের ক্ষেত্রে কত টাকা ভাড়া তা ক্রীড়া দফতর থেকে ধার্য করা আছে। যদিও এই সমস্ত সরকারি সম্পত্তির পরিচালনায় রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদ এনএসআরসিসি থেকে যা আয় হয় তা অবশ্য ক্রীড়া পর্ষদের সরকারি তহবিলে জমা পড়ে। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে, রাজ্য সরকার বন্মের পর এনএসআরসিসি-র সরকারি সম্পত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি হলেও ক্রীড়া পর্ষদের তহবিলে নাকি সেই পরিমাণ টাকা ভাড়া জমা পড়ছে না। ক্রীড়া মহলের দাবি, প্রতিদিনই

এনএসআরসিসি-তে এখন নানা অনুষ্ঠান হয়। পাশাপাশি এনএসআরসিসি-র হোস্টেলে আবাসিকদের ভিড়। কিন্তু ক্রীড়া পর্ষদ সূত্রে যা ধরার তাতে নাকি ভাড়া বাবদ তেমন টাকা ক্রীড়া পর্ষদে জমা পড়ছে না। অভিযোগ, গত কয়েক বছর ধরেই নাকি এনএসআরসিসি-র ভাড়া বাবদ টাকা সেভাবে ক্রীড়া পর্ষদে জমা পড়ছে না। তেমনি হোস্টেলের ভাড়া। ক্রীড়া মহলের দাবি, প্রতি মাসে কয়েক লক্ষ টাকা বাস্তবে টাকার পরিমাণ নাকি কম। এখানেই ক্রীড়া মহলের সন্দেহ যে, ক্রীড়া পর্ষদের তহবিলে টাকা জমা না দিয়ে হয়তো কোন একটা চক্র ওই টাকা গায়েব করে দিচ্ছে। কয়েকজন ক্রীড়া সংগঠক বলেন, তারা যখন বিভিন্ন খেলার জন্য এনএসআরসিসি ব্যবহারের জন্য আবেদন করেন তখন তাদের ভাড়া বাবদ মোট টাকার কথা বলা হয়। অনেক সময় প্রয়োজনীয় টাকা দিয়েই হল ভাড়া বা হোস্টেল ভাড়া নিতে হয়। কিন্তু তারপরও তাদের কাছে খবর হচ্ছে যে, ক্রীড়া পর্ষদে নাকি অনেক

টাকাই জমা পড়ে না। অভিযোগ, অনেক সময় নাকি রাতে বাইরের লোকজন এনএসআরসিসি-তে থাকেন বা এনএসআরসিসি ব্যবহার করেন। কিন্তু কাগজপত্রে নাকি তাদের কোন কিছু থাকে না। সুতরাং এখানে বড় ধরনের আর্থিক দুর্নীতি হতে পারে। সন্ধ্যার পর নাকি এনএসআরসিসি-তে অনেক সময় আসরও বসে। এতে ক্রীড়া পর্ষদ এবং ক্রীড়া দফতরের কেউ কেউ যুক্ত থাকেন। এছাড়া অভিযোগ, এনএসআরসিসি-র জিমন্যাস্ট্রিক এবং ইন্ডোর হলের রুম ব্যবহার করে কেউ কেউ নাকি কখনও জন্মদিন, কখনও বিবাহবার্ষিকী-র অনুষ্ঠান করেন। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে নাকি কোন ভাড়া দেওয়া হয় না। ক্রীড়া পর্ষদের এক কর্তার মৌখিক তথ্য ক্রীড়া পর্ষদের চেয়ারম্যানের উচিত গত ৩-৪ বছরের এনএসআরসিসি-র ভাড়া সংক্রান্ত সমস্ত নথিপত্র এবং রেজিস্ট্রার যাচাই করে পুরো ঘটনার সঠিক সরকারি তদন্তের নির্দেশ দেওয়া।

# মুখ্যমন্ত্রীর অনুরোধ সত্ত্বেও কোন জেলায় নতুন ক্রিকেট মাঠ হয়নি

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বরঃ ৫ বাম আমলের স্বর্ধ চিহ্ন এবং বিতর্কিত নরসিংগড় চিহ্ন ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের নির্মায়মাগ ক্রিকেট স্টেডিয়াম নিয়ে কি কোন বড় ধরনের আর্থিক অনিয়মের সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে? জানা গেছে, ২০১৮ বিধানসভা নির্বাচনের আগে ২০১৭ সালের আগস্ট মাসে তড়িৎদ্রি নরসিংগড় ত্রিআইটি মাঠে টিসিএ-র প্রায় তিনশো কোটি টাকার ক্রিকেট স্টেডিয়ামের শিলান্যাস করা হয়। অভিযোগ, ভোটের প্রচারের জন্য বিতর্কিত ক্রিকেট স্টেডিয়ামের কাজ শুরু করা হয়। পরে সরকার বন্মের পর প্রশাসক এবং প্রশাসক কমিটি ক্রিকেট স্টেডিয়ামের দিকে যাননি কেননা তাদের মনে হয়েছে, এক স্টেডিয়ামের জন্য যদি তিনশো কোটি টাকা খরচ করা হয় তাহলে টিসিএ-র তহবিল যেমন ফাঁকা হয়ে

যাবে তেমনি রাজ্য ক্রিকেটে এক প্রকার অন্ধকার নেমে আসবে। জানা গেছে, ২০১৯ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর টিসিএ-র বর্তমান কমিটি ক্ষমতায় আসার পরই নাকি স্টেডিয়াম নিয়ে অন্য খেলা শুরু। প্রথম বছর ২৫ কোটি এবং এই বছর ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয় স্টেডিয়ামের জন্য। শোনা যাচ্ছে, এই ৭৫ কোটি টাকার অতিরিক্ত আরও টাকা নাকি বরাদ্দ করার পরিকল্পনা হচ্ছে। যেহেতু বর্তমান কমিটির মেয়াদ আর মাত্র ৯ মাস তাই আগামী অর্থ বছরে স্টেডিয়ামের জন্য অতিরিক্ত একশো কোটি টাকা বরাদ্দ করে তা ঠিকাদার কোম্পানির হাতে তুলে দেওয়ার নাকি পরিকল্পনা রয়েছে। জানা গেছে, যদি ১৭৫ কোটি টাকা তিন বছরের এই কমিটি টিসিএ থেকে এক স্টেডিয়ামের নামে বের করে নিতে পারে তাহলে এতে অনেকেই লাভবান হতে পারে। তবে

প্রশ্ন অন্য জায়গায়। বর্তমান সময়ে ক্রিকেট মাঠের ভীষণ অভাব। যেখানে টিসিএ-র অবিলম্বে মাঠ দরকার সেখানে কি না শত কোটি টাকার পরিকল্পনা। এছাড়া দুই সিজন ধরে ক্লাব ক্রিকেট বন্ধ। তিন সিজন ধরে রাজ্যভিত্তিক সিনিয়র ক্রিকেট বন্ধ। টাকার অভাবে ক্লাব ও মহকুমাগুলি ভুগছে। কিন্তু এখানে টিসিএ-র কোন ভূমিকা না থাকলেও টিআইটি মাঠের স্টেডিয়ামের নামে নাকি নতুন করে একশো কোটি টাকা বরাদ্দ করার কথা হচ্ছে। প্রশ্ন হচ্ছে, ত্রিপুরার মতো একটা রাজ্যে ৩০০ কোটি টাকা খরচ করে তাও ক্রিকেটের টাকা এখনই স্টেডিয়াম কতটা দরকার? যেখানে তিনশো কোটি টাকায় ৩০টি ক্রিকেট মাঠ এরাডো হতে পারে। ত্রিপুরায় এখন দরকার একাধিক ক্রিকেট মাঠ। দুই বছর আগে টিসিএ-র বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানেও মুখ্যমন্ত্রী

বলেছিলেন যে, তিনশো কোটি টাকা খরচ করে একটি ক্রিকেট স্টেডিয়াম গড়ার চেয়ে প্রতিটি ক্রিকেট মাঠ তৈরি তো দূরের কথা পুরোনো মাঠগুলি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এছাড়া মুখ্যমন্ত্রীর অনুরোধ সত্ত্বেও গত দুই বছরে একটি জেলাতেও ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করা হয়নি। তবে ঘটনা হচ্ছে, এই এক স্টেডিয়াম করতে গিয়ে কিন্তু টিসিএ-র তহবিল যেমন ফাঁকা হবে তেমনি রাজ্য ক্রিকেটে পুরোপুরি অন্ধকার নেমে আসতে পারে।



📞 9436940366

**বিয়ের ফার্নিচারের বিপুল সম্ভার**

# BAPPIRAJ FURNITURE

Highest display & Biggest Furniture Shopping Mall of Tripura

📍 Near Old Central Jail, Agartala & Dhajanagar, Udaipur

## শ্যাম সুন্দরের শুভ বিবাহ উৎসব



গ্রেস রিলিজ, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর।। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স'র উদ্যোগে শুরু হচ্ছে 'শুভ বিবাহ উৎসব'। ১ থেকে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে উৎসব। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স'র উদ্যোগে 'শুভ বিবাহ উৎসব' হল ঐতিহ্যময় ভারতীয় বিবাহের বর্ণাঢ্য এক উদ্‌যাপন। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের আগরতলার শোরুম ২০০৯ সালে প্রথম সূচনা হয়েছিল এর অনুষ্ঠানের। তারপর কলকাতার প্রধান প্রধান হাউজিং সোসাইটি এবং নাম করা সব ক্লাবে উপস্থাপিত হয়েছিল এই আনন্দময় অনুষ্ঠান। সেই থেকে, এই অনুষ্ঠান বিভিন্ন জায়গায় আপন স্বরূপে প্রকাশিত হয়েই চলেছে। মূল লক্ষ্য হল, যে বিবাহ অনুষ্ঠানকে ঘিরে মানুষের এত কল্পনা - এত স্বপ্ন - এত উদ্‌যাপন, ঐতিহ্যময় সেই বিবাহ অনুষ্ঠানকে পরতে পরতে মানুষের সামনে মেলে ধরা - সবাইকে তার আনন্দের শরিক করে তোলা এবং

এর মধ্যে দিয়ে বিবাহ অনুষ্ঠানের জন্য বিশেষ অফার এবং মনকাড়া অলংকার সংগ্রহ ক্রেতাদের কাছে তুলে ধরা এ বছরের 'শুভ বিবাহ উৎসব' আয়োজনের সূচনা হয় শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স'র উদ্যোগে সদ্য অনুষ্ঠিত 'শারদ সুন্দরী ২০২১'-র বিজয়ীদের জনসমক্ষে তুলে ধরার মাধ্যমে। তাছাড়া সোনার ও হিরের বিয়ের নতুন ডিজাইনের গয়নার বিশেষ সম্ভার এ বছর ক্রেতাদের জন্য বানানো হয়েছে। এ বছরের ক্রেতাদের সতাই উৎসবমুখর করে তোলার জন্য বিশেষ অফার এবং ড্র-এর আয়োজন করা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে ৪০ শতাংশ পর্যন্ত সোনা ও হিরের গয়নার মজুরিতে ছাড়। দুবাই ও আবুধাবিতে স্বপ্নের হানিমুন প্যাকেজ জেতার সুবর্ণ সুযোগ এবং প্রতি কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার। এছাড়াও প্রতিটি ক্রেতার জন্য উপহার স্বরূপ থাকছে এই উৎসবে অংশগ্রহণকারী সংস্থাদের

দেওয়া বিয়ের বিভিন্ন পণ্য ও পরিবেশায় ছাড় সমৃদ্ধ একটি বুকলেট। এই সমস্তই থাকছে এই উৎসবের মূল আবহকে আরো সুন্দর করে তুলতে। এরপর অনুষ্ঠিত হল - প্রদীপ ছন্দে ঐতিহ্যময় এক বিবাহের সার্থক রূপদান। সঙ্গে নাটকীয় এক ফ্যাশন শো - দুটি পর্যায়ে যা তুলে ধরল বিবাহ অনুষ্ঠানের রোশনাই এবং চমক। জমকালো এই পারিবারিক অনুষ্ঠানের উদ্দীপনার সঙ্গে তাল মিলিয়েই অনবদ্য এই উপস্থাপনা। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের ডিরেক্টর, অর্পিতা সাহা জানান, "সব সময়ই আমরা ঐতিহ্যময় ভারতীয় বিবাহের রোমান্সের দিকটি তুলে ধরেছি আমাদের বিজ্ঞাপনী প্রচারের মাধ্যমে - মানুষের কাছে তুলে ধরেছি, নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। আসলে, বিয়ে আমাদের সত্ত্বার গভীরতর রূপটি উন্মোচন করে - তাই এত স্পেশাল।" শ্যাম সুন্দর কোং

জুয়েলার্সের অপর ডিরেক্টর, রূপক সাহা জানান "আমাদের নিজস্ব কায়দায় উদ্‌যাপিত 'শুভ বিবাহ উৎসব' এর শুভ সূচনা হয়েছিল ত্রিপুরার আগরতলার শোরুম ২০০৯ সালে, তারপর কলকাতার বহু অভিজাত হাউজিং সোসাইটি এবং ক্লাবে সাড়া জাগানো উদ্‌যাপনের পর আজ সে পরিণত হয়েছে বাৎসরিক এক উৎসবে। এ বছরের অনুষ্ঠান আলাদাভাবে তাৎপর্যপূর্ণ এই কারণে যে, প্রতিউৎসবে উপস্থাপিত করা হচ্ছে সদ্যনির্বাচিত 'শারদ সুন্দরী ২০২১'র বিজয়ীদের এবং ক্রেতাবন্ধুদের জন্য এই প্রমোশন'র মধ্যে থাকছে, অনেক আকর্ষণীয় অফার এবং ড্র।" 'শুভ বিবাহ উৎসব' এর অফার চলবে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের ত্রিপুরা (আগরতলা, খোয়াই, ধর্মনগর ও উদয়পুর) এবং কলকাতার (গড়িয়াহাট, বেহালা ও বারাসাত) প্রতিটি শোরুম, ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ জানুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত।

## সহপাঠীকে ধর্ষণের অভিযোগ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর।। সহপাঠীকে অন্তঃসত্ত্বা করে পালানো যুবক। এই ঘটনায় সহপাঠীর বিরুদ্ধে মামলা করলেন অন্তঃসত্ত্বা একাদশ শ্রেণির ছাত্রী। ৮ মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছাত্রীটি সোমবার সাক্ষ্য থানায় গিয়ে মামলাটি করেছেন। অভিযুক্তের নাম জোসেফ ত্রিপুরা। তার বাড়ি সাক্ষমের বিশ্বপুর বীরেন্দ্র রোয়াজ পাড়ায়। ১৯ বছরের জোসেফ এলাকার একটি স্কুলে একাদশ শ্রেণিতে পাঠরত। তার সঙ্গেই অভিযোগকারিণী ছাত্রীও পড়াশোনা করে। এই ছাত্রী সোমবার থানায় গিয়ে জানান, স্কুলে পড়াশোনার মধ্যেই জোসেফ তাকে ধর্ষণ করে। পরবর্তী সময়ে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাকে আরও বেশ কয়েকবার ধর্ষণ করে। এই কারণে সে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। বর্তমানে সে ৮ মাসের অন্তঃসত্ত্বা। কিন্তু জোসেফ বিয়ে করতে রাজি নয়। সে বলেছে তার নামে মামলা করতে।

● এরপর দুইয়ের পাতায়

## সাইকেলের চাকায় পা ঢুকে আহত শিশু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা, ২৭ ডিসেম্বর।। বাবার সাথে বাইসাইকেলে চেপে বাড়ি ফিরছিল ৫ বছরের শিশু। কিন্তু অব্ধা শিশুটির পা কখন সাইকেলের চাকায় ঢুকে যায় তা টের পাননি তার বাবা। সাক্ষি ত্রিপুরা নামে ওই শিশুটি যখন চিৎকার জুড়ে দেয় তখনই তার বাবা বিষয়টি বুঝতে পারেন। তড়িঘড়ি শিশুটিকে ফায়ার সার্ভিসের সহায়তায় নিয়ে আসা হয় ধলাই জেলা হাসপাতালে। আমবাসার কাঁঠালবাড়ি এলাকায় বাড়ি ওই শিশুর। বর্তমানে ধলাই জেলা হাসপাতালে তার চিকিৎসা চলছে।



## লোক চাই

ট্রেভেল (Air & Rail) টিকিট কাউন্টার এর জন্য একজন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোক চাই। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে।

**RAMTHAKUR TOUR TRAVEL**  
Ramthakur Sangha Road, Agt.  
(M) 9436115500

## COACHING FOR FORTHCOMING COMPETITIVE EXAMINATIONS

(ICDS-SUPERVISOR) & LDA-SECRETARIAT SERVICE): CLICK & REGISTER  
www.estudyhelpline.in  
Contact : 9832107953 (Whatsapp only)

## বিশেষ দ্রষ্টব্য

প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের কোনও দায় এই পত্রিকা অথবা তার সাথে সংশ্লিষ্ট কারও নয়। বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু একান্তই বিজ্ঞাপনদাতার, সেসবের সত্যতার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিজ্ঞাপনদাতার, পত্রিকার কোনও ভূমিকা সেখানে নেই। যেকোনও বিজ্ঞাপনের ব্যাঘা, ইত্যাদির জন্য সেই বিজ্ঞাপনে দেওয়া উপায়ে যোগাযোগ করতে হবে, যোগাযোগের উপায় বের করে দেওয়া পত্রিকার দায়িত্ব নয়।

## রাজ্যের বনভূমিতে ৩০ বাংলাদেশির গাঁজা বাগান

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৭ ডিসেম্বর।। রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসে মোহনপুর, সোনামুড়া এলাকায় গাঁজার বাগান করার অভিযোগ বহুদিনের। পুলিশের হিসেবেই এই বছর সবচেয়ে বেশি গাঁজার চাষ হয়েছে মোহনপুর মহকুমা এলাকায়। এই এলাকায় ধর্মনগর, কুমারঘাট, বিলোনিয়া, সাক্ষম থেকে এসে নেশা কারবারিরা গাঁজা বাগান করেছে। শাসক দলের প্রভাবশালী নেতার পক্ষে টাকা ঢুকিয়ে অনায়াসেই গাঁজার বাগান করে নিয়েছে। এই বাগানগুলিতে পুলিশ বা প্রশাসন অভিযান করার ন্যূনতম সাহস পর্যন্ত দেখাতে পারেনি। এইসব ঘটনার মধ্যেই অন্য দেশ থেকে এসেও নেশা কারবারিরা গাঁজার চাষ শুরু করেছে ত্রিপুরার মধ্যে। বিশেষ করে এডিসি এলাকায় টিলা জমি ভাড়া

নিয়ে গাঁজার চাষ করা হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে ৩০জন সংখ্যালঘু অংশের মানুষ এসে শুধুমাত্র চড়িলাম রুক এলাকায় ৭০০ কানি টিলা জমিতে গাঁজা চাষ করে নিয়েছে। স্থানীয় এক প্রভাবশালী নেতাকে কমিশন দিয়ে গাঁজার বাগান করে নিয়েছে বাংলাদেশিরা। এমনই ঘটনা চড়িলাম রুকের সূতায়মুড়া এডিসি ভিলেজ কমিটি এলাকার। মতাইখলা এবং গগণ সর্দার পাড়ায়। দুই বছর ধরেই বাংলাদেশ থেকে সংখ্যালঘু অংশের ত্রিশ জন রাজ্যে এসে এই বাগান করেছে। জনজাতি অংশে গাঁজা বাগান করতে গিয়ে প্রথমে তারা বাধাও পেয়েছিল। তাদের পাল্টা আক্রমণে যারা বাধা দিয়েছিলেন এদের সবার মুখ বন্ধ হয়ে গেছে।

এই সাধারণ জনজাতি অংশের নাগরিকরা নেতা-সহ পুলিশেরও এই ক্ষেত্রে সাহায্য পাচ্ছেন না। এই নেশার কারবার রূপতে আমতলির গোলাঘাটি কেন্দ্রে দেড়শো জন মিলে একটি অ্যান্টি ডাগ কমিটি তৈরি করেছে। তারাই মূলত গাঁজা চাষের বিরোধিতা করছে। কিন্তু এই দেড়শো জনও দুর্বল হয়ে পড়ছেন প্রভাবশালী নেতার সাহায্যে গাঁজার বাগান করা। সংখ্যালঘু অংশের ৩০জনের বিরুদ্ধে। এই ৩০জন গাঁজা বাগান এলাকাতেই ঘর তৈরি করে বসবাসও শুরু করে দিয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে হওয়ার কোনও ধরনের শংসাপত্র নেই। অথচ এরাই এখন চড়িলাম রুক এলাকায় চুটিয়ে গাঁজা বাগা সা শুরু করে দিয়েছে। তাদের আঁকানোর মতো চেষ্টাও করা হচ্ছে না

● এরপর দুইয়ের পাতায়

## হোটেল সোনারতরীতে ডাক অ্যান্ড টার্কি ফিস্ট



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর।। আগরতলার হোটেল সোনারতরীতে চলছে ডাক অ্যান্ড টার্কি ফিস্ট। গত ২৬ ডিসেম্বর থেকে এই উৎসবের সূচনা হয়েছে। যা চলবে ২ জানুয়ারি পর্যন্ত। এর আগেও তাদের উদ্যোগে এই ধরনের উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। হোটেল কর্তৃপক্ষ সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে আমন্ত্রণ

জানিয়েছেন। তারা জানান, শীতে হাঁসের মাংস পছন্দ করেন সবাই। সেই কারণেই শীতের সময়ে এই ধরনের উৎসবের আয়োজন করা হলে সবাই খুশি হন। আর টার্কি সব সময় পাওয়া যায় না। শীতের সময়েই সেগুলি দেখা যায়। আর এই সময়টাতেই খেতে সবাই খুশদ করেন। একদিকে বড়দিন আর

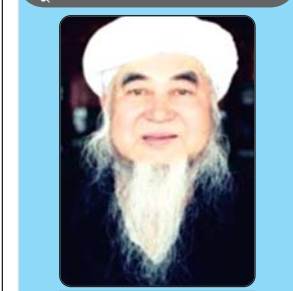
**জায়গা বিক্রয়**  
আগরতলা ভট্টপুকুর, কালিটিলা বাজার সংলগ্ন এলাকায় দেড় গন্ডা নতুন বিল্ডিং ঘর সহ জায়গা বিক্রি হইবে। প্রকৃত ক্রেতার। অতিসত্বর যোগাযোগ করুন।  
— যোগাযোগ —  
**Mob - 9774707512**

**“ধান ভাঙ্গানোর মেশিন”**

ঘরে বসেই ধান ভাঙ্গানোর মেশিন মাত্র 30,000/- টাকায় বিক্রয় হইবে। বাড়ির কারেন্টই, এই মেশিন চলে। স্ত্রী ও পুরুষ যে কোন ব্যক্তিই এই মেশিন চালাতে পারেন। প্রতিদিন ৭ টন ধান ভাঙ্গানো যায়। ইচ্ছে করলে এই MINI RICE MILL ভাড়া ও খাটানো যাবে। Video দেখার জন্য Whats app করুন — 9402567942  
— যোগাযোগ —  
**Mob - 9402567942**

## সমস্যার সমাধান

মুঠকরণী, বশীকরণ স্পেশালিস্ট



বাবা আমিল সুফি

প্রেমে বাধা, ব্যবসায় ক্ষতি, গৃহ কলহ, স্বামী-স্ত্রী বিরোধ, বিবাহ বাধা, ২০ থেকে ২২ প্রকারের আয়াজন করা, গুপ্তবিদ্যা, কালাদাস, মুঠকরণী, যাদুটোনা, বশীকরণ স্পেশালিস্ট।

**CONTACT**  
**9667700474**

## লোক নিয়োগ

Popular Security Service- এর জন্য কিছু লোক প্রয়োজন। মাসিক বেতন- 9,600 টাকা এবং 12 ঘন্টা ডিউটি। এখানে থাকারও ব্যবস্থা রয়েছে। ইচ্ছুক প্রার্থীগণ 2 দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন। যোগাযোগের ঠিকানা- আগরতলা, বিপণি বিতান বিল্ডিং, রুম নং- 36, 37। ফোন নম্বর- 9774702018

**VISION CONSULTANCY**  
Admission Point

We Provide Admission Guidance for  
**MBBS / BDS / BAMS**  
TOP PRIVATE  
MEDICAL COLLEGES IN INDIA  
(Kolkata, Uttar Pradesh, Bangalore, Tamilnadu, Puducherry, Haryana, Bihar, Orissa & Other)  
**LOW PACKAGE 45 LAKH**  
**NEET QUALIFIED STUDENTS ONLY**  
Call Us : 9560462263 / 9436470381  
Address : Office lane, Opp. Siksha Bhavan, Agartala, Tripura (W)

## ছেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ, শাস্তি পেলেন বাবা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৭ ডিসেম্বর।। ছেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠায় তার বাবার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিল দল। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে বিজেপি নেতারা হয়তো বার্তা দিতে চেয়েছেন দল কোনোভাবেই বেআইনি কিংবা অসামাজিক কাজকর্মকে বরদাস্ত করে না। কোনো নেতার রাজনৈতিক ক্ষমতাকে ব্যবহার করে তার পরিবারের কোনো সদস্য যেন কোনো ধরনের অসামাজিক কাজকর্মে জড়ায়। কিন্তু এলাকায় গুঞ্জন চলছে আসলে সমাজকে



কোনো বার্তা দিতে নয়, নেতার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে গোষ্ঠীধর্মের জেরে। এমনই অভিযোগ স্থানীয়দের। তেলিয়ামুড়া মহকুমার কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ২৩নং বুথের সাধারণ সম্পাদক তথা শান্তিকেন্দ্রের কো-অর্ডিনেটর প্রাণতোষ সরকারকে তার পদ থেকে অপসারিত করা হয়েছে। অভিযোগ, তার ছেলেকে কিছুদিন আগে এক মহিলার সাথে আটক করেছিল স্থানীয় নাগরিকরা। পরবর্তী সময় ওই যুবককে তুলে দেওয়া হয় পুলিশের হাতে। কৃষ্ণপুরের মণ্ডল সভাপতি নির্মল সরকার লিখিতভাবে তাদের দলীয় নেতা প্রাণতোষ সরকারকে অপসারিত করার কথা জানিয়ে দিয়েছেন। এলাকাবাসীর অভিযোগ, ওই বিধানসভা কেন্দ্রে এখন দুই গোষ্ঠীর লড়াই জমে উঠেছে। সেই দুই গোষ্ঠীর মধ্যেও একে অপরকে বেকায়দায় ফেলার জন্য মুখিয়ে

● এরপর দুইয়ের পাতায়

## বৃদ্ধা মাকে তাড়ালো এএসআই

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৭ ডিসেম্বর।। থানায় বসে অনেককেই শায়েস্তা করেছেন। মায়ের যত্ন নেওয়ার কথা বলে বহু লোককে ধমক দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, নিজের বৃদ্ধা মায়ের সেবা যত্ন করার অজুহাত দেখিয়ে বহুদিন কর্তব্যস্থল থেকে বাড়ি ফিরে গেছেন। শিব ভক্ত বলে সবার কাছে পরিচয় দেওয়া। রাজা পুলিশের এমনই একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট সাবইনসপেকটরের আসল মুখ ধরা পড়লো সোমবার। থানায় এসে ছেলের বিরুদ্ধে যাবতীয় অভিযোগ জানিয়ে গেলেন তার বৃদ্ধা মা। বাড়ি থেকে মাকে লাঞ্ছনা দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ নিয়েই থানায় হাজির হয়েছিলেন নিরুপায় মা। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই তৈরি থানায় কর্মরত অ্যাসিস্ট্যান্ট সাবইনসপেকটর প্রদীপ কুমার দাসের বিরুদ্ধে সহকর্মীরাও গালাগাল দিতে শুরু করেছেন। এই ধরনের কোনও ব্যক্তি যে পুলিশ হওয়ার যোগ্য নন তা পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। তবুও থানা কর্তৃপক্ষ প্রদীপ কুমার দাসের বিরুদ্ধে আইনত কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। উল্টো তাকে বাঁচানোর চেষ্টাই করে গেছেন বলে অভিযোগ।



এলাকাবাসীরা অভিযুক্ত পুলিশ অফিসারের কঠোর শাস্তির দাবি তুলেছেন। আইনত তার বেতন কেটে বৃদ্ধা মায়ের জন্য দেওয়ারও দাবি করা হয়েছে। থানায় অভিযোগটি জানিয়েছেন জ্যোৎস্না রানি দাস। তিনি পুলিশ ছেলে এবং পুত্রবধূর অত্যাচারে বাধ্য হয়ে বাড়ি ছাড়া হয়ে ভাড়াটিয়া হিসেবে থাকছেন। চোখের জল নিয়েই সোমবার উঠেন আরকেপুর থানায়। আরকেপুর থানার জামজুরিতে জ্যোৎস্না রানির স্বামীর ভিক্টেমাটি রয়েছে। স্বামীর জায়গাতেই আশ্রয় চেয়ে তিনি থানায় হাজির হন। স্বামীর জায়গাটি দখলে নিয়ে

রেখেছে পুলিশ ছেলে। জানা গেছে, উদয়পুরের জামজুরি এলাকাতে এএসআই প্রদীপ দাস থাকেন। তিনি মা-বাবার একমাত্র ছেলে। বাবার মৃত্যুর পর বাড়িটি দখলে নিয়েছেন। থানায় সবার সামনেই নিজেকে শিব ভক্ত পরিচয় দেন। ভক্তি দেখাতে সব সময় কপালে লাল তিলকও দেন। থানার মধ্যে কেউ অভিযোগ নিয়ে এলে তাদের শিব ভক্তের পাঠও পড়ান। অথচ এই প্রদীপই নিজের মাকে লাঞ্ছনা দিয়ে বাড়ি থেকে তাড়ালেন। অভিযোগ, বিভিন্ন সময়েই মায়ের অসুস্থতার অজুহাত দেখিয়ে তৈরি থেকে ছুটি নিয়ে বাড়ি ফিরে যেতেন। কিন্তু কেউ কোনও দিন খবর নিয়ে দেখেননি আদৌ মায়ের সেবা করছেন কিনা, নাকি মায়ের নাম দিয়ে আরাম-আয়েশ করতে বাড়ি ছুটে গেছেন প্রদীপ। সোমবার সকালেই উদয়পুরের আরকেপুর থানায় বোনকে সঙ্গে নিয়ে পুলিশ ছেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে থানায় হাজির জ্যোৎস্না রানি দাস। থানায় গিয়ে ছেলের বিরুদ্ধে মামলা করতে চান তিনি। ছেলের বিরুদ্ধে যাবতীয় অভিযোগ করেন তিনি। তিনি পরিষ্কারভাবেই জানান ছেলে

● এরপর দুইয়ের পাতায়

## সদ্যোজাত শিশুর কান্নায় চাঞ্চল্য

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, মেলাঘর, ২৭ ডিসেম্বর।। শীতের সকালে আচমকা রাবার বাগানে সদ্যোজাত শিশুর কান্নায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় মেলাঘর থানার বগাবাসা এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দা চিন্ময় দেবনাথের বাগানে গিয়ে দেখা যায় একটি সদ্যোজাত শিশু কেঁদে চলেছে। তার শরীরে একটুকরো কাপড় পর্যন্ত নেই। স্থানীয় লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে শিশুটিকে উদ্ধার করেন। তাদের মধ্যে কেউ আবার শিশুটিকে কাপড় দিয়ে মুড়িয়ে নেয়। তখনও শিশুটি নাড়াচাড়া করছিল। সবাই ভেবেছিলেন হয়তো শিশুটিকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে তার প্রাণরক্ষা করা যাবে। তাই খবর দেওয়া হয় মেলাঘর থানার পুলিশকে। পুলিশ এসে শিশুটিকে মেলাঘর হাসপাতালে নিয়ে আসে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত চেষ্টা সত্ত্বেও শিশুর

প্রাণরক্ষা করা যায়নি। কর্তব্যরত চিকিৎসক শিশুটিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। শিশুর মৃতদেহ এখন মেলাঘর হাসপাতালের মর্গে আছে। এখনও জানা যায়নি শিশুর পরিচয় কি। এলাকার লোকজনও জানান, আশপাশ এলাকার কোনো পরিবারের শিশু নিখোঁজ বলে খবর নেই। তাই ধারণা করা হচ্ছে হয়তো অন্য কোনো সদস্য থেকে শিশুটিকে রাবার বাগানে ফেলে গেছেন। তবে কি কারণে শিশুর এই পরিস্থিতি হল সেটিই প্রশ্ন বগাবাসাবাসীর। তাদের মতে সামাজিক অবক্ষয়ের এর চেয়ে বড় দৃষ্টান্ত হওয়া আর কিছু হতে পারে না। পুলিশ এবং প্রশাসনের দায়িত্ব নিয়ে ঘটনাটির তদন্ত করা প্রয়োজন। যাতে আর কোনো শিশু এই ধরনের ঘটনার শিকার না হয়।

## সোনার বাজার দর

১০ গ্রাম : ৪৮, ১৫০  
ভরি : ৫৬, ১৭৫

## Flat Booking

Ramnagar Road No. 4. Opposite Sporting Club. 2 BHK, 3 BHK Flat booking চলছে।  
**Mob - 8416082015**

## Godown ভাড়া

শহরের সন্নিগটে সর্ব সুবিধা যুক্ত 1500 Sq.ft. এর গোডাউন ভাড়া দেওয়া হবে।  
— যোগাযোগ —  
**Mob - 9856368173**